দেবলা দেবী।

(ঐতিহাসিক নাটক)

[মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত]

(প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার ৩২শে শ্রাবণ, ১৩২৫ সাল)

শ্রীনিশিকান্ত বসু রায় বি, এল,

প্রণীত।

একাদশ সংস্করণ।

আষাঢ়,—১৩৩৪ সাল।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আলাউদ্দিন	...	...	দিল্লীর সম্রাট।
খিজির খাঁ	...	...	ঐ পুত্র।
কাফুর	...	...	ঐ সেনাপতি।
করুণসিংহ	...	...	গুজরাটের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর
গণপৎ	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
দেবীসিংহ	...	...	ঐ অনুচর।
বলদেবজী	...	...	দেবগিরির অধীশ্বর।
আলী খাঁ	...	...	খিজিরের অনুচর।
আজীম্ খাঁ	...	...	খোজা।

সভাসদ্‌গণ, ফকিরগণ, সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

কমলা দেবী	...		করুণসিংহের পত্নী।
দেবলা দেবী	...	..	ঐ কন্যা।
লক্ষ্মী বাঈ	...	.	বলদেবজীর মাতা
মা[illegible]া	...	.	বাঁদী।

নর্ত্তকীগণ, বাঁদীগণ ইত্যাদি।

দেবলা দেবী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্য।

(করুণসিংহ ও দেবীসিংহ। একপার্শ্বে দেবলা নিদ্রিতা।)

করুণসিংহ। ধর্ম্মপত্নীকে বিলাসের দাসী ক'রেছে,—তিন তিনটে পুত্রকে স্বহস্তে হত্যা ক'রেছে,—রাজ্য থেকে বিতাড়িত ক'রেছে;—আজ আমার আশ্রয়—এই জীর্ণ দীর্ণ ভগ্ন কুটীর, আহার্য্য—কটু তিক্ত কদর্য্য ফলমূল! এতে ও কি পাপিষ্ঠ আলাউদ্দিন তৃপ্ত হয়নি? আর আমার কি আছে দেবীদাস, যে সেই লোভে আবার সে আমার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠা'চ্ছে?

দেবী। এ সৈন্য আলাউদ্দিন পাঠা'চ্ছে না—

করুণ। তবে? বল, ব'ল্‌তে এসে থাম্‌লে কেন?

দেবী। ব'ল্‌তে যে সাহস হয় না প্রভু—

করুণ। কোন ভয় নেই দেবী। নিঃশঙ্কচিত্তে বল, সহ্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে এ প্রাণ পাষাণ,—বজ্র ধারণেও আজ সক্ষম।

দেবী। মা পাঠাচ্ছেন।

করুণ। কে?

দেবী। মা।—

করুণ। কমলা ?—

দেবী। আজ্ঞে হাঁ।

করুণ। মিথ্যা কথা—এ হ'তে পারে না।

দেবী। আমি সত্য—

করুণ। চুপ কর, আমাকে ভা'ব্‌তে দাও। (উন্মত্তের ন্যায় পাদচারণ) কমলা পাঠাচ্ছে ?

দেবী। আজ্ঞে হাঁ।

করুণ। অথচ একদিন এই প্রসারিত বক্ষে সে আশ্রয় পেয়েছে, একদিন আমায় সে আত্মদান ক'রেছিল! বোধ হয় আমার জন্য তখন প্রাণ দিতেও সে কুণ্ঠিত হ'ত না; আর আজ আমাকে হত্যা ক'রতে সে এত ব্যগ্র—এত লালায়িত! হায় নারি, এত বিস্মৃতির দাসী,—এত নীচ—এত অপদার্থ তোরা! দেবী! বোধ হয় আমি জীবিত থা'ক্‌লে সে কুলটার ব্যভিচারের স্রোতে বাধা পড়ে, তাই আমার হৃদয়-শোণিতে সেই বিঘ্ন বিদূরিত ক'রতে মনস্থ ক'রেছে।

দেবী। আপনাকে হত্যা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

করুণ। তবে ?

দেবী। দেবলাকে তিনি নিজের কাছে রাখ্‌তে চান।

করুণ। অর্থাৎ তাকেও পাঠানের হারেমে পুরে মুসলমানের উপভোগের,—দেবী—দেবী—না, না,—তা কখনই হ'বে না। দেবলাকে আমি এমন এক স্থানে লুকিয়ে রাখ্‌ব—যেখানে শত আলাউদ্দিন—শত কমলা—শত কাফুর—সহস্র জন্ম চেষ্টা ক'রলেও তার সন্ধান পাবে না—তার ছায়াও দেখ্‌তে পাবে না। সহায়হীন—সম্পদহীন হ'লেও, আমি ক্ষত্রিয় পিতা—কন্যার মর্য্যাদা নষ্ট হ'তে দেব না—দেবভোগ্য কুসুমকে দানবের পায়ে ডালি দেব না। দেবীদাস—

দেবী। আদেশ করুন—

করুণ। দ্বিরুক্তি না ক'রে আমার তরবারি আন। ঐ দেবলা ঘুমুচ্ছে—এই উত্তম সুযোগ। জাগরিতা হ'য়ে যদি একবার সে আমায় "বাবা" ব'লে ডাকে, তবে তার মুখের সেই মধুর পিতৃ-সম্বোধন প্রাণের মধ্যে সহস্র তরঙ্গ তুলে আমায় কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেবে। দাও তরবারি—শীঘ্র—

দেবী। অন্য উপায়ে—

করুণ। দেবী, সুদিনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন—নিজের স্ত্রী পর্য্যন্ত আমাকে ত্যাগ করেছে; শুদ্ধ তুমি ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছ? আজ তুমিও আমার অবাধ্য হ'লে! [দেবীর প্রস্থান।]

করুণ। দেবলা—কমলার গর্ভজাত সন্তান,—তার শেষ চিহ্ন। সে পাপিষ্ঠার কোন চিহ্ন এ সংসারে রাখ্‌ব না—নিয়তির মত কঠোর হস্তে সব মুছে ফে'ল্‌ব। যা'তে কেউ কোন দিন আমার নামের সঙ্গে সে পাপিষ্ঠার নাম যুক্ত ক'র্‌তে না পারে।

(তরবারি হস্তে দেবীদাসের প্রবেশ)

এই যে এনেছ! দাও, তরবারি দাও। দেবীদাস, তুমি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও—ওকে তুমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছ, তুমি এ দৃশ্য সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না। জয়, একলিঙ্গদেবের জয়!

দেবী। (সহসা ফিরিয়া) একটা কথা—

করুণ। খবরদার, কোন কথা শুন্‌তে চাই না। ইচ্ছা হয়,—স্থানান্তরে যাও! জয়, একলিঙ্গদেবের জয়। (আঘাতোদ্যোগ।)

দেবলা। (উঠিয়া) বাবা—বাবা—

করুণ। (হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল) ভগবান্! কর্ত্তব্যসাধনে এ কি বিঘ্ন! এ কি ক'র্‌লে প্রভু! (ললাটে করাঘাত)

দেবী। দয়াময়, অপার করুণা তোমার!

দেবলা। এ কি মূর্ত্তি তোমার বাবা! মুখ রক্তবর্ণ—চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে—সমস্ত শরীর কাঁপ্‌ছে। বাবা, বাবা, কি হ'য়েছে তোমার?

করুণ। ভগবান্, শক্তি দাও,—শক্তি দাও—হৃদয়কে পাষাণ ক'রে দাও।

দেবলা। একি? তরবারি? দেবীদাদা মুখ ফিরিয়ে কাঁদ্‌ছে!—বাবা, আমায় কি তুমি হত্যা ক'র্‌তে চাও? কেন বাবা, আমি ত কোন অপরাধ করিনি। আমি মর্‌লে তোমায় দেখবে কে? কে বন থেকে তোমার খাবার সংগ্রহ ক'রে আ'ন্‌বে? কে তোমাকে গান গেয়ে ঘুম পাড়া'বে—কে তোমার সেবা ক'র্‌বে? বাবা, বাবা—কথা কও, কেন মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলে? আমার দিকে চাও—

করুণ। দেবীদাস—দেবীদাস, আর কত সয়,—আর কত সয়!

(বক্ষে করাঘাত)

দেবলা। (করুণসিংহের হাত ধরিয়া) বাবা—বাবা—

করুণ। (দেবলাকে বক্ষে ধরিয়া) কন্যা আমার;—হা ভগবান্!

দেবলা। আজ তুমি কেন এত বিচলিত বাবা?

করুণ। কেন? যদি জা'নতিস—ও হো হো—

দেবলা। দেবীদাদা, বাবা কেন অমন ক'রছেন? বাবার কি কোন অসুখ ক'রেছে?

দেবী। না দিদি, তিনি বেশ সুস্থ আছেন।

দেবলা। তবে? ওঃ বুঝেছি—আমি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে আছি,—খাবার যোগাড় করিনি,—তাই ক্ষুধায় পীড়িত হ'য়ে, বাবা আমার উপর রাগ ক'রেছেন! আমায় ক্ষমা কর বাবা। এবার থেকে রোজ সকালে উঠব। তুমি রেগ'না,—আমি এক দৌড়ে ফল নিয়ে আসছি। [প্রস্থান।

করুণ। দেবীদাস,—

দেবী। আজ্ঞে,—

করুণ। এখন উপায় ?

দেবী। দেবলার হত্যা বিধাতার অভিপ্রেত নয়।

করুণ। তা সত্য। কিন্তু উপায় ?

দেবী। যিনি আসন্ন মৃত্যু থেকে এই ক্ষুদ্র অসহায়া বালিকাকে রক্ষা ক'রেছেন তাঁর উপর নির্ভর করুন। তিনিই উপায় ক'রে দেবেন।

করুণ। শোন দেবী, আলাউদ্দিনের সৈন্য সত্বর এখানে এসে প'ড়বে—তা'রা দেবলাকে বলপ্রয়োগে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে,—রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌ব না; বাপ্পার বংশজাত ললনা পাঠানের অঙ্কশায়িনী হবে। ব্যভিচারের কলঙ্ককাহিনী কাণে শুন্‌তে হবে,—মুখ গুঁজ্‌তে আরও নিবিড় বনে পালাতে হবে,—দেহ, মন, নিস্ফল শক্তিহীন আক্রোশে, লজ্জায়, ঘৃণায় পুড়ে ক্ষার হ'য়ে যাবে। বেঁচে থাক্‌লে আরও অনেক শুন্‌তে হবে—আরও অনেক দেখ্‌তে হবে,—আরও অনেক সইতে হবে! এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ নয় কি ?

(দেবীদাস নিরুত্তর। করুণসিংহ বলিতে লাগিলেন)

এই সব নিবারণের দুই উপায় আছে। এক দেবলাকে হত্যা করা,—অপর, নিজের প্রাণ ত্যাগ করা। প্রথমটা আর আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। সে সময় যখন তাকে হত্যা ক'র্‌তে পারিনি, তখন আর তরবারি দৃঢ় হস্তে ধ'র্‌তে পার্‌ব না। তার মুখের দিকে একবার চাইলে অতীত সহস্র মধুর চিত্র নিয়ে চ'খের সামনে দাঁড়িয়ে মুষ্টি শিথিল ক'রে দেবে। আর তা হ'বে না। দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন অন্য উপায় নেই। আমার মৃত্যুর পর দেবলার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে—আমি দেখ্‌তে আস্‌ব না। তাকে আমি তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি। দেবীদাস—

দেবী। আজ্ঞে।

করুণ। আমার অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছ? স্থির চিত্তে ভেবে দেখ। মরা ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নেই। কিন্তু কেমন ক'রে মরব? আত্মহত্যা—না, মহাপাপ। হাঁ—হয়েছে। দেবী, তুমি আমায় এ বিপদে সাহায্য কর।

দেবী। আদেশ করুন—

করুণ। শোন দেবীদাস, পুত্রের অধিক এতদিন তোমাকে স্নেহ ক'রেছি—পালন ক'রেছি। আজ পুত্রের কার্য্য কর। পুত্র যেমন পুন্নাম নরক থেকে পিতার আত্মাকে উদ্ধার করে, তুমিও তেমনি এই গুরুভার অপমান,—লাঞ্ছনা,—গ্লানির নরক হ'তে আমাকে উদ্ধার কর—আমাকে মুক্ত কর।

দেবী। আতঙ্কে আমার প্রাণ যে শিউরে উঠছে। কি অপনার উদ্দেশ্য?

করুণ। ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি, কিসের আতঙ্ক তোমার! ক্ষত্রিয়ের জীবনের একমাত্র সাধনা—কর্ত্তব্য পালন; তা সে কোমলই হ'ক, আর কঠোরই হ'ক্। শোন দেবীদাস, দেবলা ফল আহরণ ক'র্‌তে বনে গিয়েছে,—তার ফিরবার আর বড় বিলম্ব নেই! এই উত্তম সুযোগ—

দেবী। কিসের সুযোগ?

করুণ। ম'রবার ও মা'রবার। ঐ অস্ত্র নাও, দৃঢ় মুষ্টিতে ধর, নাও—নাও—

দেবী। (তথা করিয়া) তারপর?

করুণ। ঐ তরবারি আমার বুকে আমূল বসিয়ে দাও!

দেবী। সে কি! (তরবারি ফেলিয়া দিয়া) অসম্ভব।

করুণ। কি অসম্ভব?

দেবী। আমি পা'রব না।—কখনই না।

করুণ। তবে পাঠানের হস্তে ক্ষত্রিয়ের লাঞ্ছনা দেখ্‌তে প্রস্তুত হও।

দেবী। প্রভু, পিতা, এ আমায় কি পরীক্ষায় ফেললেন! পুত্রের অধিক স্নেহে এতকাল পালন ক'রে এ আজ আমায় কি কঠোর আদেশ ক'র্‌ছেন! আমায় রক্ষা করুন—আমায় দয়া করুন!

করুণ। দেবী, বন্ধু বল,—ভ্রাতা বল,—পুত্র বল,—সব আমার তুমি। তুমি ভিন্ন কে এ বিপদে আমায় সাহায্য ক'র্‌বে? নাও দেবী, অস্ত্র নাও, আর বিলম্ব ক'রো না। হয়ত দেবলা এখনই এসে প'ড়বে। তবুও মৃন্ময়মূর্ত্তির মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে! কাপুরুষ, কেন ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভ কলঙ্কিত করেছিস? এত অপদার্থ তুই তা পূর্ব্বে জানতেম না। উত্তম—আমি নিজেই,—

(তরবারি লইলেন ও আঘাত করিতে গেলেন। দেবীদাস হাত ধরিয়া ফেলিলেন।)

দেবী। আত্মহত্যা ক'র্‌বেন!

করুণ। উপায় নেই। তোমার মত ভীরু অনুচর যার, তার এ ভিন্ন অন্য গতি নেই। হাত ছাড় কাপুরুষ—ঐ শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ—ঐ দেবলা আ'স্‌ছে—নিকটে—আরও নিকটে—জয় একলিঙ্গদেব—

(বক্ষে তরবারির আঘাত)

দেবী। পিতা, কি ক'রলেন—কি ক'রলেন—

করুণ। দেবী, পুত্র আমার, আশীর্ব্বাদ! দেবলা তো—মা—র ভ—গি—নী। (মৃত্যু)

(দেবলার প্রবেশ)

দেবলা। বাবা, বাবা,—দেবীদাদা, বাবা কোথায়?

দেবী। ঐ—

দেবলা। এ্যা! এ কি? বাবা—বাবা— (মূর্চ্ছা)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লী—প্রাসাদ-কক্ষ।

(গণপৎ ও খোজার প্রবেশ)

খোজা। এই কক্ষে অপেক্ষা করুন, বেগম সাহেবার সাক্ষাৎ পাবেন।

গণপৎ। উত্তম। [খোজার প্রস্থান।

(বিপরীত দিক হইতে কমলাদেবীর প্রবেশ)

কমলা। এই যে গণপৎ! গণপৎ, কি জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রার্থনা ক'রেছ?

গণ। কারণ না থাক্‌লে দিল্লীসম্রাটের প্রধানা বেগমকে এ ক্লেশ দিতে সাহস ক'র্‌তেম না।

কমলা। হুঁ, তারপর?

গণ। শুনলেম দেবলাকে ধ'র্‌তে নাকি বিশ হাজার সৈন্য যাচ্ছে—আর তুমিই নাকি তাদের পাঠাচ্ছ?

কমলা। হাঁ।

গণ। এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি?

কমলা। তোমার প্রয়োজন?

গণ। কিছু আছে বৈকি। নারি! কুক্ষণে তুমি এই রূপের ডালি নিয়ে সংসারে এসেছিলে,—কুক্ষণে তুমি গুজরাট-রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলে! নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেছ,—কন্যারও সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে যাচ্ছ; নিজে ম'জেছ—কন্যাকেও মজাতে যাচ্ছ; নিজে ডুবেছ,—কন্যাকেও সাগরের অতল জলে ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছ। ব্যভিচারের স্রোতে কি হিন্দুত্ব—নারীত্ব—মাতৃত্ব—সব বিসর্জ্জন দিয়েছ! ধিক্ তোমাকে, আর শতধিক্ তোমার গর্ভধারিণীকে—যার স্তনদুগ্ধে তোমার মত শয়তানীর দেহ পুষ্ট হ'য়েছিল!

কমলা। আর তুমি গুজরাট-রাজের ভ্রাতুষ্পুত্র, সার্থক তোমার জননীর স্তনদুগ্ধ—যাতে তোমার ন্যায় শত্রুপদলেহী কাপুরুষের দেহ পুষ্ট হ'য়েছিল! ম্লেচ্ছের কবল হ'তে কুলকামিনীকে রক্ষা ক'র্‌বার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের মুখে এ নির্লজ্জ তিরস্কার শোভা পায় বটে!

গণ। নারি! স্বীকার করি, আমরা তোমার অযোগ্য রক্ষক,—তাই আলাউদ্দিন তোমাকে আয়ত্তে পেয়েছে; কিন্তু তোমার নারীজীবনের কৌস্তুভরত্ন—তোমার সতীত্ব, কেন মুসলমানের পায়ে ডালি দিয়েছ? কেন আত্মহত্যা করনি? হারেমে কি বিষ ছিল না—শাণিত অস্ত্র ছিল না! কেন প্রাচীরের গায়ে মাথা ঠুকে মরনি? তা হ'লেত আজ আমাদের এ কলঙ্কিত মুখ জগতে দেখাতে হ'ত না।

কমলা। যে রাজপুত-রমণী ধর্ম্মরক্ষার জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে জলন্ত অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করে, তাদের কি আজ সতীত্ব রক্ষার উপায় তোমাদের কাছে শিখ্‌তে হবে? আমি পাঠানের হারেমে বাস ক'র্‌ছি সত্য, কিন্তু দুরাত্মা আলাউদ্দিনের নিকট আত্মবিক্রয় ত দূরের কথা—আমি তাকে স্পর্শ ও করিনি।

গণ। আজ কি আমায় এই অসম্ভব কথাও বিশ্বাস ক'র্‌তে হবে!

কমলা। তবে শোন গণপৎ, একথা এ পর্য্যন্ত কাকেও বলিনি—ব'লবার অবসরও পাইনি। রণক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে গুজরাট-রাজের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'র্‌ছিলেম—হঠাৎ শত্রুনিক্ষিপ্ত একটী শর আমার বাম বাহুতে বিদ্ধ হয়। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত আমি—মাটীতে প'ড়ে গিয়ে মূর্চ্ছিতা হই। জ্ঞান হ'লে দেখলেম, আমি আলাউদ্দিনের শিবিরে বন্দিনী।

গণ। তারপর?

কমলা। আমায় দিল্লী নিয়ে এল। শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় আমি—সাতদিন

অনাহারে ছিলেম,—মুসলমানের স্পৃষ্ট আহার গ্রহণ করিনি,—প্রতি মুহূর্ত্তে ম'রবার সুযোগ অন্বেষণ করতেম,—এক বাঁদীকে উৎকোচের প্রলোভন দেখিয়ে বিষ সংগ্রহের চেষ্টা ক'র্লেম,—সে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সম্রাট্‌কে সব বলে দিল,—আমার উপর কড়া পাহারার হুকুম হ'ল। শেষে নিরুপায় হ'য়ে একদিন প্রাচীরের গায়ে মাথা ঠুক্‌তে লাগলেম। দুই তিন আঘাতের পর বাঁদীরা এসে আমায় ধ'রে ফেলল। আমি নজরবন্দী হ'লেম। এই দেখ, সে আঘাতের চিহ্ন আজও মিলায় নি।

গণ। তারপর?

কমলা। এই সংবাদ বাদশাহের কাণে যায়,—অষ্টম দিনে আলাউদ্দিন আমার কক্ষে প্রবেশ ক'রে আমাকে আহার ক'র্‌তে অনুরোধ করে এবং আমি অনাহারে থাকলে বলপূর্ব্বক আমার উপর অত্যাচার ক'র্‌বে ব'লে ভয় দেখায়। আমি তখন অনন্যোপায়—নজরবন্দী,—ম'রবার উপায় নেই,—অনাহারে শরীর অবসন্ন,—পিশাচের পাপকার্য্যে বাধা দিতে শক্তিশূন্যা,—শোকে উন্মাদিনী—জ্ঞানহারা—চক্ষে অন্ধকার দেখলেম। মনে মনে কেবল ভগবানকে ডাকতে লাগলেম! তখন কে যেন আমার কাণে কাণে কি ব'লে দিল,—মন্ত্রমুগ্ধার মত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, আমি সেই অদৃষ্ট অজ্ঞাতের আদেশ পালন ক'র্‌লেম; বাদশাহকে ব'ললেম, আমি আহার ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি,—তিনি যদি আমার কন্যা দেবলাকে আমার নিকট এনে দিয়ে আমার শোকসন্তপ্ত চিত্তকে শান্ত করেন; আর যতদিন দেবলা এখানে না আসবে, ততদিন আমাকে স্পর্শ ক'র্‌বেন না—এই প্রতিজ্ঞা করেন। বাদশাহ প্রথমে অস্বীকৃত হ'লেন, কিন্তু যখন দেখ্‌লেন যে আমার সঙ্কল্প পর্ব্বতের ন্যায় অটল, তখন তিনি সম্মত হ'লেন

গণ। তারপর ?

কমলা। সেইদিন থেকে আমি বাদশাহের নিকট স্বাধীনতা পেলেম—কিন্তু আমার বুকের মধ্যে নরকের আগুন দ্বিগুণতেজে জ্বলে উঠ্‌ল। শয়নে, স্বপনে, তন্দ্রায়, জাগরণে আমার মৃতপুত্রগণ আমার নিকটে এসে আমায় প্রতিহিংসা নিতে উত্তেজিত করে। এ চোখে নিদ্রা নেই গণপৎ, মাঝে মাঝে যখন তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি,—একটা যবনিকা সরে গিয়ে আমার চোখের সাম্‌নে তাদের মৃত্যুদৃশ্য স্পষ্ট হ'য়ে ভেসে ওঠে,—তারা আলাউদ্দিনের হৃদয়শোণিত চায়—আমায় ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে—ঐ যে—ঐ যে—আমি এখনও দেখ্‌তে পাচ্ছি—তিন তিনটে পুত্র! ওহো—হোঃ—হোঃ—গণপৎ—গণপৎ—এ বুকে বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—

গণ। স্থির হও, স্থির হও—

কমলা। শোন গণপৎ, সেই অজ্ঞাতের আদেশে আমি দেবলাকে দেখ্‌তে চেয়েছি। তাই বাদশাহী ফৌজ দেবলাকে আন্‌তে যাচ্ছে; আমিও দেবলাকে দেখ্‌বার বাহ্যিক একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছি। পূর্ব্বে জান্‌তে পেরে গুজরাটরাজ যাতে বাদশাহের আক্রমণ প্রতিরোধ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'তে পারেন, কোনও মতে যাতে তারা দেবলাকে আ'ন্‌তে না পারে, আমি সে চেষ্টাও ক'রেছি। রাজবারা আবার নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে,—মারাঠাজাতি জা'গ্‌ছে—কাশ্মীর নবপ্রাণ পেয়েছে—কোথাও কি দেবলা আশ্রয় পাবে না ?—রমণীর মর্ম্মবেদনায় কারও প্রাণ কি কেঁদে উঠবে না ?

গণ। বাদশাহের সঙ্গে কি তোমার সাক্ষাৎ হয় ?

কমলা। হাঁ,—প্রত্যহই তিনি আমার এখানে আসেন; কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণমাত্রায় পালন করেন। শোন গণপৎ, পুত্রহত্যার

প্রতিশোধ না নিয়ে আমি ম'র্‌তে পা'র্‌ব না,—তারা আমায় ম'র্‌তে দেবে না। অলস হ'য়ে ব'সে থাক্‌লে চ'লবে না—এ বৈরনির্য্যাতন ব্রতে তুমি আমার সহায় হও। একদিকে দেবলাকে আ'নবার প্রত্যেক উদ্যম যাতে এদের ব্যর্থ হয়, তার উপায় কর; অন্যদিকে কাফুরকে, সৈন্যাধ্যক্ষগণকে, সৈন্যগণকে—এমন কি, এ রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতাকে সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা কর। প্রয়োজন হয়—উৎকোচে বশীভূত কর,—প্রত্যেকের মনে সম্রাটের বিরুদ্ধে ছলে বা কৌশলে একটা বিদ্বেষের ভাব জাগিয়ে দাও। যাতে দেবলাকে আ'ন্‌বার পূর্ব্বেই এই পাপ খিলিজি সিংহাসনের এক একখানি ইষ্টক ভেঙ্গে খ'সে মাটিতে গ'ড়িয়ে পড়ে।

গণ। আমরা এদিকে কৃতকার্য্য হবার পূর্ব্বেই যদি দেবলাকে তারা ধ'রে আনে?

কমলা। কোন চিন্তা নেই গণপৎ, আমি রাজপুতকামিনী—দেবলা রাজপুতের কন্যা; কারও সাধ্য নেই যে, রাজপুতরমণীর ধর্ম্ম নষ্ট করে। যদি এরা দেবলাকে বাস্তবিকই ধ'রে আনে, তাহ'লে মা ও মেয়ের চক্রান্তে এই খিলিজি সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে এমন একটা প্রলয়ের প্রভঞ্জন ভীম ভৈরব-গর্জ্জনে ব'য়ে যাবে—যাতে আলাউদ্দিন কেবল দিবা রাত্র "ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছেড়ে যন্ত্রণায় মৃত্যুকামনা ক'র্‌বে। তুমি এখন যাও, সম্রাটের আস্‌বার সময় হল। (গমনোদ্যতা ও ফিরিয়া)

হাঁ, শোন গণপৎ, আর কখনও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র না। কেউ সন্দেহ ক'র্‌তে পারে—খুব সাবধান। যাও, ঐ কক্ষে খোজা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

[বিপরীত দিকে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লী—প্রমোদ-কক্ষ।

খিজির খাঁ ও কাফুর।

খিজির। লড়াইয়ের নামগন্ধ নেই, অথচ বিশহাজার সুশিক্ষিত সৈন্য যা'চ্ছে! এর কারণ কি কাফুর?

কাফুর। কারণ বিশেষ জানি না, তবে সম্রাটের আদেশ।

খিজির। সম্রাটের আদেশ! অসহায়া একটা বালিকাকে ধরে আনবার জন্য এত আড়ম্বর। কার নেতৃত্বাধীনে এই সৈন্য যাচ্ছে?

কাফুর। আপনার। কেন, আপনি জানেন না?

খিজির। কই, শুনিনি ত। তুমি?

কাফুর। আপনার অধীনস্থ একজন সেনানায়ক মাত্র।

খিজির। হুঁ।

কাফুর। সম্রাটের আদেশ—এখনই রওনা হ'তে হবে। আমি আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছি।

খিজির। তুমি যাও, আমি এখন বিশ্রাম ক'রব।

কাফুর। বিশ্রাম!

খিজির। ক্ষতি কি? ভোগের জন্যই দুনিয়ায় এসেছি।

কাফুর। এখনই যে রওনা হ'তে হবে।

খিজির। দেখা যাবে।

কাফুর। সম্রাট জান্‌লে অসন্তুষ্ট হবেন

খিজির। সম্রাটের সন্তোষ অসন্তোষের জন্য উত্তরদায়ক আমি—তুমি নও। কৈ হায়? আলী খাঁ! যাও কাফুর, আমার বিশ্রামের

(নর্ত্তকীদলের সহিত সুরাপাত্র হস্তে আলীখাঁর প্রবেশ)

কাফুর। (স্বগত) এই উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ের দাস দিল্লী সিংহাসনের ভাবী অধীশ্বর! [প্রস্থান।

খিজির। সুন্দরীগণ, কার্য্যগতিকে কিছুদিনের জন্য আমায় স্থানান্তরে যেতে হবে,—আমার ইচ্ছা, তোমরাও আমার সঙ্গে যাও। শিবিরে শিবিরে ঘুরতে তোমাদের কষ্ট হবে না ত?

আলী। বলেন কি হুজুরালি? ওদের বাবার বাবা শিবিরে শিবিরে ঘুরতে পারবে,—ওদের আবার কষ্ট!

১ম নর্ত্তকী। জনাব, আপনার সঙ্গে দোজাকে গিয়েও আমরা সুখী।

খিজির। উত্তম। তবে নাচ—গাও—স্ফূর্ত্তি কর,—সঙ্গীতের প্রতিপদে, প্রতিমূর্চ্ছনায়, ললিতদেহের প্রতিপদক্ষেপে ঋতুরাজকে জাগিয়ে তোল। আলীখাঁ—

আলী। হুজুর, মেহেরবান্।

(মদ্যদান ও খিজিরের পান। নর্ত্তকীদলের গীত আরম্ভ হইল, খিজিরখাঁ শুনিতে শুনিতে তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন।)

নর্ত্তকীগণের গীত।

তোল তোল তোল তান—
আজি সাজে কি তোমার মান?
হের কোকিল মুখরা, প্রেমের ফোয়ারা
ছুটায় মাতায়ে প্রাণ।
ঐ প্রেম ঘোরে শশী হাসিয়া,
জোছনা কিরণ ঢালিয়া,
আজি ডুবায়ে সকল উঠিছে কেবল
অনাবিল প্রেমগান।

অধরে ধর প্রেম-সরোবর,
রূপের প্রভায় কর জরজর,
প্রেমিক রতনে, আদরে যতনে
প্রেমসুধা কর দান ॥

(বেগে কমলাদেবীর প্রবেশ এবং নর্ত্তকীদলসহ আলার প্রস্থান)

কমলা। খিজিরখাঁ!

খিজির। কে?

কমলা। আমি।

খিজির। (উঠিয়া) গুজরাট-রাজমহিষী কমলা দেবি! আপনি! এখানে! আদেশ করুন।

কমলা। সম্রাট্ তোমাকে গুজরাট যাত্রা ক'রতে আদেশ দিয়েছেন, সে আদেশ পালিত হয়নি কেন?

খিজির। মাফ্ ক'রবেন বিবিসাহেবা, এ প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন হ'লে আমি সম্রাট্‌কেই দেব। এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে আপনার এত ক্লেশ স্বীকার ক'রবার প্রয়োজন ছিল না।

কমলা। তা হ'লে তুমি গুজরাটে যাবে না?

খিজির। সম্রাটের আদেশ অবনতমস্তকে পালন ক'রব।

কমলা। রমণীর কলকণ্ঠ আর সুরার শুভ্রফেনরাশির মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে, চক্ষুমুদে প'ড়ে থাকাই কি সেই রাজভক্তির পরিচয়?

খিজির। যাও নারী, নিজকার্য্যে যাও। বিরক্ত ক'র না।

(আলাউদ্দিনের প্রবেশ)।

আলা। খিজির?

খিজির। সম্রাট্! পিতা! বান্দাকে স্মরণ ক'রলেই বান্দা হাজির হ'ত।

আলা। তুমি এখনও দিল্লীতে?

খিজির। সম্রাটের বোধ হয় স্মরণ নেই যে, তাঁর স্বাক্ষরিত আদেশপত্র এখনও আমাকে দেওয়া হয় নি।

আলা। তাইত! বয়সের সঙ্গে ভুলের বড় নিকট সম্বন্ধ। উত্তম, আমি আদেশপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছি তুমি প্রস্তুত হও।

খিজির। যো হুকুম। [আলাউদ্দিনের প্রস্থান।

আমার কৈফিয়ৎ শুনেছেন বিবিসাহেবা?

কমলা। আমায় ক্ষমা কর খিজির, আমি আমার কন্যার জন্য উন্মাদিনী।

খিজির। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। নারি! তোমার হৃদয় পাষাণের চেয়েও কঠিন—শুষ্ক,—কঠোর; তাতে এক কণা স্নেহ নেই—মায়া নেই—দয়া নেই; নইলে স্বামীত্যাগ ক'রে—ক্ষমা ক'রবেন রাণী, আমি মাতাল, আমার কথার কোন মূল্য নেই। কোন চিন্তা ক'রবেন না—আপনার কন্যাকে সুখী ক'রতে আমি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু এক কথা—

কমলা। কি, বল।

খিজির। কিছু মনে ক'রবেন না। শুনেছি গুজরাটরাজ জীবিত—আপনার কন্যাকে আনতে যদি তাঁর প্রাণ সংহার করা প্রয়োজন হয়?

কমলা। (স্বগত) তিনি কি জীবিত আছেন? থাকলেও তাতে প্রাণ নেই। শুধু কঙ্কাল প'ড়ে আছে। জ্বলুক—আগুণ ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লে উঠুক—নইলে প্রতিশোধ নেবার শক্তি জুটবে না। বিষ দিয়ে বিষক্ষয় ক'রব।

খিজির। চুপ ক'রে রইলেন কেন? উত্তর দিন।

কমলা। আমার কন্যাকে আমি চাই—

খিজির। তাতে প্রয়োজন হ'লে স্বামীহত্যায়ও কুণ্ঠিত নও—কেমন? এই ত? নারী, না, তোমাকে ব'লবার আমার কিছু নেই, তবে তুমি বড় অভাগিনী। যাও, কোন চিন্তা নেই—আমি যাচ্ছি। [কমলার প্রস্থান।

এই ত নারী-চরিত্র! এদের বিশ্বাস!—মূর্খ তারা, যারা রমণীকে বিশ্বাস করে। এদের অসাধ্য কিছু নেই। এরা ব্যভিচারিণী হ'তে পারে—পুত্রহত্যা ক'র্‌তে পারে,—স্বহস্তে পতির প্রাণবিনাশ ক'র্‌তে পারে।

(মতিয়ার প্রবেশ)

মতিয়া। তুমি নাকি আজ গুজরাট্ যাচ্ছ?

খিজির। আজ কেন, এখনই।

মতিয়া। কবে ফির্‌বে?

খিজির। যেদিন কার্য্য সম্পন্ন হবে।

মতিয়া। কতদিন আর এ ভাবে আশায় ঘুর্‌ব?

খিজির। কিসের আশা মতিয়া?

মতিয়া। আমার জীবন মরণের সমস্যা নিয়ে ব্যঙ্গ ক'র না।

খিজির। তা হয় না মতিয়া।

মতিয়া। কি ব'লছ তুমি?

খিজির। যা হবে তাই ব'লছি। আজ আমার চোখ খুলেছে। নারি! বড় স্বার্থপর তোমরা। প্রেমের স্থান তোমাদের হৃদয়ে নেই। তোমরা জান—শুধু নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—তুমি আমায় ভালবাস না,—তোমার ভালবাসা এই দিল্লী-সিংহাসনের উপর। আমি এই সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী জেনে, দেহ পণে এই সিংহাসন কিন্‌বার প্রয়াস পেয়েছ। হৃদয়ের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ বড় অল্প।

মতিয়া। এ আজ তুমি কি ব'লছ?

খিজির। যা সত্য তাই ব'লছি—যা স্বাভাবিক, তাই ব'লছি। নারি! যাও, অন্য শিকারের সন্ধান দেখ গে'!

মতিয়া। আমি তোমায় বড় ভালবাসি, দয়া কর—দয়া কর—একবার প্রসন্ন-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাও—আমার উপর সদয় হও। আমায় পায়ে ঠেল' না।

খিজির। তা হয় না মতিয়া।

মতিয়া। এ কলঙ্কের ছাপ নিয়ে আমি কেমন ক'রে জগতে মুখ দেখাব? আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছ, দোহাই তোমার, আমায় রক্ষা কর—তোমার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'র্‌ছি।

মতিয়ার গীত।

আমার যা কিছু ছিল, সকলি বিলায়ে
গিয়াছি তোমাতে হারাইয়ে।
(তোমার) চরণ-জড়িতা আশ্রিতা লতারে
যেওনা কেওনা দলিয়ে॥
আমি ক্ষণিক না রব, হ'য়ে তোমা-হারা,
(তুমি) শ্বাসবায়ু মোর, নয়নের তারা;
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পুলক-উচ্ছ্বাস
লভি তোমারই কিরণধারা;
আমি তোমারই স্বপনে আছি বিভোর
আমার স্বপন দিওনা ভাঙ্গিয়ে।
আমি তব অদর্শনে বাঁচিবনা কভু
যাবে জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে।

খিজির। বাঁদি, এত সাধও মানুষের হয়!

মতিয়া। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এতদূর! শয়তান! প্রলোভনে ভুলিয়ে আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে এখন পদাঘাতে দূর ক'রে দিচ্ছ?

খিজির। রমণীর প্রেম! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— [প্রস্থান।

(বিপরীত দিক হইতে জঙ্গিস খাঁর প্রবেশ)

জঙ্গিস। মতিয়া, বহিন্—

মতিয়া। জঙ্গিস্, ভাই, আমার সব ফুরিয়েছে।

জঙ্গিস্। প্রথমেই নিষেধ ক'রেছিলেম—শুনিস নি। শুন্‌লে—আজ এ ভাবে কাঁদ্‌তে হ'ত না। ওরা মানুষ নয়—হৃদয়হীন পিশাচ। বড় গাছে নৌকা বাঁধ্‌তে গিয়েছিলি, তার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছিস্।

মতিয়া। এখন উপায়?

জঙ্গিস্। ইরাণী হ'য়ে উপায় তুই আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিস্! আশ্চর্য্য! এখনও বুকের রক্ত টগ্ বগ্ ক'রে ফুটে ওঠে নি?

মতিয়া। জঙ্গিস্, আমি যে তাকে বড় ভালবাসতেম,—আমার কলিজার চেয়েও ভালবাসতেম।

জঙ্গিস্। মনকে কেন চোক ঠারিস্ বোন? 'ভালবাসতেম' কেন—এখনও বাসিস্। মতিয়া, এ পথ ত্যাগ কর, অন্য পথ ধর্—এ নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ নে। সে যেমন তোর মর্ম্ম ছিঁড়ে দিয়েছে, তুইও তেমনি তার মর্ম্মে এমন আঘাত কর, যে তার হৃৎপিণ্ড চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠুক। পা'র্‌বি?

মতিয়া। পা'র্‌ব। কিন্তু আমার শক্তি কোথায়?

জঙ্গিস্। তোরি প্রাণে প্রলয়ের প্রবল শক্তি ঘুমিয়ে আছে,—তাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোল।

মতিয়া। সহায়?

জঙ্গিস্। উপরে সেই সর্ব্বশক্তিমান খোদা,—আর নীচের, তাঁর গোলামের গোলাম—এই শক্তিহীন বান্দা জঙ্গিস্ খাঁ।

চতুর্থ দৃশ্য।

দেবগিরির সীমান্ত প্রদেশ।

(খিজর, কাফুর ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ)

খিজির। এখন কি কর্ত্তব্য?

কাফুর। তাই ত,—বড় সমস্যার বিষয় হ'য়ে দাঁড়া'ল।

খিজির। পূর্ব্বেই সংবাদ পেয়ে তারা গুজরাট পরিত্যাগ ক'রেছে। গুপ্তচরের মুখে যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আমার বিশ্বাস, তারা এই দেবগিরি অভিমুখেই গিয়েছে।

কাফুর। তা হ'লে ত পথে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ত।

খিজির। তাও ত বটে।

কাফুর। সংবাদ পেয়েছি, করুণসিংহ আত্মহত্যা ক'রেছেন।

খিজির। বটে! অবস্থাবিপর্য্যয়েও লোকটার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেনি। তবে বড় দুর্ভাগ্য! যা'ক্, আজ রাত্রির মত এখানে ছাউনি ফেলে বিশ্রাম করা যা'ক্, কাল প্রভাতে যা হয় একটা কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। তোমাদের মধ্যে পাঁচজন এখানে প্রহরায় নিযুক্ত থাক্। কাফুর, তুমি ছাউনি ফেল্‌তে আদেশ দেও।

[বিপরীত দিকে খিজির ও কাফুরের প্রস্থান

১ম সৈ। আর ত ভাই ঘুরে মরা যায় না। কোথায় দিল্লী আর কোথায় গুজরাট,—আবার কোথায় গুজরাট আর কোথায় দেবগিরি! আর সহ্য হয় না।

২য় সৈ। হঠাৎ এতটা অসহ্য হ'য়ে উঠলো যে?

৩য় সৈ। বুঝ্‌তে পারছ না!—বিষম—বিকট—বিরহ।

১ম সৈ। আহা হা! বিবি আমায় বড় ভক্তি ক'রত।

গীত।

আমার বিবি—
(ও) তার রূপের চোটে, রোস্‌নি ছোটে
কোথায় লাগে পটের ছবি।
জানির গলা এম্‌নি মিঠে—
কথা কয় মধুর ছিটে,
কোয়েলা ঘাড় তোলে না, রা কাড়ে না,
কে জানে সে বাসা ছেড়ে, কোন্ কবরে খাচ্ছে খাবি।
রুমালে আতর মেখে,
মিশি দাঁতে, সুরমা চোখে,
খোঁপাতে জড়িয়ে মালা, ছড়িয়ে আলা
চলে জানি ঠাটঠমকে,
না জানি নয়ন জলে সে কবিলে, ভাস্‌ছে কতই আমার ভাবি।
পিয়ারি বড়ই মোরে পেয়ার করে,
চোখের আড় ক'র্‌তে নারে,
কত যুত ক'রে না গুড়ুক সেজে নলটী এনে মুখে ধরে;
আদরে ঢ'লে প'ড়ে কখন বা ঠোনা মারে,
(আবার) রাগ্‌লে পরে পয়জার ঝাড়ে,
তোরা এমন জানি কোথায় পাবি।
মেরি জান কোন্ কাজে নয় পোক্ত?
সাচ্চা মাল খরিদ ক'রে ছেড়ে খোড়াই রেস্ত,
আবার এম্‌নি পাকায়—
(মরি হায় নোলাতে লাল ঝরে যায়)
পোলাও কাবাব কোর্মা কোপ্তা
(ও) তার গুণের কথা ক'র্‌তে ব্যক্ত
হার মেনে যায় হাফেজ কবি।

২য় সৈ। যা ব'লেছ মিয়া, বিবি তোমাকে ঠিক চাচার মত দে'খ্‌ত।

৩য় সৈ। চুপ্, চুপ্, ঐ কারা আ'স্‌ছে।

১ম সৈ। তাইত! একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে।

২য়। এস না, একটু অন্তরালে গিয়ে দেখা যাক্ কি করে।

[সকলের প্রস্থান।

(বিপরীত দিক হইতে দেবীদাস ও দেবলার প্রবেশ)

দেবলা। দেবীদাদা, এইবার কোথায় যাচ্ছি?

দেবী। দেবগিরি।

দেবলা। দেবীদাদা!

দেবী। কি দিদি?

দেবলা। দেবগিরিতে কি আশ্রয় পাব?

দেবী। কেমন ক'রে ব'ল্‌ব বোন।

দেবলা। তিনি আমার পাণি প্রার্থনা ক'রেছিলেন,—মারাঠা ব'লে বাবা তাঁকে ফিরিয়ে দেন! অপমানিত হ'য়ে তিনি ফিরে গেলেন। আজ বিপদে প'ড়ে তাঁর আশ্রয় চাইতে যাচ্চি। তিনি কি সেই অপমান ভুলে,—আলাউদ্দীনকে শত্রু ক'রে—আমাকে আশ্রয় দেবেন? না, দেবীদাদা, চল ফিরে যাই।

দেবী। কোথায় যাব দিদি? দেখলেত,—যার কাছে যাই, সেই আলাউদ্দিনের ভয়ে ফিরিয়ে দেয়।

দেবলা। যেখানে যাই, সেই কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয়, অথচ আমরা কোন দোষে দোষী নই। আমাদের একমাত্র অপরাধ, যে আমরা দুর্ব্বল—আমরা অসহায়! আমি যাব না দেবীদাদা—

দেবী। কি ক'র্‌বে?

দেবলা। বাবা যে অস্ত্রখানা বুকে বিঁধিয়েছিলেন, সেখানা আমার বুকে বিঁধিয়ে দাও—এই দারুণ অপমান থেকে আমায় রক্ষা কর

দেবী। হা ভগবান্! করুণসিংহের কন্যার আজ এই অবস্থা!—রাজকন্যার এই পরিণাম!

(সৈনিকগণের প্রবেশ)

১ম সৈ। ইয়া আল্লা, যার জন্য এত ঘোরা ঘুরি, সেই মুঠোর মধ্যে! এস বিবি,—

দেবী। কে তোমরা?

১ম সৈ। তোমার দুষমন্—

দেবী। কি তোদের উদ্দেশ্য?

১ম সৈ। আমরা সম্রাটের সৈনিক, ঐ বিবির জন্য এতদূর এসেছি। শুন্‌লেত? এখন চলে এস।

দেবলা। দেবীদাদা—দেবীদাদা—

দেবী। ভয় কি দিদি—বে'র হবার সময় এ কথাও ভেবে তার উপায় স্থির ক'রে রেখেছি। দাঁড়া'—বুক পেতে সোজা হ'য়ে দাঁড়া'—ভয় পা'স না।

(আঘাতোদ্যোগ ও কাফুর আসিয়া তাহার হাত ধরিল।)

কাফুর। এ কি? কে তুমি? কেন এই বালিকাকে হত্যা ক'র্‌ছিলে?

১ম সৈ। হুজুরালি, ঐ গুজরাটের রাজকন্যা।

কাফুর। বটে! কে? দেবীদাস না?

দেবী। চিন্‌তে পেরেছ কাফুর?

কাফুর। পা'র্‌ব না! এক আধ দিনের আলাপ নয় যে ভুলে যাব।

দেবী। তবু ভাল। এখন আমাদের কি ক'র্‌বে?

কাফুর। রাজকন্যাকে তাঁর মাতা স্মরণ ক'রেছেন।

দেবী। তার পর?

কাফুর। তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য আমরা এসেছি।

দেবী। কাফুর, সে দিনের কথা বোধ হয় বিস্মৃত হওনি, যে দিন দাস বিক্রেতারা বিক্রয় ক'র্‌বার জন্য তোমাকে গুজরাট এনেছিল।

তারপর তোমার করুণ নেত্রযুগল এবং কাতর মুখশ্রী দেখে, মহানুভব মহারাজ তোমাকে ক্রয় করেন; শুধু তাই নয়, তোমার উপর তাঁর স্নেহমমতা শ্রাবণের ধারার মত বর্ষণ ক'রে দিনে দিনে তোমার অবস্থা ও পদের উন্নতি বিধান করেন। তাঁরই কৃপায় আজ তুমি এই উন্নত পদে—তাঁরই করুণায় আজ তুমি দিল্লীশ্বরের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ। কাফুর! আজ সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ আমার স্বর্গগত প্রভুর নামে তাঁর কন্যার জন্য যদি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, আমার সে প্রার্থনা কি পূর্ণ হবে?

কাফুর। তা হয় না দেবীদাস—

দেবী। আজ তুমি চাকার কত উপরে—আর আমরা কত নিম্নে! এই দেবীদাসও একদিন তোমার অনেক উপকারে এসেছিল, সে যদি সে দিন সেই পণ্যবীথিকায় উপস্থিত না থাক্‌ত তবে বোধ হয়—যাক্, আর সে কথায় লাভ কি? কিন্তু কাফুর, তুমি স্থির জেন, আমাকে বধ না ক'রে আমার প্রভুকন্যার কেশাগ্রও স্পর্শ ক'র্‌তে পা'র্‌বে না।

কাফুর। বৃথা চেষ্টা দেবীদাস। কেন অকারণ প্রাণ হারাবে? বিশ-সহস্র সৈন্যের বিরুদ্ধে একাকী তুমি কি ক'র্‌বে?

দেবী। ম'র্‌তে ত পারব। আমি ধর্ম্মত্যাগী নই,—তোমার মত এখনও আমাতে ক্লীবত্ব জন্মেনি। প্রাণের মায়া বড় করি না।

কাফুর। উত্তম। আক্রমণ কর সৈন্যগণ—

(সৈনিকগণ অগ্রসর হইল ও ঠিক সেই সময় খিজির খাঁর প্রবেশ)

খিজির! ক্ষান্ত হও। শিক্ষিত সুসজ্জিত পাঁচ জন একজনকে আক্রমণ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলে, আর তার সহায় এক জীর্ণ তরবারি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বীরশ্রেষ্ঠ কাফুরখাঁর সঙ্গে থেকে কি এই রণনীতি শিক্ষা ক'রেছ—এই বীরত্বাভিমান হৃদয়ে পোষণ ক'রেছ?

ধিক্ তোমাদের! রাজপুতবীর, তোমাদের পথ মুক্ত—যেখানে ইচ্ছা গমন কর।

কাফুর। সাহাজাদা, ঐ গুজরাটের রাজকন্যা—

খিজির। তা জানি—

কাফুর। জানেন, অথচ হাতে পেয়ে—

খিজির। ছেড়ে দিচ্ছি। এত সৈন্য নিয়ে এসেছি কি বৃথা আড়ম্বরের জন্য? তা নয় কাফুর। এই বালিকা যেখানে গেলে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, সেখানে যা'ক্, ভারতের যে কোন শক্তির আশ্রয় নিতে চায়—নিক্! আমার সাধ্য হয়, আমি সম্মুখ যুদ্ধে সেই শক্তিকে পরাজিত ক'রে একে করায়ত্ত ক'রব! বিশসহস্র সৈন্যের নায়ক হ'য়ে তস্করের মত—রক্ষিহীন অবস্থায়,—একে ধ'রে, আমি কলঙ্কের পসরা মাথায় ক'র্‌তে চাই না। রাজপুত বীর! মুক্ত তোমরা,—তোমার সঙ্গিনীকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা, যাও; কেউ তোমাদের বাধা দেবে না। আর যদি আবশ্যক বোধ কর এই দস্যুসঙ্কুল বিজন-বনপথে তোমার কোন দোসর থাকার যদি প্রয়োজন অনুভব কর, আমি সানন্দে তোমার সঙ্গিনীর রক্ষিস্বরূপ গিয়ে তোমাদের অভিষ্টস্থানে পৌঁছে দিতে পারি। আমায় বিশ্বাস কর বন্ধু—প্রাণান্তেও কোন অনিষ্ট ক'র্‌ব না। খোদার কসম,—কখনও বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্‌ব না।

দেবী। হে উদার মহানুভব পরমাত্মীয়! হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। ঘনঘটাচ্ছন্ন তামসী রজনীতে পথভ্রান্ত পথিকের নিকট দূরাগত কণ্ঠস্বরের মত—কে আপনি, আমাদের বিপদমুক্ত ক'র্‌লেন?

খিজির। পরিচয় পেলে ত বিশেষ সুখী হবে না। আমি সম্রাট আলা-উদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁ।

দেবী। পরিচয় নামে নয়,—পরিচয় মুখে। আপনি যেই হ'ন—ঐ ধীর প্রশান্ত বদনমণ্ডল,—ঐ দীর্ঘ স্নিগ্ধ আয়ত নয়নযুগল দেখে, কেমন ক'রে ধারণা ক'রব যে আপনার হৃদয় শয়তানের লীলাভূমি! হে অপ্রত্যাশিত বান্ধব, আপনি যেই হ'ন—অসংখ্য ধন্যবাদের সঙ্গে আপনার সাহায্য গ্রহণ ক'রছি।

খিজির। উত্তম, তবে এস—(প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এইখানে শিবির সংস্থাপিত রা'খ্‌বে। চল বন্ধু—

[দেবলা, দেবীদাস ও খিজিরের প্রস্থান।

কাফুর। সব শিবিরে যাও। [সৈন্যগণের প্রস্থান।

এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের আজ্ঞাধীন হ'য়ে থাক্‌তে হ'বে! কুক্ষণে আলাউদ্দিনের দাসত্ব স্বীকার ক'রেছি। (গণপতের প্রবেশ)

গণপৎ। কি ভাব্‌ছ খাঁ সাহেব?

কাফুর। কই; বিশেষ কিছু নয়।

গণপৎ। তবু—

কাফুর। সাহাজাদা দেবলাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজে রক্ষী হ'য়ে তাকে দেবগিরি পৌছে দিতে গিয়েছেন।

গণপৎ। তারপর?

কাফুর। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।

গণপৎ। তুমি কেন নিষেধ ক'র্‌লে না?

কাফুর। ক'রেছিলেম, কিন্তু কোন ফল হয় নি।

গণপৎ। সেকি! সাহাজাদা তোমাকে অমান্য ক'র্‌লেন।

কাফুর। তিনি সেনাপতি—আমি তাঁর অধীন সেনানায়ক মাত্র।

গনপৎ। হ'লেনই বা তিনি সেনাপতি—তুমিও একটা যে সে লোক নও। সম্রাট স্বয়ং তোমার পরামর্শ না নিয়ে এক পাও চলেন না, আর

কুমার তোমাকে অমান্য ক'র্‌লেন! আশ্চর্য্য! কাফুর, তোমার যে শৌর্য্য এবং বুদ্ধিমত্তা,—এতে রাজকার্য্য পরিচালনা করা যায় না কি?

(কাফুর গণপতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গণপৎ বলিতে লাগিলেন)

সম্রাট আলাউদ্দিনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর—আমার ইচ্ছা যে, এই সিংহাসন কোন যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। তোমার কি মত?

কাফুর। এ অতি উত্তম প্রস্তাব।

গণপৎ। আলাউদ্দিনের পুত্রগণ বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য—তাদের সিংহাসনে বসা'লে পৃথ্বিরাজের আসনের অমর্য্যাদা করা হবে। কি বল?

কাফুর। নিশ্চয়।

গণপৎ। তোমার আমার মস্তকে কি মুকুট মানায় না? তুমি কি এ সিংহাসনের অনুপযুক্ত?

কাফুর। গণপৎ! আমি তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না!

গণপৎ। কেন পা'র্‌বে না? আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। সাগরের কূলে দাঁড়িয়ে ঢেউ গণতে চাও—না মাণিক তুল্‌তে চাও? শোন কাফুর, উন্নতির জন্য তুমি আমার জ্যেষ্ঠতাত করুণসিংহকে পরিত্যাগ করেছিলে, তাই তার এই শোচনীয় পরিণাম। অন্যে যাই বলুক, আমি তোমার সে কার্য্যের প্রশংসা করি। কে কার জন্য পেছনে পড়ে থা'কতে চায়? কাফুর—ধাপে ধাপে উপরে উঠে যাও—প্রত্যেক সুযোগটিকে আঁকড়ে ধর, এই আমি,—বলত কাফুর—কেন এই বিধর্ম্মী পরম শত্রুর দাসত্ব স্বীকার ক'রে বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য ক'র্‌ছি, কারণ আর কিছুই নয়—আমি সুযোগের অপেক্ষায় আছি। আমার উদ্দেশ্য

শুদ্ধ আমার জ্যেষ্ঠতাতের রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। বর্ত্তমানে তোমার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতে নেই—দিল্লী সিংহাসনও বড় তুচ্ছ জিনিষ নয়। কেন এ সুযোগ ছাড়বে?

(কাফুর নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন)

ভারত আমাদের। ভাব দেখি একবার—কোন্ সুদূর দেশ থেকে পাঠান এ রাজ্যে এসেছে? ভাব দেখি একবার—কি ভাবে তারা এই রাজ্য শাসন ক'র্‌ছে! প্রকৃত পক্ষে ক'রবার যা কিছু তা' এই দেশবাসী আমরাই ক'র্‌ছি. তারা শুদ্ধ দিবারাত্রি প্রমোদের পল্বল-পঙ্কে নিমজ্জিত। কাফুর, তোমার দেহেও হিন্দুর শোণিত প্রবাহিত। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তুমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হ'য়েছ, কিন্তু আমি তোমায় হিন্দুই মনে করি। এস ভাই, আমাদের হৃতরাজ্য আমরা পুনরুদ্ধার করি—পৃথ্বিরাজের সিংহাসন থেকে পাঠানকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিই।

কাফুর। তুমি ঠিক বলেছ গণপৎ—আমি এ প্রস্তাবে সম্মত।

গণপৎ। এই ত তোমার যোগ্য কথা; তবে ভগবানের নামে শপথ কর, এই মহাকার্য্যে, প্রয়োজন হ'লে, প্রাণ দিয়েও আমার সাহায্য ক'র্‌বে।

কাফুর। শপথ ক'র্‌ছি—

গণপৎ। উত্তম! তুমি নিশ্চিত জেন কাফুর, এ সিংহাসন তোমার।

কাফুর। না গণপৎ; যদি কখনও সম্ভব হয়—সিংহাসন তোমারই হবে। আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাতের গোলাম ছিলেম, আজ থেকে আবার তোমার আজ্ঞাবহ। আমি সিংহাসন চাই না, আমি চাই—দাসত্বের মধ্যে স্বাধীনতা;—সেটুকু পেলেই আমি তুষ্ট।

গণপৎ। বেশ, তাই হবে। এত উদার, এত মহৎ তুমি কাফুর!

কাফুর। চল, শিবিরে যাই। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দেবগিরি—রাজসভা।

(বলদেব সিংহাসনে উপবিষ্ট। সভাসদ্‌গণ। সম্মুখে নতজানু দেবীদাস। দেবলা ও খিজির কিছুদূরে দণ্ডায়মান।)

বলদেব। আমরা মারাঠা,—হলকর্ষণের দ্বারা জীবিকার সংস্থান করি—গুজরাটের প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ করুণসিংহের কন্যাকে আশ্রয় দেবার উপযুক্ত স্থান ও শক্তি আমাদের নেই।

দেবী। অভিমান ত্যাগ করুন মহারাজ, আজ আমরা বড় বিপন্ন। আলাউদ্দিনের বিরাটবাহিনী আমাদের পেছনে। আপনি আশ্রয় না দিলে, এ বালিকাকে কে রক্ষা ক'র্‌বে? এখনই এ পাঠানের করায়ত্ত হবে—হিন্দুনারীর মর্য্যাদা যাবে। হিন্দু আপনি, হিন্দু-ললনাকে রক্ষা করুন।

বলদেব। কোথায় আজ তোমাদের সে জাত্যাভিমান,—যার জন্য এক দিন অপমান ক'রে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে?

দেবী। পুনঃ পুনঃ কেন সে কথা তুলছেন। এই বালিকার মুখ চেয়ে—এর আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ ক'রে—সে কথা ভুলে যান্।

বল। সে কথা ভুলবার নয়।

দেবী। তবে কি আশ্রয় পাব না?

বল। না—

খিজির। (স্বগত) কাপুরুষ—

দেবী। নতজানু হ'য়ে আমরা অপরাধ স্বীকার ক'র্‌ছি—ক্ষমা করুন। দোষের কি মার্জ্জনা নেই? দোহাই আপনার, অতীত বিস্মৃত হ'য়ে প্রসন্ননয়নে একবার আমাদের দিকে চান,—এই বালিকাকে রক্ষা করুন—বড় মুখ ক'রে আজ আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছি—

আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। রক্ষা করুন—এই অসহায়া বিপন্ন বালিকাকে রক্ষা করুন।

বল। করুণসিংহের কন্যার জন্য তোমার কোন প্রার্থনাই পূর্ণ হবে না।

দেবলা। দেবীদাদা, দেবীদাদা, চ'লে এস,—আর এক মুহূর্ত্তও নয়।

দেবী। চুপ কর্ দিদি—আমরা যে ভিখারি! ভিক্ষুকের আবার মান অভিমান কি!

দেবলা। পিতৃনিন্দা আর কত শুন্‌ব?

দেবী। কি ক'র্‌বি দিদি—তোর অদৃষ্টের দোষ! নইলে করুণসিংহের কন্যা হ'য়ে আজ দেবগিরিতে আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌তে আস্‌বি কেন? মহারাজ! ও বালিকা,—ওর কোন কথায় আপনি রুষ্ট হবেন না। আপনি মহান্, আপনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি,—সহস্র দীন দরিদ্রের প্রতিপালক,—আমাদের উপর সদয় হ'ন!

বল। কেন পুনঃ পুনঃ বিরক্ত ক'র্‌ছ—তা হবে না। কে আছিস্, এদের দুর্গের বাহিরে রেখে আয়।

দেবী। মহারাজ, একান্তই যদি আশ্রয় না দেন, তবে হিন্দু আপনি—আপনার সমক্ষে এই বালিকাকে হত্যা ক'রে এর মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌ব; পারেন—দাঁড়িয়ে দেখুন। মহারাজ, এই সেই পবিত্র তরবারি,—যার সাহায্য গ্রহণ ক'রে আমার দেবতুল্য প্রভু, কলঙ্ক ও মনস্তাপের জ্বালা থেকে নিজেকে রক্ষা ক'র্‌তে মরণের বুকে মুখ ঢেকেছেন,—আর আমি সেই দেবীদাস, যে সে মৃত্যু প্রস্তরমূর্ত্তির মত নির্ব্বাক্—নিশ্চল হ'য়ে চোখের উপর দাঁড়িয়ে দেখেছে—একটুও কাঁপেনি—একটুও টলেনি! বলুন, এখনও আশ্রয় দেবেন কি না?

বল। কে এ বাতুল! যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

দেবী। হাঁ যাচ্ছি। তবে যাবার পূর্ব্বে আপনার কীর্ত্তির এমন

একটা স্থায়ী চিহ্ন রেখে যা'ব, যা, আপনার মৃত্যুর পরও জলন্ত অক্ষরে জাজ্জ্বল্যমান থাকবে। (দেবলার প্রতি) দাঁড়া দিদি, কোন ভয় নেই। জয় একলিঙ্গদেবের জয়!

খিজির। কি কর বন্ধু?

দেবী। হাত ছাড়—এ ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

(লক্ষ্মীবাঈএর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কে বলে অন্য উপায় নেই! আমি আশ্রয় দেব। এস বালিকা, নারী ভিন্ন নারীর ব্যথা আর কে বুঝবে? এস মা, আজ থেকে এই বৃদ্ধাই তোমার রক্ষক।

দেবী। কে তুমি মা, জগজ্জননি—জগদ্ধাত্রীর মত নেমে এসে আমাদের এই বিপদ্ সাগর হ'তে কোলে তুলে নিলে?

লক্ষ্মী। কে আমি? পরিচয় দিতে যে আমার মাথা নুইয়ে পড়ে—আমি—আমি—ঐ কুলাঙ্গারের জননী।

দেবী। মা, মা, তবে কি যথার্থই কুল পেলেম। জয় একলিঙ্গদেবের জয়! যা দিদি, আর ভয় নেই। যে বক্ষে আজ তুই আশ্রয় পেয়েছিস, শত ঝঞ্ঝায়ও আর তোর কোন শঙ্কা নেই। মহারাজ, আমাদের পূর্ব্বাপরাধের কথা বিস্মৃত হ'য়ে—এখন একবার প্রসন্ন হ'ন।

লক্ষ্মী। কোন প্রয়োজন নেই। আমি আশ্রয় দিয়েছি—আমি রক্ষা ক'র্‌ব। বলজি, তুমি না হিন্দু—তুমি না বীরধর্ম্মী—যোদ্ধা ব'লে না তোমার বড় অভিমান! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

খিজির। (স্বগত) এই মারাঠা-জননী! এ জাতি জাগ্‌বে। যে জাতির মধ্যে এমন "মা" জন্মেছে, সে জাতির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবি।

লক্ষ্মী। শরণাগতকে রক্ষা করা প্রত্যেক বীরের অবশ্য কর্ত্তব্য; নইলে কিসের জন্য শৌর্য্য—কিসের জন্য শক্তির উপাসনা? ধিক তোমাকে

কাপুরুষ

বল। মা, মা, আর আমায় তিরস্কার ক'র না। অভিমানের কুহকে আমার নয়ন আচ্ছন্ন ছিল,—তোমার মহত্ত্বের উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত আবিলতা দূর ক'রে আমার চোখ খুলে দিয়েছে। মহিমাময়ী জননী, এই ভাবে হাত ধ'রে এই অন্ধকার প্রশ্ন-কুটিল জগতে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও—শত সমস্যার মীমাংসা ক'রে আমার ধর্ম্মে—আমার কর্ম্মে,—আমার সাধনায় আমাকে সফলতার কিনারায় নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আমার শক্তিহীন জীবনকে ধন্য কর। রাজপুতবীর, আমার দুর্ব্যবহারের কথা বিস্মৃত হও,—আমাকে মার্জ্জনা কর। সম্রাটের বাহিনীকে শত্রু ভাবে গ্রহণ ক'র্‌ব—প্রয়োজন হ'লে তোমাদের জন্য জীবনদানেও কুণ্ঠিত হ'ব না।

খিজির। মহারাজ, তবে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।

বল। কে আপনি?

খিজির। আমি যে মুসলমান, তা পরিচ্ছদ দেখেই বুঝতে পা'র্‌ছেন। আমার অন্য পরিচয়—আমি দিল্লীশ্বরের বর্ত্তমান বাহিনীর সেনাপতি।

বল। আপনার নাম জা'নতে পারি কি?

খিজির। নাম বলায় বিশেষ আপত্তি নেই। তবে শুনুন্ মহারাজ, আমি সম্রাট আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খাঁ।

বল। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খাঁ!

খিজির। হাঁ মহারাজ, আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তেই আমি এতদূর এসেছি।

দেবী। না মহারাজ, এই উদার যুবক আমার সঙ্গিনীর রক্ষী হ'য়ে এতদূর এসেছেন।

বল। রাজপুত! তোমার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না; তোমার প্রভুকন্যাকে ধ'রবার জন্য না এঁরা এসেছেন?

খিজির। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি মহারাজ। দেবগিরির সীমান্তে আমার সৈন্যদের সঙ্গে এঁদের দেখা হয়। সে সময় ইচ্ছা ক'র্‌লে অনায়াসে

আমি এ বালিকাকে করায়ত্ত ক'র্‌তে পার্‌তেম ; কিন্তু তা করিনি, বিশসহস্র সৈন্যের নায়ক হ'য়ে তস্করের মত ব্যবহার ক'র্‌তে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। তাই রক্ষী হ'য়ে এঁদের এখানে পৌঁছে দিয়েছি, এই মাত্র।

বল। বুঝালেম—আপনি বীর ; কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না। কারণ আমার দুর্গে প্রবেশ ক'রে আপনি অনেক আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত হ'য়েছেন।

খিজির। কি ক'র্‌তে চান ?

বল। আপাততঃ কিছুদিন—অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে বন্দী থাক্‌তে হবে।

খিজির। তা'তে আপনার লাভ ?

বল। যুদ্ধকালে যে সকল বিষয় আমার প্রতিকূলে আ'স্‌বে, সে সমস্ত আপনি অবগত হ'য়েছেন। আপনাকে ছেড়ে দিলে, আমার বিপদ হ'তে পারে।

খিজির। বন্দী করা না করা সে অবশ্য আপনার অভিরুচি। তবে আপনার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। আমায় বিশ্বাস করুন, অন্যায় সংগ্রামে জয়লাভ ক'র্‌বার প্রবৃত্তি আমার নেই। আমি লক্ষ্য ক'রেছি, আপনার দুর্গের দক্ষিণাংশ সুদৃঢ় নয়—সংস্কার আবশ্যক। কতদিনের মধ্যে আপনি প্রস্তুত হ'তে পা'র্‌বেন ?

বল। দুই সপ্তাহে।

খিজির। উত্তম,—দুই সপ্তাহ পরে দেখা হবে।

(প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) মাফ ক'র্‌বেন মহারাজ, আমার সম্বন্ধে আপনার আদেশ ?

বল। কিসে বু'ঝব যে আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পালন ক'র্‌বেন ?

খিজির। আমার মুখের কথায়। মহারাজ! খিজির খাঁর কথা আর কাজে বড় নিকট সম্বন্ধ।

বল। যান্—আপনি মুক্ত।

খিজির। মহারাজের সৌজন্যে সুখী হ'লেম না। আপনি আজ আমায় যদি বধ অথবা বন্দী ক'র্‌তেন, তবে আমি বুঝতেম্ যে প্রারম্ভেই মারাঠা জাতির মধ্যে নীচতা ঢুকেছে—এদের উন্নতি অসম্ভব। এই মহীয়সী নারীকে দেখে আমার মনে যে আশঙ্কা জেগেছে, তা' মুহূর্ত্তে অপনোদিত হ'ত। কিন্তু তা' হ'বার নয়—এ জাতির উত্থান অবশ্যম্ভাবী। তবে বিলম্ব আছে; যে দিন প্রতি ঘরে এইরূপ "মা" হবে, সেই দিন এই জাতি দিল্লীর অটল সিংহাসনও টলাবে—এদের জয়-ডঙ্কার গভীর নিনাদ হিমালয়ে প্রতিধ্বনিত হ'বে। মহিমাময়ী নারী! যাবার পূর্ব্বে তোমাকে একবার আমার "মা" ব'লে ডা'কৃতে ইচ্ছা হচ্ছে। তুমি শুধু বলজির মা নও—তুমি জগতের মা। তা হ'লে আসি মহারাজ,—বিদায় বন্ধু—সেলাম—সেলাম—

[খিজিরের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০ঃ০—

প্রথম দৃশ্য।

শিবিরাভ্যন্তর।

(খিজির খাঁ, আলী ও নর্ত্তকীগণ।)

নর্ত্তকীগণের গীত।

ঝণ রণ ঝণ রণ পিয়ালা বাজে।
ঝুণু রুণু ঝুণু রুণু মঞ্জীর গাজে॥
বেণু বীণা ঘন বাজে মৃদঙ্গ,
হৃদয়ে উঠিছে তান তরঙ্গ,
আও আও পিয়ারী, নাচি ঘুরি ফিরি,
হেলই দুলই সারি সারি সারি,
হানি খর আখিশর তুলিয়ে প্রলয় ঝড়,
পিয়াসী প্রেমিক হৃদয়-মাঝে॥

(গান চলিতেছে এমন সময় কাফুর ও গণপতের প্রবেশ।
নর্ত্তকীদল গান বন্দ করিল)

খিজির। কি সব থাম্‌লে যে—

আলীখাঁ। আজ্ঞে—

খিজির। চোপরাও বেইমান—চালাও নাচ—চালাও গান—ফূর্ত্তি
চাই—জমাট—ভরপুর—

কাফুর। তার পূর্ব্বে আমার একটা কথা শুন্‌লে বিশেষ বাধিত হব সাহাজাদা—

খিজির। আমার এখন বাধিত ক'র্‌বার সময় নেই, নাচ,—গাও—

কাফুর। আমি বেশী সময় নেব না।

খিজির। কেন বিরক্ত ক'র্‌ছ, ইচ্ছা হয়—এই আনন্দে যোগ দাও।

কাফুর। মাফ্‌ ক'র্‌বেন সাহাজাদা—

খিজির। তা' আমি জানি কাফুর। তুমি তা' পার্‌বে না, আর তোমার বন্ধুটির ত অসাধ্য। একাজে ভরা বুক চাই—খোলা প্রাণ চাই—আলীখাঁ—

আলী। খোদাবন্‌!

(মদ্যদান ও খিজিরের পান)

কাফুর। আর কত দিন এমন নিশ্চলভাবে শিবির ফেলে ব'সে থাক্‌ব?

খিজির। আরও ছয় দিন।

কাফুর। আরও ছয় দিন!

খিজির। তা'তে আশ্চর্য্য হ'চ্ছ কেন?

কাফুর। কারণ জান্‌তে পারি কি?

খিজির। আমি বলদেবকে প্রস্তুত হ'তে দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছি।

কাফুর। বলেন কি! শত্রুকে প্রস্তুত হ'তে সময় দিয়েছেন!

খিজির। হাঃ হাঃ হাঃ—মাতালের খেয়াল!

কাফুর। এ আপনার কি রণনীতি আমি ঠিক বুঝতে পার্‌ছি না সাহাজাদা—

খিজির। আমার দুর্ভাগ্য! দেখ কাফুর খাঁ, একে বিশহাজার সৈন্য নিয়ে এসেছি এক অসহায়া বালিকাকে ধর্‌তে,—তার উপর, তার

আশ্রয়-দাতাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় যদি আক্রমণ করি, তবে বীর-সমাজে আর মুখ দেখা'তে পা'র্‌ব না।

কাফুর। সম্রাট আপনার এ আচরণে বিশেষ সন্তুষ্ট হ'বেন ব'লে আমার বোধ হয় না।

খিজির। কারণ?

কাফুর। সহজে যে কার্য্য সম্পন্ন হ'ত, তা' এখন সুকঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে।

খিজির। সম্পন্ন হবে ত?

কাফুর। তা' হ'তে পারে।

খিজির। তবে কঠিনটা যে সম্পন্ন ক'র্‌তে পারে, সে কেন সহজটা ক'রে নিজের অক্ষমতার পরিচয় দেবে?

কাফুর। কিন্তু এ রণনীতি নয়—

খিজির। আলী খাঁ—

আলী। খোদাবন্। (মদ্যদান ও পান)

খিজির। দেখ কাফুর, যুদ্ধটা যে খেলা মনে করে, প্রাণটাকে যে ধূলোর মত তুচ্ছ জ্ঞান করে, তার রণনীতি এই রকম। ও—কথায় কথায় অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে—

কাফুর। তাহ'লে আমরা যাচ্ছি—

খিজির। কেন? একটু শোনাই না—প্রাণটাকে একটু তরল ক'রে নাও—দেখ্‌বে চোখের আঁধার কেটে গিয়ে সব সাফ হ'য়ে যাবে। কি, চ'ল্‌বে?

কাফুর। ক্ষমা ক'র্‌বেন সাহাজাদা—এস গণপত।

(গণপৎ ও কাফুরের প্রস্থান)

খিজির। প্রাণের কথা যে চোখে ফুটে বেরোয়। যাক্, বাধা পেয়ে জমাট ফূর্ত্তি ভেঙ্গে গেছে। কৈ হায়, আমার অশ্ব! তোমরা বিশ্রাম করগে' —আমি শিকারে যাব। (প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) আলি খাঁ!

আলী। খোদাবন্

খিজির। লেয়াও উল্লুক—

আলী। হুজুর মেহেরবান্! (মদ্যদান ও খিজিরের পান)

খিজির। ব্যস—এইবার হয়েছে। [প্রস্থান।

(বিপরীত দিকে অন্য সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর—দ্বিতল প্রাসাদের গবাক্ষ।

(দেবলা গান করিতেছেন, অন্তরালে দাঁড়াইয়া বলদেব শুনিতেছেন)

দেবলার গীত।

সহিতে—সহিতে—জনম মম,
কে আছে অভাগী আমারই সম।
নয়ন জলে সদা যে ভাসি,
গিয়েছে শুকায়ে অধরে হাসি,
সঙ্কিত হৃদয়ে শুধুই তম॥

(বলদেব গীত সমাপ্ত হইলে ধীরে ধীরে নিকেটে আসিলেন)

বলদেব। দেবলা—

দেবলা। (চমকিত হইয়া) কে? ওঃ—আদেশ করুন মহারাজ—

বলদেব। মহারাজ! এই কি তোমার নিকট আমার যোগ্য সম্ভাষণ দেবলা—

দেবলা। আপনাকে ত সবাই 'মহারাজ' ব'লে ডাকে—

বল। সবাই ডাকে ব'লে কি তোমারও ডা'কৃতে হবে! মনে পড়ে দেবলা, সেই দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা;—আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের সঙ্গে আমি তোমার পিতার আলয়ে অতিথিস্বরূপ অবস্থান্

ক'রছিলেম। এমনি এক শারদীয় মধুর প্রভাতে পুষ্পডালা হস্তে এক পুষ্পরাণীর সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয়,—চোখে চোখে সেই প্রাণের আকুল আবেদন,—তারপর সেই কুসুমোদ্যানে প্রত্যহ মিলন,—দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতা—হৃদয়ের ভাব বিনিময়,—মনে পড়ে ?

দেবলা। পড়ে।

বল। তারপর সেই অভিশপ্ত বিদায়ের মুহূর্ত্ত—চারি চক্ষু ছল ছল,—বাষ্পপূর্ণ,—দুটি প্রাণ বেদনা-বিধুর ;—দুটি রসনা নীরস—নীরব—নিথর ; তারপর,—তারপর এক প্রলয়ের অন্ধকার ; পায়ের নীচে দিয়ে জগত সরে গেল—চক্ষের দীপ্তি নিভে গেল,—মনে পড়ে ?

দেবলা। পড়ে—

বল। তখন,—তখন ত দেবলা—আমায় এত সম্মান ও সঙ্কোচের সঙ্গে তুমি 'মহারাজ' ব'লে ডাক্‌তে না—

দেবলা। তখন আপনি মহারাজ হন্‌নি, তাই ডাকিনি—

বল। মহারাজ না ছিলেম, যুবরাজ ত ছিলেম্। কই "যুবরাজ" ব'লেও ত একবার ও আমায় ডাকনি ! তখন ত ভুলেও একবার "তুমি" ভিন্ন "আপনি" বল্‌তে না—আজ কেন এ অনাহুত সম্মান—এ নির্ম্মম সঙ্কোচ দেবলা ?

দেবলা। আজ এর প্রয়োজন হ'য়েছে—

বল। কেন ?

দেবলা। অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য—

বল। অবস্থার পরিবর্ত্তন !

দেবলা। হাঁ মহারাজ, অবস্থার পরিবর্ত্তন। দুই বৎসর পূর্ব্বের সে দেবলা ছিল রাজকন্যা, আর ঐ দেবলা আশ্রয়হীনা—সহায়হীনা পরের গলগ্রহ।

বল। আমায় ক্ষমা কর দেবলা—

দেবলা। কিসের ক্ষমা মহারাজ?

বল। অভিমান-বশে সে দিন যা' কিছু ব'লেছিলেম, ভুলে যাও—আমার দুর্ব্যবহারের কথা বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়ে ফেল। আমি নরাধম—আমায় ক্ষমা কর। আবার একবার তেমনি প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাও—আবার একবার তেমনি ক'রে আমাকে ডাক।

দেবলা। তা কি হয় মহারাজ?

বল। কেন দেবলা?

দেবলা। ভিখারিণী আজ কোন্ সাহসে রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে সেই অসঙ্কোচ ভাবে ব্যবহার ক'র্‌বে?

বল। এখনও অভিমান! আমি ত এমন ছিলেম না দেবলা,—তুমিই আমাকে উন্মাদ ক'রেছ, তাই আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিলেম। জান কি দেবলা, তোমার জন্য আমি কত সহ্য ক'রেছি?

দেবলা। মহারাজ!

বল। বেশ, আমি চ'ল্লেম। আর তোমাকে বিরক্ত ক'র্‌তে আস্‌ব না। আসন্ন যুদ্ধে সপ্তাহের মধ্যে আমার সমস্ত চিহ্ন এ জগত থেকে মুছে যাবো। যা'ক—সেই ভাল। পলে পলে মৃত্যুর চেয়ে একেবারে সব গোল মিটে যা'ক্। একটা ভুল—জীবনে একটা ভুল।

(উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান।

দেবলা। কি ক'রলেম! সুমতি কুমতির দ্বন্দ্বে এ কোথায় এসে প'ড়লেম্? প্রাণকে আর কত শাসবদ্ধ ক'রবার চেষ্টা ক'র্‌ব! সে যে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ছে। ভিখারিণীকে চির-ঈপ্সিত মাণিকের সন্ধান দিলে, সে ত সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়ে চোখ বুজে হাঁট্‌বে। এই জগতের নিয়ম। তিনি আগুন নেভাতে এসে ছিলেন—আমি বাতাস দিয়ে তাকে আরও শক্তিময় ক'রে তুললেম্।

এ যে দাবাগ্নির মত জ্ব'লে উঠ্‌ল—উঠুক; ঐ অনলে ঝাঁপ দিয়ে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব।

(গবাক্ষের পথে চাহিয়া রহিলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

[খিজিরের প্রবেশ]

খিজির। আশ্চর্য্য! পুনঃ পুনঃ বর্শা নিক্ষেপ ক'র্‌লেম, আর প্রতি বারে আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল! প্রাতঃকাল থেকে এই দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত একটা ব্যাঘ্র লুকোচুরি খেলে আমাকে হয়রান ক'রল! ক্লান্ত অশ্বকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লেম! রিক্ত হস্তে প্রাণান্তেও শিবিরে ফি'রব না! যেরূপে পারি ঐ ব্যাঘ্র আজ শিকার ক'রবই ক'রব। ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র—ক্ষুদ্র শক্তি তার,—কতক্ষণ আমার সঙ্গে জুঝ্‌বে! ঐ যে, ঐ যে, ঝোপ থেকে বেরিয়ে প্রাণরক্ষার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে;—এবার আর তোর নিস্তার নেই। [বেগে প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

(অরণ্যপার্শ্বস্থ প্রান্তর। দূরে, দেবলা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই গবাক্ষ দেখা যাইতেছে। মৃত ব্যাঘ্র স্কন্ধে খিজির খাঁর প্রবেশ)

খিজির। এ কোথায় এসে প'ড়লেম? ঐ যে দেবগিরির দুর্গ! তাইত, পথ ভুলে বিপথে এসে প'ড়েছি! দুর্গের এত নিকটে আসা উচিত হয় নি। কিন্তু আর যে পদমাত্র চ'লবারও আমার

শক্তি নেই,—পিপাসায় ছাতি ফেটে যা'চ্ছে—ক্ষুধার যন্ত্রণায় প্রাণ যা'চ্ছে। যা হয় হবে, একটু বিশ্রাম করি।

(বর্ষা ও ব্যাঘ্র ভূমিতে রাখিয়া উপবেশন)

আঃ কি স্নিগ্ধ সমীর—সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল !একটু জল কোথাও পেতেম।—নির্ব্বোধ ব্যাঘ্র, জানিস্ আমার হাতেই তোর মৃত্যু, তবে প্রাণ রক্ষার এই নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে কেন আমাকে কষ্ট দিলি। না—না, তোর অপরাধ কি ? তুই ত পশু,—সংসারের সেরা সৃষ্টি এই মানুষ—এরাও কি মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও প্রাণ রক্ষার কম চেষ্টা করে! ঐ দেবগিরির অধীশ্বর—স্থির জানে—কোন ক্রমেই আমার গতিরোধ ক'র্‌তে পা'র্‌বে না—তবুও প্রাণপণে দুর্গসংস্কার, সৈন্যসংগ্রহ, অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি ক'র্‌ছে। এত শোভা এ দুর্গের! ক্ষুদ্র হ'লেও সৌন্দর্য্যে এর তুল্য দুর্গ ভারতে আছে কি না সন্দেহ। ঐ যে গবাক্ষ পথে একখানি প্রস্তর-প্রতিমা—মরি মরি, না জানি কোন সুদক্ষ শিল্পী কত কৌশলে কত বৎসর পরিশ্রম ক'রে পাষাণের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছে। ঐ প্রতিমা যদি জীবন্ত হ'ত—ঐ চক্ষে যদি বিজলি খেলত,—ঐ অধর যদি হাস্যরঞ্জিত হ'ত—ঐ কণ্ঠ যদি কুজন ক'রে উঠত—ঐ হৃদয়ে যদি ভাব খেলত,—তবে এর বিনিময়ে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—একি! একি! আমি কি উন্মাদ না প্রকৃতিস্থ! পাষাণ প্রতিমা বলে এতক্ষণ যাকে ধারণা ক'রেছি, সে নড়ে উঠেছে—সজীব রমণীমূর্ত্তি! একি সম্ভব! এত সৌন্দর্য্য! এ যে কোটীকল্পজন্ম অনিমেষ নয়নে দেখলেও দেখে আশা মিটে না। কে এ? সুন্দরি, ঐ দূর থেকে একবার আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর,—একবার তোমার সুধাকণ্ঠে চীৎকার ক'রে আমায় জানিয়ে দাও যে তুমি জীবন্ত—প্রাণহীনা পাষাণ নও—

(যে সময় উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে খিজির খাঁ দেবলাকে দেখিতেছিলেন, সেই সময় দুইজন মারাঠা প্রহরী নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার কোষ হইতে তরবারি হস্তগত করিয়া তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিতেছিল ও সহাস্য বদনে পরস্পরের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিতেছিল।)

খিজির। যেও না,—যেও না, সুন্দরী, ক্ষণেক অপেক্ষা কর—ক্ষণেক অপেক্ষা কর,—আর এক নিমেষের জন্য তোমার ঐ ভুবনমোহন রূপ দেখে আমার চক্ষু-তৃপ্তির সুযোগ দাও, যাঃ—গেল, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল!

সৈন্যগণ। হোঃ হোঃ হোঃ—

খিজির। (চমকিত হইয়া) কে তোমরা ?

১ম সৈঃ। চেহারা দেখেই বুঝ্‌তে পারছেন মশাই, আমরা স্ত্রীলোক নই—পুরুষ—

খিজির। তারপর ?

১ম সৈঃ। তারপর পরিচ্ছদ দেখে বুঝতে পারছেন যে, আমরা অস্ত্র ব্যবসায়ী।

খিজির। তা এখন কি উদ্দেশ্যে এখানে শুভাগমন।

১ম সৈঃ। উদ্দেশ্য অতি মহৎ—অতিথিসৎকার।

খিজির। কি রকম ?

১ম সৈঃ। মহাশয় বিদেশী—তাতে বিধর্ম্মী,—বিশেষতঃ এখন যুদ্ধ বিগ্রহের সময়, এক্ষেত্রে মশাইর কিছু দিন আমাদের অতিথিশালায় থাক্‌তে হবে।

খিজির। অর্থাৎ আমায় বন্দী ক'র্‌তে চাও ?

১ম সৈঃ। ক'র্‌তে চাই কি রকম! মশাইত বহুক্ষণ থেকে আমাদের বন্দী।

খিজির। বন্দী! সিংহ শৃগালের বন্দী! এ কি! আমার তরবারি!

(প্রহরীদ্বয় উচ্চ হাস্য করিল)

১ম সৈঃ। মশাই আর কেন বৃথা খোঁজাখুঁজি ক'র্‌ছেন, তার চেয়ে সোজা সুজি আমাদের সঙ্গে চ'লে আসুন না!

খিজির। বুঝ্‌লেম তোমরা কৌশলী, অতর্কিত অবস্থায় আমার তরবারি হস্তগত ক'রেছ।

১ম সৈঃ। আপনিও ত বেশ বুদ্ধিমান্—চট্‌ করে ধ'রে ফেলেছেন। এখন আমাদের সঙ্গে এসে আর একটু বুদ্ধির পরিচয় দিন্ দেখি।

খিজির। তোমরা অস্ত্র ব্যবসায়ী—বীরধর্ম্মী,—আমি নিরস্ত্র—অস্ত্র দিয়ে আমায় আত্মরক্ষার সুযোগ দাও।

২য় সৈঃ। কেন ওর সঙ্গে বৃথা বকাবকি ক'র্‌ছিস্? চল্ ধ'রে নিয়ে যাই। চ'লে আয়। (খিজিরের হাত ধরিল

খিজির। খবরদার—(হাত ছাড়াইয়া লইলেন) এত স্পর্দ্ধা!

১ম সৈঃ। শোন বন্দী; স্বেচ্ছায় না গেলে, বল প্রয়োগে তোমাকে যেতে বাধ্য ক'র্‌ব।

খিজির। স্বপ্নেও মনে স্থান দিস্ না যে জীবিতাবস্থায় আমায় বন্দী করে নিয়ে যাবি। নিরস্ত্র হলেও তোদের মত তুটো মূষিককে বধ করা আমার পক্ষে বড় কঠিন হবে না—

১ম সৈঃ। আক্রমণ কর—ওর মুণ্ড নিয়ে মহারাজকে উপহার দেব।

(আক্রমণ করিল)

(বেগে বালকবেশী মতিয়ার প্রবেশ)

মতিয়া। এই নিন তরবারি—আত্মরক্ষা করুন।

(ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি লইয়া খিজির প্রহরীদ্বয়কে আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার তরবারি খসিয়া পড়িল।)

খিজির। লও, পুনরায় তরবারি লও—নিরস্ত্রের অঙ্গে আমি অস্ত্রাঘাত করি না। ধর তরবারি—

১ম সৈঃ। আমরা আর যুদ্ধ ক'র্‌ব না—

খিজির। কেন?

১ম সৈন্য। পরাজয় স্বীকার ক'র্‌ছি।

খিজির। এই রণকৌশল, এই খড়্গচালনা, এই বীরত্ব নিয়ে খিজির খাঁকে বন্দী ক'র্‌তে এসেছিলে! মূর্খ! কোথায় আমার অপহৃত তরবারি?

(১ম প্রহরী কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া দিল।)

হাঁ, এই বটে।

১ম সৈঃ। আমাদের সম্বন্ধে আদেশ?

খিজির। মূষিকের প্রাণ সংহার ক'রে অসির অবমাননা ক'র্‌ব না। যাও, স্বস্থানে গমন কর। যদি লজ্জা থাকে—যদি মানুষ হও—অস্ত্র-হীনের অঙ্গে আর কখনও অস্ত্রাঘাত ক'র না। যাও—

(প্রহরীদ্বয় প্রস্থানোদ্যত)

একটা কথা,—ব'ল্‌তে পার—যাকে আমি ঐ দুর্গের গবাক্ষপথে দেখেছিলেম, সে সজীব মূর্ত্তি,—না প্রাণহীন প্রতিমা?

১ম সৈঃ। সজীব বই কি। ঐ ত গুজরাটের রাজকন্যা, আমাদের ভাবী রাজ্যেশ্বরী—

খিজির। গুজরাটের রাজকন্যা ঐ,—ঐ দেবলা?

১ম সৈঃ। আজ্ঞে হাঁ।

খিজির। তোমাদের ভাবী রাজ্যেশ্বরী?

১ম সৈঃ। এই রকমই শুনেছি—

খিজির। এখনও বিবাহ হয়নি?

১ম সৈঃ। এই যুদ্ধের পর নাকি হবে।

খিজির। যাও।

[প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

তার মুখত কখনও দেখিনি—দেখবার চেষ্টাও করিনি। কেবল এক নিমেষের জন্য দৃষ্টি তার পায়ের উপর প'ড়ে, প্রাণকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। তখনই বিবেকের কঠিন কশাঘাতে প্রাণকে নিরস্ত করেছিলেম। এত সুন্দর দেবলা! এ যে ধ্যানের ধারণা—কল্পনার ছবি! যুদ্ধান্তে ঐ সৌন্দর্য্য-প্রতিমা কাপুরুষ বলদেবের হৃদয় আলো ক'র্‌বে—বেহস্তের হুবি দানার অঙ্কশায়িনী হবে! ভাল, দেখা যা'ক্।

মতিয়া। মশায় বোধ হয় কোন নবাব বাদশার পুত্র।

খিজির। কে? ও—হাঁ, তা—কি বল্‌ছিলেন?

মতিয়া। এতক্ষণ কি ঘুমুচ্ছিলেন—না জেগে স্বপ্ন দেখছিলেন?

খিজির। না—না—আমি একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিলেম। তা' কি ব'ল্‌ছিলেন?

মতিয়া। আপনি বোধ হয় কোন নবাব বাদ্‌শার পুত্র?

খিজির। হাঁ, আপনি কি করে জানলেন?

মতিয়া। তবে মশায় আমার থাম্‌তে হ'ল।

খিজির। কেন?

মতিয়া। ঐ যে 'আপনি' 'জানলেন' প্রভৃতি কথাগুলো—আমাকে ব'ললে আমি বড় চ'টে যাই! বিশেষ, আমি হচ্ছি প্রায় বালক—বলুন সত্য কি না?

খিজির। হাঁ, বালক বই কি!

মতিয়া। তবে একদম 'তুমি' চালিয়ে দিন না,—যেহেতু আপনি বয়সে বড়।

খিজির। বেশ, তাই হবে।

মতিয়া। হাঁ—কি কথা হচ্ছিল?

খিজির। কি ক'রে আমার পরিচয় পেলে?

মতিয়া। পরিচয় ত আর কপালে জয়পত্র মেরে লেখা থাকে না,—পরিচয় পাওয়া যায় ব্যবহারে।

খিজির। ব্যবহারে!

মতিয়া। তা বই কি! এই দেখুন প্রা[illegible]র উড়ু উড়ু করছিল—ভাগ্যিস্ আমি বসে ছিলেম, তাই দৌড়ে এসে জান্‌টাকে ষোল আনা বজায় রেখেছি। কেমন কি না বলুন—না এক দম অস্বীকার ক'র্‌বেন! আপনারা ত সে বিষয়ে অনভ্যস্ত নন্।

খিজির। অস্বীকার ক'র্‌ব কেন? তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ।

মতিয়া। তবু ভাল যে আজ একটা উপকারের কথা স্বীকার করেছেন। এই বোধ হয় আপনার জীবনে প্রথম। হাঁ, তারপর, প্রাণ রক্ষা ক'র্‌লেম, মশায় কোথায় আমাকে ধন্যবাদ দেবেন, দু'এক সন্ধ্যা নিমন্ত্রণ ক'রে পোলাও—কালিয়া—কোপ্তা—কোর্ম্মা খাওয়াবেন,—তা নয়, ও সব চুলোয় যাক—আমার তরবারিখানা পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত—ফিরিয়ে দেবার নাম গন্ধ নেই! এ সব কাজ আমাদের মত গরীবে পারে না। উপকারীর অপকার—কৃতজ্ঞতার স্থলে কৃতঘ্নতা,—প্রাণঢালা ভালবাসার পরিবর্ত্তে হেনস্তা,—প্রার্থিত আত্মদানের বিনিময়ে পদাঘাত,—এ ত সাহাজাদা, নবাবজাদা, আমিরজাদা-দের ধর্ম্ম। কি মশাই, হঠাৎ বড় গম্ভীর হ'লেন যে—একবার চম্‌কে উঠেছেন—তাও লক্ষ্য ক'রেছি। বিবেক দংশনে শিউরে উঠলেন, না অপ্রিয় সত্য শুনে মনে মনে চ'টে যাচ্ছেন?

খিজির। (হাত ধরিয়া) বালক! আমায় ক্ষমা কর। এই নাও তোমার তরবারি। আমায় বিশ্বাস্ কর ভাই আমি অকৃতজ্ঞ নই। তবে মনটা কিছু বিচলিত হওয়ায় এই বেয়াদবি হয়েছে। কিছু মনে ক'র না।

মতিয়া। মনটা কিছু বিচলিত হয়েছিল! কেন? কি ভা'বছিলেন?

খিজির। সে একটা সাধারণ কথা—

মতিয়া। সাধারণ কথা! তা কা'কে ভাবছিলেন ?

খিজির। কা'কে!

মতিয়া। তা নয় ত কি! আপনার যে বয়স, এ বয়সে লোকে ত কা'কেই ভাবে। আমরাও আপনার বয়সে 'কাকে' ভাব্ব। বলুন না লোকটা কে? তাকি আর আপনি আমাকে ব'লবেন— তবে মেধাবান্ ব'লে দেশে আমার খ্যাতি ছিল,—আমি ঠিক বুঝে ফেলেছি। কি মশাই—ব'লব ?

(গীত)

আজু মঝু শুভদিন ভেলা।
যামিনী পেখনু পরভাত বেলা।
সজনি ভাল করি পেখনু না ভেল,
মেঘমালা সঙ্গে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেলা।
ধনি অলপ-বয়সী বালা,
জনু গাথনি কুহপ-মালা ;
থোরি দরশনে, আশ না পূরল,
বাঢ়ল মদন-জ্বালা।

কেমন মশায়, হয়েছে ?

খিজির। তুমি অদ্ভুত! কথায় কথায় তোমার পরিচয় নেওয়া হয় নি, আপত্তি না থাকে ত পরিচয় দিয়ে আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।

মতিয়া। পরিচয় নিতে হ'লে আগে মশায়, পরিচয় দিতে হয়।

খিজির। আমি দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খাঁ।

মতিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ—কেমন মশায় মিলেছে ত ? হ'তেই হবে। আমার আর কি পরিচয় আপনাকে দেব—আমি ত আর নবাব বাদশার পুত্র নই, যে চট্ করে বাপের নামটি আউড়ে দেব, আর

আপনি পট্ ক'রে চিনে ফেলবেন। খোদাবক্স বা রহিমুল্যার মত একটা নাম ব'ল্‌লে ত আর আপনি চিন্‌বেন না। বিশেষ আমার বাড়ী এ দেশে নয়।

খিজির। কোথায় তোমার দেশ?

মতিয়া। ইরাণের নাম শুনেছেন? সেইখানে।

খিজির। তোমার নাম?

মতিয়া। স্পষ্ট কথা ব'লতে হ'ল মশাই,—রাগ ক'র্‌বেন না। আমাদের ইরাণী নাম আপনার উচ্চারণ হবে না—তার উপর অশুদ্ধ উচ্চারণ শুন্'লে আমি বড় চ'টে যাই। নামে কাজ কি, আপনি আমাকে "ইরাণী" ব'লেই ডা'ক্‌বেন।

খিজির। কি উদ্দেশ্যে এই কিশোর বয়সে সুদূর ইরান্ থেকে এখানে এসেছ?

মতিয়া। উদ্দেশ্য মশাই সবারই এক থাকে—স্বকার্য্য উদ্ধার। উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন তারতম্য কোথাও দেখা যায় না। সবাই স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য ঘুর্‌ছি। কেমন? তাই না? তবে যদি জিজ্ঞাসা করেন,—কি তোমার সে 'স্বকার্য্যটা? তার উত্তরে আমি ব'লব, যে বুদ্ধিমান লোকে সে সব প্রকাশ করে না। অল্পপরিচয় হ'লেও আপনি যদি বুদ্ধিমান হ'ন, তা' হ'লে বেশ বুঝেছেন যে আমি একজন প্রকাণ্ড বুদ্ধিমান্। যেহেতু আমি বুদ্ধিমান্—আমি ব'লব না।

খিজির। বালক! তোমার মুখ যেন আমার পরিচিত ব'লে বোধ হচ্ছে—বলতে পার, তোমার কি কোন ভগিনী আছে?

মতিয়া। কেন মশাই, সাদী ক'র্‌বার সখ হ'য়েছে নাকি? আমার এই সুন্দর মুখখানি দেখে বুঝি ভাবছেন যে আমার বোন নিশ্চয় খুব সুন্দরী হবে। তা' মশাই, বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সে

দিকে বিশেষ সুবিধা হবে না। এক দাদা আর ঐ খোদা ভিন্ন সংসারে আমার কেউ নেই।

খিজির। এত সাদৃশ্য দুজনে! আশ্চর্য্য! অথচ—যাক্, এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে?

মতিয়া। ঐ দুর্গে।

খিজির। কেন?

মতিয়া। যদি কোন চাক্‌রি পাই।

খিজির। তুমি চাক্‌রি ক'র্‌বে?

মতিয়া। কি আর করি মশাই,—দাদা এই তরবারিখানা হাতে দিয়ে সোজা পথ দেখিয়ে ব'ললেন—"যাও,—নিজের কাজ উদ্ধার কর'। মিথ্যা ব'লব না—অনেক দূর আমার সঙ্গে এসে, আমাকে এগিয়েও দিয়েছেন। ব'লুন ত, এখন চাকরি ভিন্ন আর উপায় কি?

খিজির। তুমি কি ক'র্‌তে পার?

মতিয়া। ইরাণী, জন্ম হ'তে এক প্রতিশোধ নিতে শেখে।

খিজির। আমি যদি কোন চাকরি দেই, ক'র্‌বে?

মতিয়া। না মশায়।

খিজির। কেন?

মতিয়া। আপনি বড় কৃপণ—

খিজির। কৃপণ!

মতিয়া। আজ্ঞে হাঁ।

খিজির। (সহাস্যে) কিসে বুঝলে?

মতিয়া। কৃপণ না হ'লে এত বড় বাদশাহের পুত্র আপনি, নিশ্চয়ই একটা শরীর-রক্ষক রাখতেন। আপনার প্রকৃতির পরিচয় না পেলে আপনাকে ত আমি সম্রাট-পুত্র ব'লে বিশ্বাসই ক'র্‌তেম না।

খিজির। শরীর-রক্ষকের কি প্রয়োজন?

মতিয়া। প্রয়োজনটা এখনও বুঝ্‌ছেন না! তুই একজন সঙ্গে থা'কলে ত আজ এই মারাঠাদের হাতে আপনার জীবন বিপন্ন হ'ত না।

খিজির। সত্য ব'লেছ বালক। তোমাকেই আমার শরীর-রক্ষকের পদে নিযুক্ত ক'র্‌ছি—বল, কি বেতন চাও?

মতিয়া। আমরা ইরাণী,—বেতন নিই না।

খিজির। তবে?

মতিয়া। প্রাণ—

খিজির। উত্তম। তাই হবে,—প্রাণদাতা—এ প্রাণ তোমার।

মতিয়া। (নতজানু হইয়া খিজিরের পদতলে তরবারি রাখিয়া) সাহাজাদা! আজ থেকে আপনার গোলামী স্বীকার ক'র্‌লেম। অনেক রূঢ় কথা ব'লেছি, গোস্তাকি মাফ হয়।

খিজির। কি ক'র্‌ছ ইরাণী! তোমার স্থান ত ও নয়। তোমার স্থান এই বক্ষে। এস প্রাণদাতা, আমার হৃদয়ে এস—

(আলিঙ্গন করিতে গেলেন।)

মতিয়া। (সরিয়া) মশাই, এখানে আমার পোষাবে না। আপনি অতি বেয়াড়া মনিব, গোলামের সঙ্গে ব্যবহার ক'র্‌তে জানেন না! আর জান্‌বেনই বা কি করে,—কোন দিন ত লোকজন রাখেন নি।

খিজির। কে গোলাম? তুমি? না, না, ইরাণী, তুমি গোলাম নও, প্রাণদাতা,—বন্ধু, চল তোমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে শিবিরে যাই।

মতিয়া। বাঘটা কি ওখানেই পড়ে থাকবে?

খিজির। হাঃ হাঃ হাঃ—ও ত একেবারেই ভুলে গিয়েছি। তুমি আমার যোগ্য পার্শ্বরক্ষক—চল বন্ধু—

মতিয়া। চলুন—(খিজির ব্যাঘ্র স্কন্ধে করিয়া মতিয়ার হাত ধরিলেন) ও বর্ষা কার?

খিজির। তাই ত! পদে পদে আজ আমার ভ্রম হ'চ্ছে! মারাঠাদের

সঙ্গে সংগ্রামের সময়ও আমার এ বর্শার কথা মনে হয় নি, আশ্চর্য্য! যোগ্য ব্যক্তিকেই আমার শরীর-রক্ষকের পদ দিয়েছি। ইবাণী! এইবার বোধ হয় যাওয়া যাবে—

মতিয়া। চলুন। (যাইতে যাইতে স্বগত) সেই একদিন, আর এই একদিন! ওঃ—

[উভয়ের হাত ধরাধরি করিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

(দেবীসিংহ ও বলদেব।)

দেবী। এ আপনি কি ক'র্‌লেন মহারাজ,—সুযোগ পেয়ে স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ ক'র্‌লেন। মহানুভব খিজির খাঁ প্রস্তুত হবার জন্য আমাদের যে দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন তা' পূর্ণ হ'তে এখনও পাঁচ দিন বাকী। যে সৈন্য সংগৃহীত হ'য়েছে, পাঁচ দিনে অনায়াসে তার দ্বিগুণ সৈন্য সংগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌তেন,—দুর্গ সম্পূর্ণরূপে সংস্কার ক'র্‌তে পা'রতেন। হেলায় এ সুযোগ ত্যাগ করে আজই আপনি পাঠান-শিবিরে "প্রস্তুত হয়েছেন" বলে সংবাদ পাঠালেন!

বল। কি ক'রতে চাও?

দেবী। এখনও সময় আছে—ক্ষিপ্রগামী অশ্বারোহী পাঠিয়ে দূতকে ফিরিয়ে আনুন—

বল। তা' আর হয় না দেবীদাস! সে দূত এতক্ষণ পাঠান-শিবিরে।

দেবী। এখন উপায়?

বল। তরবারি—

দেবী। বিবেচনা না ক'রে কেন এ কাজ ক'র্‌লেন?

বল। যা' হ'বার হ'য়ে গেছে। আর ফিরবার উপায় নেই। "কেন" শুনে আর কি লাভ হবে রাজপুত?

দেবী। কি ক'রেছেন বুঝ্‌তে পা'র্‌ছেন? খামখেয়ালী ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। সমস্ত আয়োজন—সমস্ত ক্লেশ—সমস্ত উদ্যম—আপনার অবিমৃষ্যকারিতায় এক নিমেষে সব পণ্ড হ'য়ে গেল। বড় আশা ক'রে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা ক'রেছিলেম; তখন স্বপ্নেও মনে করিনি যে, এইভাবে আপনি কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'র্‌বেন। মূর্খ সে, যে গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য চপলমতি বালকের হস্তে ন্যস্ত করে। কুক্ষণে আপনার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা ক'রেছিলেম,—কুক্ষণে আপনার জননী আমাদের আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেন।

বল। কেন বৃথা অনুযোগ ক'র্‌ছ সেনানী! যখন যুদ্ধ হ'বে, দাঁড়িয়ে দে'খ, তোমার প্রভুকন্যাকে রক্ষা ক'র্‌তে কি ভাবে বলজীর হস্তধৃত তরবারীতে বিদ্যুৎ চমকে, কি ভাবে এক এক ফোঁটা হৃদয়শোণিত ঢেলে শত্রু অসি রঞ্জিত করি। স্থির জেন, যতক্ষণ বলজীর দেহে প্রাণ থাকবে, যতক্ষণ একজন মারাঠা জীবিত থাকবে,—ততক্ষণ কেউ তোমার প্রভুকন্যার কেশাগ্রও স্পর্শ ক'র্‌তে পারবে না। শুধু কি আজ তোমরাই বিপন্ন রাজপুত?—আমার সিংহাসন,—আমার কুলনারীর মর্য্যাদা, আমার প্রাণপ্রতিম প্রকৃতি-পুঞ্জের ধন, মান, প্রাণ—আমার এই সমৃদ্ধিশালী সোণার রাজ্য—এ সব কি বিপন্ন হয় নি? যাও, নিজের কাজে যাও।

দেবী। হা অদৃষ্ট!　　　　[প্রস্থান।

বল। নিজের উপর প্রতিশোধ নেব! এমন একটা ভুল, যাতে নবপল্লবিত প্রস্ফুটিত-কুসুম-শোভিত একটা মনোরম উদ্যান শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে। ঠিক ক'রেছি—প্রাণ বলি দিয়ে এ ভুল সা'রব। চির তুষানলের চেয়ে একবার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সমস্ত জ্বালা জুড়ান ভাল।

(লক্ষ্মীবাঈএর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। আমায় ডেকেছ বলজী ?

বল। হাঁ মা, সৈন্য প্রস্তুত, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি আমার মাথায় তোমার পায়ের ধূলো দাও, তোমার আশীর্ব্বাদের অক্ষয় কবচে আমাকে আবরিত কর।

লক্ষ্মী। যুদ্ধের যে এখনও পাঁচ দিন বিলম্ব আছে—

বল। আমি প্রস্তুত হ'য়েছি ব'লে পাঠান-শিবিরে দূত পাঠিয়েছি। তারা সত্বরই এসে পড়্‌বে।

লক্ষ্মী। তোমার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'য়েছে ?

বল। সাধ্যমত ক'রেছি। আমার ইচ্ছা যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আমিই পাঠানদের আক্রমণ করি। কেন তাদের আক্রমণের সম্মান দেব ? কিন্তু একটা সমস্যায় প'ড়েছি—কার উপর দুর্গরক্ষার ভার দেই।

লক্ষ্মী। যাকে উপযুক্ত মনে কর—

বল। বলতে যে সাহস হয় না মা,—যদি অভয় দাও—

লক্ষ্মী। আদেশ কর রাজা—

বল। এ কি ছলনা—ছলনাময়ী !

লক্ষ্মী। প্রতি প্রজা, রাজাদেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'র্‌তে প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দেবে—

বল। তবে করুণাময়ী, এতকাল যে করুণার স্নিগ্ধ ছায়ায় তোমার শিশু বলজীকে এত বড় ক'রে তুলেছ, আজ সে করুণার এক কণা তোমার রাজাকে ভিক্ষা দাও—দুর্গের ভার নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত কর।

লক্ষ্মী। এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে কি এত বড় ভার বইতে পা'র্‌ব রাজা ?

বল। শক্তিময়ী জননী ! সন্তান অজ্ঞান ব'লে কি এই ভাবে তার সঙ্গে ছলনা ক'র্‌তে হয় ? তোমার শক্তি ক্ষুদ্র ! মহাশক্তির অংশে তোমার

জন্ম, মারাঠারাজের দেহের প্রতি অণু তোমার শোণিতে—তোমার স্তনদুগ্ধে গঠিত—পরিপুষ্ট। আমায় নিশ্চিন্ত কর মা।

লক্ষ্মী। মহারাজের যদি এই ইচ্ছা হয়—উত্তম, এ দীন প্রজা তাঁর আদেশ পালনে প্রাণ দেবে।

বল। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত। এইবার আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দাও মা। (প্রণাম করিলেন)

লক্ষ্মী। এস পুত্র—যুদ্ধে জয়লাভ কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বীর নামে যেন কলঙ্ক স্পর্শ না করে—এতকাল মারাঠাজাতির যে পূজা পেয়ে এসেছ, সে পূজার যেন সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে পার—পদোচিত কার্য্য সাধনে যেন সক্ষম হও। জয় শম্ভু— [প্রস্থান।

বল। এইবার নিশ্চিন্তমনে সমরানলে ঝাঁপ দেব।

(প্রস্থানোদ্যত—পশ্চাদ্দিক্ হইতে দেবলার প্রবেশ)

দেবলা। মহারাজ!

বল। কে? ওঃ, রাজকন্যা! কি বলুন?

দেবলা। যা' বল্‌তে এসেছিলেম তা' বল্‌তে দিলেন কই।

বল। যদি কিছু ব'লবার থাকে, সত্বর বলুন—(সৈন্যগণ "জয় শম্ভু" বলিয়া নেপথ্যে কোলাহল করিয়া উঠিল)—ঐ শুনুন্—কম্বুনাদে মৃত্যুর আহ্বান,—আর ত বিলম্ব ক'র্‌বার সময় নেই,—সহস্র বাহু বিস্তার ক'রে মরণ আলিঙ্গন ক'র্‌তে ধেয়ে আস্‌ছে,—যদি কিছু ব'ল্‌বার থাকে, সজাগ থাক্‌তে বলুন—এর পর শুন্‌বার আর সুযোগ হবে না।

দেবলা। কেন এ কাজ ক'র্‌লেন?

বল। কেন! হায় পাষাণ-প্রতিমা, জানিনা ভগবান্ কোন্ উপাদানে তোমার হৃদয় সৃষ্টি ক'রেছিলেন! সে কি মরুর চেয়েও নীরস,—প্রস্তরের চেযেও কঠিন; নিয়তির চেয়েও নির্ম্মম? কেন এ কাজ

ক'রেছি শুন্‌বে ? এক ভুলে দশ দিক্ আঁধার হ'য়ে গেছে,—হৃদয়ে প্রলয়ের কালাগ্নি জ্ব'ল্‌ছে—তাই সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ক'র্‌তে, ইচ্ছা ক'রে অন্য ভুল ক'রেছি। এ ভুল নয়—কঠোর প্রায়শ্চিত্ত,—এ মরণ নয়,—মহাশান্তি—

দেবলা। আমায় ক্ষমা কর বলজি—(হাতে ধরিলেন)

বল। একি ? মরণের তীরে দাঁড়িয়ে এ কি শুন্‌ছি,—এ কি দেখ্‌ছি ! প্রাণ আমার আনন্দে নেচে উঠ্‌ছে—মধুর স্পর্শে সমস্ত শরীর নীপের মত কণ্টকিত হ'য়ে উঠেছে ! ধীরে হৃদয়—আরও—আরও ধীরে নৃত্য কর।—পারে দাঁড় করিয়ে কেন এ সুধার স্বাদ একবার দিয়ে বাঞ্ছিত মরণকেও তিক্ত কর কুহকিনী ! কেন অসময়ে এ চিরবাঞ্ছিত অমৃতসম্ভার সম্মুখে এনেছ ? প্রাণভ'রে উপভোগ ক'র্‌বার ত আর সময় নেই। ঐ ঐ আস্‌ছে—আস্‌ছে মৃত্যু—করাল ভীষণ বদন ব্যাদান ক'রে—সে ত আজ ছেড়ে যাবে না—আমার নিমন্ত্রণ পেয়ে যে সে আস্‌ছে—কাল যদি এম্নি ক'রে হাত ধ'রে "বলজী" বলে একবার ঐ প্রেমগদগদস্বরে ডাক্‌তে—তবে বোধ হয়—(নেপথ্যে সৈন্যগণ,—জয় শম্ভু—জয় শম্ভু) আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না—ঐ সৈন্যগণ হর্ষধ্বনি করে আমায় ডাক্‌ছে। মানিনী, যদি ফিরি, আবার দেখা হবে—নইলে এই আমাদের শেষ মিলন। বিদায় দেবলা— [প্রস্থান।

দেবলা। অশ্রু কেন ! স্বহস্তে যে বৃক্ষ রোপণ করেছি, তারই ফল ভোগ ক'র্‌ছি। যেখানে যাচ্ছি—সেখানেই আগুন জ্বালাচ্ছি। এত অতিশপ্ত জীবন আমার ! কি করেছি—কি করেছি ! বলজি, বলজি—মুখ ফুটে একদিনের তরেও বল্‌তে পারিনি, তোমায় আমি কত ভালবাসি,—আজ বল্‌তে এসেছিলেম—পারলেম্ না। এস, এস প্রাণেশ্বর—এতদিন যে কথা সরমে

বল্‌তে পারিনি, আজ মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ব—তুমি শুনে যাও—তুমি জেনে যাও,—দেবলা কায়-মন-প্রাণে তোমার—তোমার। বলজি, হৃদয় দেবতা—এস, ফিরে এস—

(লক্ষ্মীবাঈএর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। এই যে দেবলা—এ কি, কাঁদচ? রাজপুতবালা,—এ ত অশ্রুতে গণ্ড প্লাবিত ক'র্‌বার সময় নয়—এস, কার্য্য কর—

দেবলা। কি ক'র্‌ব মা?

লক্ষ্মী। ক'র্‌বার অনেক আছে। পাঠানকে আক্রমণ ক'র্‌তে রাজা সসৈন্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন—দুর্গরক্ষার ভার এখন আমার উপর। চল আমার সাহায্য ক'র্‌বে—

দেবলা। চলুন। (স্বগত) আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে তুমি প্রাণ দিতে গিয়েছ—তোমার দুর্গরক্ষার্থে আমিও প্রাণ দেব।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাত্রি—রণস্থল—শিবির।

(কাফুর ও খিজির)

খিজির। চমৎকার শিক্ষা এদের!—এত কৌশলী,—এত নির্ভীক—এত কর্ম্মঠ এরা! আমি আশ্চর্য্য হ'য়েছি কাফুর, এই বলদেবের সাহস ও বিক্রম দেখে। সে যখন অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'র্‌ছিল, তখন তার খড়্গাচালনা দেখে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়েছে—কি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা! খড়্গের গতি নির্দ্ধারণ করে কার সাধ্য! বিদ্যুৎ-গতিতে চতুঃপার্শ্বে চক্রের মতন ঘুর্‌ছে, আর তার সমস্ত অঙ্গে অনলপ্রভা! অদ্ভুত—অদ্ভুত! তার উপর আজ

দুই দিন এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত মুখে না দিয়ে এরা যুদ্ধ ক'র্‌ছে। চতুর্গুণ সৈন্য না থা'ক্‌লে আমি কখনই জয়ী হ'তে পা'র্‌তেম না—আমার বিলাসী সৈন্যেরা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করে শ্রমকাতর, ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে প'ড়েছিল;—চতুর্গুণ সৈন্য থাকায় আমি তাদের পর্য্যায়ক্রমে বিশ্রামের অবসর দিতে পে'রেছিলেম। নইলে পরাজয় অনিবার্য্য ছিল। এই মারাঠাজাতি! এক এক জন সৈন্য যেন এক একটা লৌহমূর্ত্তি! যুদ্ধ ক'র্‌তে হ'লে এদেরই সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে হয়—পরাজয়ে আত্মপ্রসাদ—জয়ে পূর্ণানন্দ।

কাফুর। এ যুদ্ধে আমরা অর্দ্ধেক সৈন্য হারিয়েছি।

খিজির। যা'ক্। আমি লক্ষ্য করেছি—ম'র্‌বার সময় তাদের বদন-মণ্ডল গরিমার পবিত্র আভায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সংগ্রামে মৃত্যু—এ ত যোদ্ধার পরম বাঞ্ছিত,—এ মৃত্যুতে ইহকালে শান্তি—পরকালে বেহেস্ত্।

কাফুর। প্রস্তুত হ'বার সুযোগ দেওয়ায় এই বৃথা সৈন্যক্ষয় হ'ল।

খিজির। কি বল তুমি কাফুর!—এমন যুদ্ধ ক'টা ক'রেছ—ক'টা দেখেছ! অতর্কিত ও অপ্রস্তুত অবস্থায় যদি তাদের আক্রমণ ক'র্‌তেম, হয় ত এর চেয়েও সহজে রণজয় হ'ত—কিন্তু তা'তে কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে এক বালিকাকে ধ'র্‌তে আমার কলঙ্ক দূর হ'ত না। যাক্, বলদেবের এখনও কি জ্ঞান হয় নি?

কাফুর। না।

খিজির। বলদেব বীর বটে! দুই দিন অনাহারে অনিদ্রায় সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'রে হঠাৎ অশ্ব থেকে প'ড়ে মূর্চ্ছিত হয়। ব'ল্‌তে লজ্জা করে কাফুর, তোমার শিক্ষিত সুসভ্য সৈন্যগণ সেই অবস্থায় তাকে হত্যা ক'র্‌তে গিয়েছিল—ভাগ্যিস্ আমার পার্শ্বরক্ষক ইরানী সেখানে ছিল।

কাফুর। আমার ইচ্ছা আজ রাত্রেই দুর্গ আক্রমণ করি।

খিজির। আজ রাত্রে—ক্ষতি কি? কিন্তু তোমার বিলাসী সৈন্যগণ পারবে কি?

কাফুর। সহস্র সৈন্য হ'লেই সহজে দুর্গ হস্তগত করা যাবে। দুর্গ ত প্রায় শূন্য, কে আমাদের গতিরোধ ক'রবে?

খিজির। ভুল—কাফুর—ভুল। যত সহজ এখন মনে ক'রছ, কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেখ, তত সহজ হবে না। তুমি দেখনি, আমি দেখেছি—ঐ দুর্গে এক বীর্য্যময়ী, বিদ্যুৎবরণী রমণী আছে, তার নয়ন হতে বীরত্বের একটা তীব্র অনল ছুটছে; বলতে পারি না, সে অনলের স্পর্শে কি হয়। যাক্, তুমি সৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে আদেশ দেওগে'—আমি একবার বলদেবকে দেখে যাচ্ছি।

[বিপরীত দিকে উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর।

(অশ্বপৃষ্ঠে লক্ষ্মীবাঈ ও সৈন্যগণ।)

লক্ষ্মী। পুত্রগণ, সাত সাত দিন অমিত বিক্রমে তোমরা তোমাদের দুর্গ রক্ষা ক'রেছ—আজ পাঠান ভগ্নোৎসাহ—নিরুদ্যম। তাদের মুখমণ্ডল নিরাশার ঘনকালিমায় আচ্ছন্ন। তোমাদের হাতে—তোমাদের রাজা, তাঁর সিংহাসন,—তাঁর স্বাধীনতা,—তাঁর সম্মান সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছেন;—আজ তিনি শত্রু হস্তে বন্দী—কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। পুত্রগণ, যে ভার গ্রহণ করেছ, তা বহন কর,—গুরুদায়িত্বের মর্য্যাদা রক্ষা কর—প্রাণপণে যুদ্ধ কর—কদাচ পাঠানকে এক পদও অগ্রসর হ'তে দিও না। তোমরা অমৃতের

পুত্র—তোমরা কেন মৃত্যুকে ভয় কর্‌বে?—সে যে তোমাদের খেলার জিনিষ—

সৈন্যগণ। জয় শম্ভু—

গীত।

চল চল সবে সমরক্ষেত্রে—জননী আজ্ঞা তোর;
মত্ত চিত্ত করিছে নৃত্য, মাতিব সমরে ঘোর॥
উচ্চশির নত, গর্ব্ব মান হত,
নৃপতি মোদের শত্রুকরগত;
রাজভক্ত কেবা—বীরপুত্র বটে,
যে যেথায় আছ—এস সবে ছুটে,
ভীম বলে সবে তল-অসি করে,
ঝাঁপায়ে পড়িব বিপক্ষ মাঝারে,
অর্জ্জিতে মান, বর্জ্জিব প্রাণ, রাখিব রাজারে মোর॥

পট পরিবর্ত্তন।

দুর্গের বহির্ভাগ—পাঠান শিবির সম্মুখ।

(খিজির কাফুর ও গণপতের প্রবেশ।)

খিজির। এখন বুঝেছ কাফুর, যে কাজ বড় সহজ মনে করেছিলে, সেটা কত কঠিন! সাত সাত দিন দিবারাত্র চেষ্টা ক'র্‌ছি, কিন্তু দুর্গপ্রবেশ ত দূরের কথা—কোন প্রকারে তার অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে পদমাত্র অগ্রসর হ'তে পা'র্‌ছি না।

কাফুর। এখন কি কর্ত্তব্য?

খিজির। তাইত!

কাফুর। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার মতে যুক্তিসিদ্ধ।

খিজির। কি কৌশল?

কাফুর। যে শক্তিতে আজ মারাঠা শক্তিমান হ'য়ে, এই অসাধ্য সাধন ক'র্‌ছে—সেই শক্তিকে সরিয়ে দেওয়া।

খিজির। কি! সেই শক্তিময়ী নারীকে কৌশলে হত্যা ক'রতে চাও?

কাফুর। তা' ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

খিজির। না, না, তা' হবে না, কখনই না।—পারি—ন্যায় যুদ্ধে দুর্গ হস্তগত ক'রব,—না পারি—সেই মহিমাময়ী রমণীর কাছে অবনত মস্তকে পরাজয় স্বীকার ক'রে দিল্লী ফিরে যাব—সেও ভাল, তা'তে আনন্দ আছে। সাবধান কাফুর! কদাচ এমন কাজ ক'র না—সাবধান— [প্রস্থান।

কাফুর। এ মাতালের খেয়াল মেনে চ'লতে গেলে যে, বিশ হাজার সৈন্য এখানেই রেখে যেতে হবে।

গণপৎ। কি ক'রবে, সেনাপতির আদেশ ত পালন ক'রতে হ'বে।

কাফুর। আলাউদ্দিনের দুর্বুদ্ধি হ'য়েছিল, তাই তিনি এই অর্ব্বাচীনকে এ যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এক খেয়ালে দশ হাজার সৈন্য নষ্ট ক'রেছে—আবার মাথায় কি খেয়াল ঘুরছে কে জানে?

গণপৎ। সৈন্যক্ষয় হয়, ক্ষতি কি? বরং সেটা আমাদের সুবিধার কথা—ওদের শক্তিক্ষয় হ'চ্ছে।

কাফুর। এ বিশ-সহস্র সৈন্য কারা, তা জান গণপৎ? আমার নিজ হাতে গড়া—আমার জন্য এরা জীবন উৎসর্গ ক'রতে একটুও দ্বিধা ক'রত না—প্রয়োজন হ'লে সম্রাটকেও অমান্য ক'রে আমার আদেশ পালন ক'রত। সেই বিশ হাজার সৈন্য আজ আমি এই মূর্খের মূর্খতায় হারা'চ্ছি!

গণপৎ। তাই নাকি?

কাফুর। না, গণপৎ, তা হবে না! তোমার ও আমার উদ্দেশ্য সাধনের এই ব্রহ্মাস্ত্র—আমি এ ভাবে হারা'তে পা'রব না।—যা হবার তা হ'য়েছে, এবার আমি বাধা দেব। হ'ক্ সেনাপতি—আমি আমার ইচ্ছামত কার্য্য ক'রব, তাতে সম্রাট সন্তুষ্ট হন, আর অসন্তুষ্ট

হন ;—ওঃ এই কুড়ি হাজার সৈন্য উপযুক্ত নেতৃত্বাধীনে পৃথিবী জয় ক'রতে পা'রত—! ক্ষুদ্র দেবগিরি জয় ক'রতে তার অর্দ্ধেক গিয়েছে—বাকি অর্দ্ধেকও যাবার মধ্যে—শুদ্ধ এক অর্ব্বাচীন অপরিণামদর্শী মূর্খের জন্য !

গণপৎ। প্রকাশ্যে গোলমালটা না বাধিয়ে একটু কৌশল খাটিয়ে কাজ ক'রলে ক্ষতি কি? উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'ল—সদ্ভাবও থা'কল।

কাফুর। এ যুক্তি মন্দ নয়। বেশ, তাই হবে। [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

শিবির-পার্শ্বস্থ অরণ্য।

[গণপৎ ও একজন সৈনিকের প্রবেশ।]

গণপৎ। এই বৃক্ষে আরোহণ কর— (সৈনিকের তথাকরণ) কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ ?

সৈনিক। প্রহরীরা ইতস্ততঃ ঘুরে পাহারা দিচ্ছে—

গণপৎ। সাবধানে চারিদিকে নজর রাখ ! ঘন পত্ররাজির মধ্যে আপনাকে লুক্কায়িত রাখ,—খুব হুসিয়ার—কেউ যেন দেখতে না পায়।

সৈনিক। সাহাজাদার শিবির থেকে কে এক জন আমাকে লক্ষ্য ক'রছে—

গণপৎ। সাহাজাদার শিবির ! কে বুঝ্‌তে পা'রছ না ?

সৈনিক। না হুজুরালি—ঠিক বুঝ্‌তে পা'রছি না।

গণপৎ। উত্তম, যেই হ'ক্, তাকে লক্ষ্য ক'রে শরক্ষেপ কর—

সৈনিক। যদি স্বয়ং সাহাজাদা হন ?

গণপৎ। তর্ক না ক'রে আমার আদেশ পালন কর।

(সৈনিকের তীরক্ষেপণ)

সৈনিক। আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে—আমার উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পেরে পূর্ব্বেই সে সরে গিয়েছে। হুজুরালি, দুর্গের মধ্যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! একজন স্ত্রীলোক ঘোড়ায় চ'ড়ে সৈন্যদের কি ব'ল্‌ছে, আর তারা হর্ষধ্বনি ক'র্‌ছে।

গণপৎ। ঐ—ঐ, ঐ স্ত্রীলোকটাকে হত্যা ক'র্‌তে হবে। সাবধানে লক্ষ্য স্থির ক'রে শরক্ষেপ কর,—খবর্‌দার, এবার যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়—বিষাক্ত শর, তীব্র—অতি তীব্র বিষাক্ত শর যোজনা কর,—খুব হুঁসিয়ার—

সৈনিক। যে আজ্ঞা— (শর নিক্ষেপ করিল)

গণপৎ। কি সংবাদ?

সৈনিক। শর রমণীর বক্ষ ভেদ ক'রেছে—

গণপৎ। বেশ—বেশ, তারপর?

সৈনিক। রমণী মাটিতে পড়ে ছটফট ক'র্‌ছে—

গণপৎ। খুব বিষাক্ত তীর সন্ধান ক'রেছিলে ত?

সৈনিক। আজ্ঞে হাঁ—

গণপৎ। ব্যস্, এইবার খুব সতর্কতার সঙ্গে নেমে এস।
(সৈনিক অবতরণ করিল।) সৈনিক, কাফুর খাঁ তোমাকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দেবেন।

সৈনিক। হুজুর মেহেরবান্—

গণপৎ। খবর্‌দার,—একথা কারও নিকট প্রকাশ ক'র না—প্রাণান্তেও না—

[খিজির খাঁ, ইরাণী ও সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ]

খিজির। কুকাজ কোন দিন গোপন থাকে না। গণপৎ! নরাধম—কি করেছিস্, সত্য বল্।

গণপৎ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ—

সৈনিক। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

খিজির। কে আমার শিবিরে শর নিক্ষেপ করেছে ?

সৈনিক। আজ্ঞে—

খিজির। সত্য উত্তর না দিলে আমি তোর প্রাণসংহারেও কুণ্ঠিত হব না, সত্য বল—

সৈনিক। আজ্ঞে আমি—

খিজির। কেন ?

সৈনিক। এঁর আদেশে,—দোহাই সাহাজাদা, আমার কোন অপরাধ নেই—আমায় ক্ষমা করুন।

খিজির। কেন আমার শিবিরে তুমি তীর নিক্ষেপ ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছ ? নিরুত্তর,—বুঝলেম, আমাকে হত্যা করাই তোমাদের উদ্দেশ্য ? এই জন্য বুঝি একে পুরস্কারের আশা দিচ্ছিলে ?

সৈনিক। না খোদাবন্। ঐ দুর্গে বিষাক্ত শরে একটি স্ত্রীলোকের বক্ষ ভেদ ক'রেছি, সেই জন্য কাফুর সাহেব—

খিজির। বিষাক্ত শরে স্ত্রীলোকের বক্ষভেদ ক'রেছিস্ ! কে সে স্ত্রীলোক ?

সৈনিক। তা' ব'লতে পারি না হুজুর, তবে সে স্ত্রীলোকটী ঘোড়ায় চ'ড়ে সৈন্যদের কি ব'লছিল আর তারা আনন্দে চীৎকার ক'র্‌ছিল।

খিজির। এঁ্যা ! সেই বীরনারীকে বিষাক্ত শরে এই ভাবে তস্করের মত হত্যা ক'রেছিস্ ! নরাধম ! কি ক'রেছিস্—কি ক'রেছিস ? (গলা-টিপিয়া ধরিলেন) বল, কে তোকে এ কাজ ক'র্‌তে আদেশ করেছে ?

সৈনিক। কাফুর সাহেব—

খিজির। কাফুর !

সৈনিক। আজ্ঞে তিনি। দোহাই সাহাজাদা—আমার প্রাণ যায় !

খিজির। মুষিক, তোকে হত্যা ক'রে আমার হস্ত কলঙ্কিত ক'র্‌ব না।

(পদাঘাত করিয়া) যা দূর হ—আর কখনো ঐ কলঙ্কিত মুখ জগতে প্রকাশ করিস্ না। না, তোকে ছেড়ে দেব না। অর্থলোভী পিশাচ তুই—তোর বিবেক নেই। তুই জীবিত থা'ক্‌লে হয়ত এ অপেক্ষা আরও ভীষণ কার্য্য তোর দ্বারা সম্ভব হবে, আজীবন তোকে কারাগারে বন্দী ক'রে রাখ্‌ব। না, সে শাস্তিও যথেষ্ট নয়,—তোকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

সৈনিক। হা আল্লা! (বসিয়া পড়িল)। (খিজিরের পদতলে পড়িয়া) সাহাজাদা—আমায় জীবন ভিক্ষা দিন। দোহাই আপনার, দয়া করুন—আমি বড় গরীব—আমায় প্রাণভিক্ষা দিন।

খিজির। যা, দূর হ' কুক্কুর!

সৈনিক। করুণার অবতার! এ চাকরী গেলে আমার ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাবে। যদি দয়া করে প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন, আমার চাকরীটি বজায় রাখুন—দোহাই সাহাজাদা—

খিজির। ইরাণী—

ইরাণী। ও ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

খিজির। যা, আর কখনও এমন কাজ করিস্ না।

সৈনিক। সাহাজাদার জয় হোক। [প্রস্থান।

খিজির। তুমি বুঝি এই মহাকার্য্যে কাফুরের সহকারী! তোমার না রাজবংশে জন্ম,—তুমি না গুজরাটেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র,—তুমি না রাজপুত,—এ বীরত্ব তোমারই যোগ্য! ইরাণী, বন্দী কর—নিয়ে যাও। (তথাকরণ)। কাফুর, তোমাকে এখন না—যুদ্ধান্তে—

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

খিজির খাঁর শিবির।

(নর্ত্তকীগণসহ আলীখাঁ)

১ম নর্ত্তকী। যুদ্ধ ত শেষ হ'ল—এইবার দিল্লী ফিরে যেতে পা'র্‌ব।

২য় নর্ত্তকী। যা ব'লেছ ভাই, দিল্লী যেতে পার্‌লে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

আলী। কেন চাঁদ, এখানে কি দম বন্ধ ক'রে ব'সে আছ?

৩য় ন। যা' ব'লেছ মুরুব্বি, আমাদের দিল্লীও যা—এই শিবির ও তা'; সেখানেও যা' ক'র্‌তেম, এখানেও তাই করি—বেহেস্তে গেলেও তাই ক'র্‌তে হবে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

আলী। কি গো পিয়ারী, ব্যবসাটার উপর যেন বড় বিরক্ত হ'য়ে পড়েছ?

৩য় ন। আর ভাই পোষায় না—সুখ নেই—অসুখ নেই—হুকুম তামিল ক'র্‌তেই হবে।

১ম ন। যাই-ই করি—স্ফূর্ত্তি ত আছে, ঐ সাহাজাদা আসছেন।

(ইরাণী ও খিজিরের প্রবেশ)

খিজির। ইরাণী, এদের কক্ষান্তরে যেতে বল, নইলে আমাদের কথা-বার্ত্তার সুবিধা হবে না।

ইরাণী। আপনাকে গান শুনাবে ব'লে বসে আছে—একটা গান না শুন্‌লে বড় মনঃক্ষুণ্ণ হবে।

খিজির। তা' হলে যে কথা বন্ধ হ'য়ে যাবে।

ইরাণী। একটু পরেই না হয় হবে। ওঠ গো তোমরা, সাহাজাদাকে গান শুনাও—

১ম ন। যো হুকুম—

আলী। হুজুর মেহেরবান। (মদ্যদান ও খিজিরের পান)

নর্ত্তকীগণের গীত।

তবে ফুটাও অধরে হাসি।
প্রাণহীন মোরা শুষ্ক তটিনী পর সুখ-স্রোতে ভাসি।
অতি বেদনায় নয়নে অশ্রু যদিও ছুটিতে চায়,
নিবারি সে বারি, চারু কটাক্ষ হানিতে হইবে তায়;
শ্রান্ত ক্লান্ত চরণ যদি ঢলিয়া পড়ে অবশে,
মোরা তথাপি গাহিব, তথাপি নাচিব, মাতিব সবে হরষে;
মোদের হৃদয়-উৎস চিরনিরুদ্ধ, তবু মোরা ভালবাসি।
মোরা দুদিনের তরে বিশ্ব মাঝারে, ফুটিয়াছি যেন ফুল,
তোমরা সোহাগে, তুলে নিয়ে বুকে, কহিছ "নাহিক তুল",
(কাল) বাসি হব যবে, দূরে ফেলে দেবে,
নয়ন ফিরাবে, চরণে দলিবে,
(হবে) হাসি রূপ গান, সব অবসান—ধূলিতে যাইব মিশি।

ইরাণী। তোমরা এখন কক্ষান্তরে গিয়ে বিশ্রাম করগে'।

[আলী ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

খিজির। ইরাণী!

ইরাণী। জনাব—

খিজির। এদের রূপ বড় মলিন;—আমি আজ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—তা'তে লাবণ্য নেই,—মাধুর্য্য নেই,—প্রাণ নেই;—এদের দিল্লী পাঠি'য়ে দেও।

ইরাণী। যে কথা হ'চ্ছিল। এই দেখুন, ত্যাগে আর ভোগে এই বিশেষত্ব সাহাজাদা। লালসাকে যত ইন্ধন যোগাবেন, সে তত শক্তিশালী —তত প্রখর—তত সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে দাঁড়াবে। কাল আপনার যে চক্ষু ছিল,—আজও সেই চক্ষু আছে; কাল এদের যে রূপ ছিল, আজও সেই রূপ আছে, সাধারণতঃ এক দিনে কি এমন পার্থক্য হ'তে পারে,—সব সেই আছে, কিন্তু কাল যাকে আপনি

লাবণ্যময়ী—সৌন্দর্য্যের রাণী মনে ক'রেছেন, আজ আপনার চক্ষে সে রূপহীনা—কুরূপা। এর কারণ কি জানেন? দেবলাকে দেখে আপনার ভোগলালসা আবার জেগে উঠেছে—এদের দিয়ে আর সে সন্তুষ্ট নয়—নূতন চায়। বুঝুন্ এখন, লালসার তৃপ্তি নেই—অন্ত নেই—বিরাম নেই—উদ্দাম গতিতে ছুটেছে!

খিজির। ছুটুক না—আমার ত ইন্ধনের অভাব নেই।

ইরাণী। স্বীকার করি আপনি সাহাজাদা,—আপনার লোকবল, অর্থবল সবার চেয়ে অধিক। অপরের যেটা আয়াসলভ্য বা দুর্লভ্য সেটা আপনি সহজেই পান। কিন্তু একটু চিন্তা ক'রে বলুন দেখি, এতদিন যে লালসানলে আহুতি যুগিয়ে এসেছেন, কোনদিন বাস্তবিক যাকে শান্তি বলে—তা' পেয়েছেন কি? লালসার প্রধান দূত—এই চোখ দুটি। তারা ত সর্ব্বদাই বিনিদ্র হ'য়ে প্রভুর আহার খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁর সম্মুখে নূতন নজরাণা নিয়ে হাজির হচ্ছে। তা' হ'লে দেখুন, তৃপ্তি বা শান্তি নেই। তারপর হ'লেনই বা আপনি সাহাজাদা, আপনি কি যখন যা' ইচ্ছা করেন, তখনই তা'ই ক'র্‌তে পারেন? বহুদিন পূর্ব্বে, ঐ দুর্গের গবাক্ষ-পথে, আপনার চোখ দুটি আপনার লালসার নিকট দেবলারূপ নজর নিয়ে হাজির হ'য়েছিল; আপনি সাহাজাদা, প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাটের পুত্র, অপরিমিত লোকবল, অর্থবল আপনার—কই, সেই মুহূর্ত্তে ত লালসাকে চরিতার্থ ক'র্‌তে পা'র্‌লেন না—বরং এক দারুণ অশান্তির তীব্র বহ্নি হৃদয়ে পুরে নিয়ে এসেছেন।

খিজির। বালক তবে কি সর্ব্বত্যাগী ফকির হ'তে হবে?

ইরাণী। আমি তা' ত বলিনি; উপভোগের কত পন্থা আছে। বাগানে ফুল ফুটে আছে,—সৌন্দর্য্যে দশদিক আলো হ'য়ে গেছে,—কৌতুকপ্রিয় চঞ্চল বাতাস, গমন-পথে তাকে পেয়ে অঙ্গ থেকে

সুবাস চুরি ক'রে পৃথিবীকে বিলিয়ে দিচ্ছে—ভৃঙ্গরাজ নেচে নেচে, ধেয়ে ধেয়ে, গান গেয়ে, পরাণ-বঁধুর বুক থেকে সুধা লুটে নিচ্ছে—বাঃ বড় মনোরম দৃশ্য! এমন সময় আপনি সেই উদ্যানে প্রবেশ ক'র্‌লেন। ফুলটি দেখেই আপনার প্রাণ মুগ্ধ হ'ল। তৎক্ষণাৎ তার বঁধুয়া, সেই ভ্রমরের বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে—তার আশ্রয় সেই বৃন্ত হ'তে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে—একবার নেড়ে চেড়ে নাকের কাছে ধ'রলেন—পরমুহূর্ত্তে তাকে মাটিতে ফেলে পদদলিত ক'রে চলে গেলেন, অথবা দু'দণ্ডের জন্য মালা গেঁথে গলায় প'রলেন বা প্রিয়জনকে পরালেন। আপনার লালসা আবার অন্য আহারের সন্ধানে ছুটে গেল,—কিন্তু ফুলের কি অবস্থা হ'ল? তার সৌরভ গেল,—সৌন্দর্য্য গেল,—হাসি গেল,—প্রাণের আগুনে পুড়ে পুড়ে সে অকালে শুকিয়ে গেল। অন্য এক ব্যক্তি আপনার বহু পূর্ব্বে সে বাগানে প্রবেশ ক'রেছিল,—সৌন্দর্য্যে তার প্রাণও মুগ্ধ হ'য়েছিল; সে কিন্তু আপনার মত ফুলটি তোলেনি—তাকে স্পর্শও করে নি। দূরে দাঁড়িয়ে, ফুলের সেই হাসি,—সেই রূপ,—সেই আনন্দ নীরবে উপভোগ ক'রল—ফুলের সুখে সুখী হ'ল। এর নাম নীরব উপভোগ। এ ত্যাগের অতি নিকটে;—এ অবস্থাকে ত্যাগ এবং ভোগের মধ্যবর্ত্তী সেতু ব'ললেও দোষ হয় না। বলুন দেখি, সুখী কে—আপনি? না, সে? শান্তি কার?—আপনার? না, তার?

খিজির। কে তুমি বালক?

ইরাণী। আপনার শরীর-রক্ষক ইরাণী—আর কে!

খিজির। কার কাছে এ সব শিখ্‌লে?

ইরাণী। আমার বাবা ত আর বড় একটা নবাব বাদশা ছিলেন না, যে দু'চারটে মৌলবী রেখে দেবেন! এ সব আমার প্রাণের কাছে শেখা—মর্ম্মের কাছে শেখা—ঠেকে ঠেকে—জ্ব'লে জ্ব'লে—পুড়ে পুড়ে শেখা।

খিজির। এই কিশোর বয়সে এত কি মনস্তাপ পেয়েছ বালক ?

ইরাণী। তবে শুন্‌বে বন্ধু, চোখ যখন প্রথম রঙ্গিন হ'য়ে উঠেছিল—যখন আকাশ ইন্দ্রধনু বর্ণে রঞ্জিত বোধ হ'ত—পিকের পঞ্চম রাগিণীতে প্রাণে কি এক অননুভূত ভাবের তরঙ্গ উঠ্‌ত—শরীর কি এক সুখ-স্বপ্নের আবেশে বিভোর হ'য়ে যেত,—তখন একজনকে ভালবেসেছিলেম। এত ভাল বেসেছিলেম যে, তার তিলেক অদর্শনে প্রলয়ের অন্ধকার দেখতেম,—প্রাণ হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠত। সেও ব'লত,—সে আমায় ভালবাসে। তখন মনে ক'র্‌তেম,—বাস্তবিক বুঝি তাই। দিনে দিনে মন-প্রাণ,—আমার সর্ব্বস্ব তার পায়ে ডালি দিলেম। কপট,—অতি কপট প্রণয়ী সে,—একদিন আমার সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল। পায়ে ধ'রে কাঁদলেম—পদাঘাত ক'রে চ'লে গেল,—একবার ফিরেও চাইলে না।

খিজির। তারপর ?

ইরাণী। তারপর ভাবলেম যাকে ভালবাসি, কেন তাকে লালসার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখব ? আমি তাকে ভালবেসে সুখী—প্রতিদান নাই বা পেলেম—তার কাজে এই জীবন বিলিয়ে দেব। একদিন না একদিন সে বুঝ্‌বে, আমি তাকে কত ভালবাসি। তখন যেই তার মনে হবে আমার উপর সে কত অবিচার ক'রেছে,—আমার আকুল প্রেমের কত অমর্য্যাদা ক'রেছে—তার মর্ম্ম ছিঁড়ে যাবে। যে শেল সে আমার বুকে হেনেছে, তার চেয়ে ভীষণতর শেল তার বুকে বিঁধ্‌বে।

খিজির। ইরাণী, তা'হলে রমণী-হৃদয়ে প্রেম নেই—

ইরাণী। ভুল, বন্ধু, ভুল ! পরের জন্য আপনাকে বিলিয়ে দিতেই যে নারীর জন্ম,—তাদের হৃদয়ে প্রেম নেই ! বোধ হয়, কোনদিন সে

প্রেম উপভোগ ক'র্‌বার তোমার সুযোগ ঘটেনি, অথবা ঘট্‌লেও অনুভব ক'র্‌বার প্রাণ তোমার নেই,—তাই এ কথা ব'লছ।

খিজির। এ আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না।

ইরাণী। ভাল, পরীক্ষা ক'রে দে'খ। যাক্, এখন কাজের কথা হ'ক—তোমার বন্দিনী ঐ সদ্য বিকসিত কুসুমটীর কি ক'র্‌বে? চিরাভ্যস্ত পথ গ্রহণ ক'র্‌বে, না নূতন কিছু ক'র্‌বে?

খিজির। কি রকম?

ইরাণী। ভ্রমরের বুক থেকে কেড়ে এনে, পদতলে দলিত ক'র্‌বে,—না, দূরে দাঁড়িয়ে তার হাসি—তার খেলা—তার সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রবে?

খিজির। ভ্রমর কে?

ইরাণী। বলদেব।

খিজির। তুমি কি ব'লতে চাও যে দেবলা বলদেবকে ভালবাসে?

ইরাণী। আমার ত বিশ্বাস—

খিজির। রমণী ভালবাসে!

ইরাণী। পূর্ব্বেই ব'লেছি পরীক্ষা করে দে'খ। একটা কথা বলি—শোন বন্ধু, যদি ঐ সৌন্দর্য্যময়ী নারীর হৃদয় চাও, তবে দূরে দাঁড়িয়ে দেখ;—আর যদি তার প্রাণহীন দেহ চাও, তবে বৃন্তচ্যুত কর। দুই পথ আছে—যে দিকে ইচ্ছা যাও।

খিজির। কিন্তু বড় সুন্দরী। আচ্ছা, ভেবে দেখি;—চল ইরাণী, বাইরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম-দৃশ্য।

দরবার-মণ্ডপ।

(কাফুর ও সৈন্যগণ এক দিকে, অন্য দিকে মারাঠাসর্দ্দারগণ।)

কাফুর। (নিম্নস্বরে) মনে থাকে যেন ভাই সব, আমার হাতেই তোমাদের শিক্ষা এবং এই বীরধর্ম্মে দীক্ষা। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ হ'লেও—

একদিনও তোমাদের উপর কোন রূঢ় ব্যবহার করিনি। তোমরাও এতকাল প্রাণ দিয়ে আমার আদেশ পালন ক'রেছ। ভীষণ সমস্যার ভূমিতে আমি আজ দাঁড়িয়ে। দে'খ ভাই সব, দুটো রক্ত চক্ষু দেখে এ সব কথা যেন ভুলে যেও না—বেইমানি ক'র না। সাবধান—ঐ সাহাজাদা আস্‌ছেন।

(খিজির ও ইরাণীর প্রবেশ)

খিজির। (সিংহাসনে উপবেশন করিয়া) আপনারাই বুঝি মারাঠাসর্দ্দার?

১ম সর্দ্দার। সাহাজাদার অনুমান সত্য।

খিজির। আপনাদের আবেদন আমি মঞ্জুর ক'রলেম। যান্ সর্দ্দারগণ, নিশ্চিন্ত মনে নগরে বাস করুনগে'—পাঠানসৈন্য আপনাদের তৃণ-গাছটিও স্পর্শ ক'রবে না।

সর্দ্দারগণ। সাহাজাদার জয় হোক—

খিজির। কৈ হ্যায়—বন্দী মারাঠা সৈন্য—

(বন্দী সৈন্যগণকে লইয়া একজন প্রহরীর প্রবেশ)

এদের বন্ধন মোচন কর (তথাকরণ) বন্ধুগণ,

মারাঠা সৈ। জয় সাহাজাদার জয়,—

কাফুর। (স্বগত) একি কুহক জানে—আশ্চর্য্য!

খিজির। বন্ধুগণ, তোমাদের বীরত্ব দেখে আমি চমৎকৃত—তোমাদের মত শত্রু পেয়ে আমি ধন্য! অসাধারণ একটা কিছু দেখলে স্বতঃই প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। বীরগণ, তোমরা মুক্ত।

মারাঠা সৈ। জয় সাহাজাদার জয়—

খিজির। কৈ হ্যায়—সেই বন্দী রাজপুত—

(দেবীসিংহকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

শৃঙ্খল খুলে দাও, আজও বেঁচে আছ বন্ধু?

দেবী। ছুরিতে মধু মাখালে মৃত্যুযন্ত্রণার লাঘব হয় না সাহাজাদা।

খিজির। তোমায় আমি মুক্তি দিচ্ছি রাজপুত—

দেবী। আমি মুক্তি চাইনা।

খিজির। উত্তম, একে শৃঙ্খলিত ক'রে নিয়ে যাও।

দেবী। (ব্যঙ্গস্বরে) সাহাজাদা করুণার অবতার।

(প্রহরী তাহাই করিল)

খিজির। ইরাণী, মহারাজ বলজীকে নিয়ে এস।

(ইরাণীর প্রস্থান এবং শৃঙ্খলিত বলদেবকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

খিজির। বন্দী! তুমি করুণসিংহের কন্যাকে আশ্রয় দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রেছ—স্বপক্ষে তোমার কিছু ব'ল্‌বার আছে?

বল। সম্মুখ-সংগ্রামে পরাস্ত হ'য়ে, বিষাক্ত শরে যারা গুপ্তভাবে রমণীর প্রাণ সংহার করে, তাদের করুণা জাগাতে আমি কিছু ব'লতে চাইনা।

খিজির। তোমার শাস্তি প্রাণদণ্ড—

বল। আমি প্রস্তুত।

খিজির। ইরাণী, সসম্মানে গুজরাটের রাজ-কন্যাকে এখানে নিয়ে এস।

(ইরাণীর তথাকরণ)

রাজকন্যা, কমলাদেবী আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন—আপনি কি তাঁর নিকটে যেতে চান? এখন চুপ ক'রে থা'ক্‌লে চ'লবে কেন?—সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে আমার কথার উত্তর দিন।

দেবলা। বন্দিনীর ইচ্ছা অনিচ্ছায় কি যায় আসে—

খিজির। রাজকন্যা! আপনি আমার বন্দিনী নন—আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনা—ইচ্ছা হয়, বাইরে দেবীদাস আপনার অপেক্ষা ক'র্‌ছে—তার সঙ্গে গমন করুন। আর যদি আপনার জননীকে দেখতে সাধ হয়,—আমার সঙ্গে যেতে পারেন। যেখানেই থাকুন, আমায় বিশ্বাস করুন—পাঠান আর আপনাকে বিরক্ত ক'র্‌বে না—আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

দেবলা। আমি দিল্লী যাব না—

খিজির। উত্তম, যেখানে অভিরুচি গমন করুন—

দেবলা। দয়া ক'রে আমায় দেবীদাদার নিকট পাঠিয়ে দিন।

খিজির। ইরাণী, রাজকন্যাকে সেই রাজপুতের নিকট পৌছে দিয়ে এস।

(ইরাণী ও দেবলা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন।)

ঘাতক, বলদেবজীর শিরশ্ছেদ কর—　　　　(দেবলা দাঁড়াইলেন)

খিজির। ইরাণী, রাজকন্যাকে সত্বর এখান থেকে নিয়ে যাও—

ইরাণী। চলুন—

দেবলা। (সহসা সিংহাসনতলে নতজানু হইয়া) দীন দুনিয়ার মালিক, ভগবানের অবতার,—আমার আশ্রয়দাতার জীবন ভিক্ষা দিন।

খিজির। (স্বগত) আশ্রয়দাতার জীবন! তবে কি কৃতজ্ঞতা! (প্রকাশ্যে) তা হয় না। রাজকন্যা,—আপনি স্বাধীনা—আপনি নিরাপদ—স্বস্থানে গমন করুন। বলদেবজী আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রেছেন, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

দেবলা। তাঁর ত কোন অপরাধ নেই। তিনি যা ক'রেছেন, সব আমারই জন্য। আমিই অপরাধিনী। সাহাজাদা, যদি একান্তই প্রাণ নেওয়া প্রয়োজন হয়—ওকে মুক্তি দিন্—ঘাতককে আমায় বধ ক'রতে আজ্ঞা করুন; দোহাই সাহাজাদা—আমার প্রাণ নিয়ে আমার আশ্রয়দাতাকে মুক্তি দিন।

খিজির। তা, হয় না নারি, তোমাকে হত্যা করে কলঙ্ক কিনতে পা'রব না।

দেবলা। (স্বগত) ভগবন্—এ কি ক'রলে—এ কি ক'রলে! শেষে আমিই বলজীর মৃত্যুর কারণ হলেম্—

খিজির। ঘাতক!　　　　　　　　(ঘাতক অগ্রসর হইল)

দেবলা। সাহাজাদা, ক্ষণেক অপেক্ষা করুন; যদি একান্তই রাজার

জীবননাশ ক'র্‌তে হয়—তার আগে আমায় বধ করুন—আমিই সমস্ত আপদের কারণ, আগে আমায় বধ করুন্—

খিজির। ভদ্রে, কেন আপনি পরের জন্য এত কাতর হ'চ্ছেন! আপনি স্বাধীনা—যেখানে ইচ্ছা গমন করুন—ঘাতক!

দেবলা। তবে কি কোন উপায় নেই?

খিজির। উপায়? হাঁ, এক উপায় আছে;—রাজকন্যা, তুমি যদি আমার এই ইরাণী ভৃত্যকে বিবাহ ক'র্‌তে সম্মত হও, তবে বন্দীকে প্রাণ ভিক্ষা দিতে পারি।

বল। অসম্ভব—না খিজির খাঁ—আমি প্রাণ-ভিক্ষা চাই না—

খিজির। আপনার উত্তর রাজকন্যা?

দেবলা। দয়াময় আমার হৃদয়ে শক্তি দাও। পিতা, পিতা, স্বর্গ থেকে তোমার অভয় হস্ত দেখিয়ে আমায় উৎসাহিত কর! পুতিগন্ধময় দেহের বিনিময়ে ইষ্টদেবতার জীবনরক্ষা—

(প্রকাশ্যে) সাহাজাদা, আমি প্রস্তুত।

বল। (বিকৃতকণ্ঠে) দেবলা—দেবলা—

দেবলা। বলজি, বলজি, মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর। শোন বলজি, এতদিন সহস্র চেষ্টা ক'রেও তোমাকে যে কথা ব'লতে পারিনি—আজ মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে সেই কথা ব'লে যা'চ্ছি—দেবলা জীবনে মরণে তোমার।

বল। তবে কেন এই ঘৃণা প্রস্তাবে সম্মত হ'চ্ছ

দেবলা। কেন? এই দেহ—জরা ব্যাধি, মৃত্যুর হাতে যার নিস্তার নেই —প্রতি মুহূর্ত্তে যায় ক্ষয়, সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহের বিনিময়ে যদি আমার ইষ্টদেবতার প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে পারি,—কেন ক'র্‌ব না প্রভু? আজ তোমার দেবলার মরণ—কিন্তু বড় গৌরবের—বড় শান্তিময়—বড় বাঞ্ছিত। সাহাজাদা! এইবার আপনার দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করুন—

খিজির। কণ্ঠে স্বর নেই—রসনায় ভাষা নেই, কেমন ক'রে আদেশ প্রত্যাহার ক'রব দেবী! কি স্বর্গীয় এ দৃশ্য! প্রণয়াস্পদের জীবন রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ মূর্ত্তি ধ'রে সংসারে নেমে এসেছে, —কি অলৌকিক অপার্থিব জ্যোতিতে বদন রঞ্জিত—চোখ চেয়ে চেয়ে ঝ'লসে যাচ্ছে—আবার চাইছে। এত সৌন্দর্য্য ত কোন দিন দেখি নি—প্রাণে এ শিহরণ ত কোন দিন অনুভব করিনি;—হৃদয়হীন আমি,—আমার চোখেও আজ অশ্রু! ইরাণী —ইরাণী! তুই সত্য ব'লেছিস,—আমারই ভুল! ধন্য ধন্য তুমি রাজকন্যা! মহারাজ বলজি,—

বল! 'মহারাজ' সম্বোধন এখন ব্যঙ্গের পরিচায়ক খিজির খাঁ—

খিজির। না মহারাজ ব্যঙ্গ নয়, যা' ব'লছি তার প্রতিবর্ণ সত্য। তুমি শুদ্ধ মুক্ত নও—আজ তোমাকে তোমার রাজ্য ফিরিয়ে দিচ্ছি। এ সিংহাসনে আর আমার ব'স্‌বার অধিকার নাই—এ এখন তোমার।

(প্রহরী বলদেবের বন্ধন মোচন করিল।)

দেবলা। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।

খিজির। রাজকন্যা!—

দেবলা। আমি প্রস্তুত সাহাজাদা—

খিজির। উত্তম, তবে মহারাজ বলজি—আমার ইচ্ছা যে যৌতুক স্বরূপ আমার এই মুক্তাহার তোমার ভাবী পত্নীর গলায় স্বহস্তে পরিয়ে দিয়ে আমার হারকে ধন্য কর—আমাকে ধন্য কর। বিস্মিত হ'য়ে কি দেখছ বলজি—পাষাণ হ'লেও আমি মানুষ। আমার অনুরোধ রক্ষা কর—

বল। (হার লইয়া) করুণার অবতার, কে আপনি ছদ্মবেশী দেবতা?

খিজির। যদি বন্ধুত্বে অধিকার দেও—আমি তোমার বন্ধু।

(বলদেব দেবলার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন ; পরে দুই জনে নতজানু হইয়া)

বল। সাহাজাদা ! জানি না, কি ক'রে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাব ?

খিজির। কেন বন্ধু ! একবার বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন দেও—তোমার পবিত্র স্পর্শে আমি ধন্য হই। (উভয়ে আলিঙ্গন-বদ্ধ হইলেন) মহারাজ, আমার ইচ্ছা যে আপনাদের শুভ-পরিণয় আমার দেবগিরি পরিত্যাগের পুর্ব্বে সম্পন্ন হয়। এ আনন্দের অংশ না নিয়ে আমি দিল্লী গিয়ে সুখী হব না।

বল। তাই হবে। আমি আপনাকে সাদরে নিমন্ত্রণ ক'রছি।

খিজির। আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ ক'রছি।—মহারাজ, আপনার ভাবী পত্নীকে পার্শ্বে নিয়ে সিংহাসনে উপবেশন করুন—দেখে আমরা ধন্য হই। (বলদেবের তথাকরণ।)
ইরাণী, এইবার সেই রাজপুতকে ডাক, (ইরাণীর তথাকরণ) শৃঙ্খল খুলে দাও। কি বন্ধু ! এখন বোধ হয় মুক্তি চাও ?

দেবী। এ কি ! এ কি ! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

খিজির। কি বোধ হয় ?

দেবী। করুণাময় মহাপুরুষ ! আজ থেকে এ প্রাণ তোমার।

খিজির। মহারাজ ! আজ আমরা আপনার দ্বারে অতিথি।

বল। এ আমার মহৎ সম্মান সাহাজাদা,—আসুন (সকলে প্রস্থানোদ্যত)

কাফুর। দাঁড়ান সাহাজাদা—

খিজির। কে ?

কাফুর। চিন্তে পা'র্‌ছেন না বোধ হয়, আমি কাফুর খাঁ।

খিজির। কি চাই তোমার ?

কাফুর। শুনুন সাহাজাদা,—এতক্ষণ আমি নির্ব্বাক্ হ'য়ে আপনার কার্য্য দেখছিলেম। কিন্তু এখন বুঝছি, যে সম্রাটের কল্যাণে এবং

সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, আমার দু'চারিটি কথা না ব'ললে চলে না। আমি জা'ন্‌তে চাই যে, কোন অধিকারে আপনি এ বন্দীদের বিচার ক'র্‌ছেন ?

খিজির। তার পূর্ব্বে আমি জান্‌তে চাই যে, কোন্ অধিকারে গোলাম হ'য়ে, তুমি আমার কাছে কৈফিয়ৎ চা'চ্ছ ?

কাফুর। আমি রাজভক্ত প্রজা, সম্রাটের নামে আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি,—বলা না বলা অবশ্য আপনার ইচ্ছা।

খিজির। তা হ'লে আমার উত্তর—তোমার সম্রাট যদি কখনও জিজ্ঞাসা করেন, কৈফিয়ৎ আমি তাঁকেই দেব।

কাফুর। বেশ, তাই দেবেন। বলদেবজী, করুণসিংহের কন্যা আপনারা আমার বন্দী—সৈন্যগণ শৃঙ্খলিত কর।

(সৈন্যগণ অগ্রসর হইল)

খিজির। খবরদার—(সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিল)।

কাফুর। শুনুন্ সাহাজাদা,—আমার কার্য্যে বাধা দিলে, বিদ্রোহীজ্ঞানে আপনাকেও আমি বন্দী ক'র্‌তে বাধ্য হ'ব। বুঝে কাজ কর্‌বেন—

খিজির। বটে! এতদূর!—কাফুর খাঁ, আমার আদেশ অমান্য ক'রে—একজন সৈনিক দ্বারা বিষাক্ত শরে তুমি শক্তিময়ী লক্ষ্মীবাইকে হত্যা করিয়েছিলে। ভেবেছিলেম—দিল্লী গিয়ে তোমার অপরাধের বিচার ক'র্‌ব—কিন্তু এখনই ক'র্‌বার প্রয়োজন হ'য়েছে। সে সম্বন্ধে তোমার কিছু ব'লবার আছে ?—

কাফুর। আমি উত্তর দিতে বাধ্য নই—

খিজির। শোন কাফুর, তোমার শাস্তি,—এই মুহূর্ত্ত হ'তে সপ্তাহকাল তুমি অস্ত্র ধারণ ক'র্‌তে পার্‌বে না। সৈনিকগণ, কাফুরখাঁকে নিরস্ত্র কর।—কি, সব চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে—আমার আদেশ শুন্‌তে পাসনি ?—বেইমান কমবক্ত সব—

(ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি বাহির করিয়া একজন সৈনিকের মস্তক দেহচ্যুত করিতে গেলেন।)

সৈনিক। দোহাই সাহাজাদা—

খিজির। শীঘ্র আদেশ পালন কর—(সৈনিকগণ অগ্রসর হইল)

কাফুর। সাহাজাদা—

খিজির। খবরদার—বাধা দিলে আরও অপমানিত হবে। সাবধান—

(সৈনিকগণ কাফুরকে নিরস্ত্র করিল)

শোন কাফুর খাঁ! আমার জন্ম হুকুম ক'র্‌তে—আর তোমার জন্ম সেই হুকুম তামিল ক'র্‌তে—

[ইরানীর সহিত সৈন্যগণের ও খিজিরের সহিত অন্যান্য সকলের প্রস্থান। কাফুর প্রস্তরমূর্ত্তির মত দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

কমলাদেবী শোফায় অর্দ্ধশায়িতা—চিন্তামগ্না। বাঁদীগণ তাঁহার সেবা করিতেছে।

কমলা। দূরে—আরও দূরে—ঐ নিবিড় ঘন অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে হবে। সাহস দেখে পৃথিবী মুখ ঢাক্‌বে—সূর্য্য চোখ বুঁজ্‌বে—চন্দ্র খ'সে প'ড়্‌বে। ছুটে এস—ছুটে এস শয়তান—তোমার নিকট আত্ম-বিক্রয় ক'র্‌তে আমি উন্মাদিনী। এস, এস, আমার সমস্ত হৃদয়ে তোমার আধিপত্য বিস্তার কর। পা'র্‌ব না? চোখের উপর তিন তিনটে পুত্রের মৃত্যু দেখেছি—আলাউদ্দিনের খড়্গ তাদের বুকে বিঁধেছে—দর দর ধারে রক্ত ছুটেছে—সেই স্রোত রুদ্ধ ক'র্‌তে ক্ষতস্থান চেপে ধরেছি—তা'দের উষ্ণরক্তে হাত রঞ্জিত হ'য়ে গেছে।—আর ভাব্‌ব না—উন্মাদ হব—উন্মাদ হব (প্রকাশ্যে) সম্রাট কি এখনও দরবার থেকে আসেন নি?

১ম বাঁদী। না বেগমসাহেবা।

কমলা। আমার বীণা আন্। (বাঁদী বীণা আনিয়া তাঁহার হাতে দিল) এই বীণা একদিন মর্ত্ত্যে স্বর্গ ডেকে এনেছিল,—আবার ভাব্‌ছি—না, এ কি জ্বালা? কিসে এ চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পাব? তোরা গান কর্—

বাঁদীগণের গীত।

প্রেমের এই ধারা—
বিরহে মর্ম্মদাহন—মিলনে আত্মহারা।
এই, চোখে চোখে দুটি আছে বসে,
এই, পথ চেয়ে বসে কার আসে,
এই, কনক-উজ্জ্বলবরণী, হেরে নির্ম্মল কিবা ধরণী,
মেঘ উঠে এই হৃদয়াকাশে, প্রবল ধারা নয়নে বরিষে—
হেরে তিমিরবরণী ধরা।
এই, ফুলের ভূষণ করি আভরণ আপনি আপন বুকে
এই ছিঁড়ে ফুলমালা, বলে বড় জ্বালা, করিছে হৃদয় দগ্ধ,
এই, মলয়-পরশে শিহরে হরষে আবেশে বিভোর দৃষ্টি
এই, বেশ ভূষা টেনে, ফেলে দেয় দূরে—সখীরে গঞ্জনা বৃষ্টি ;
এই, রক্তিম অধরে হাসির রেখাটি
এই, ঘূর্ণিত নয়নে ভীষণ ভ্রূকুটি—
যেন পাগলিনীপারা।

(আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

কমলা। (ত্রস্তে উঠিয়া) বাঁদীর সেলাম পৌছে জাঁহাপনা—

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

আজ আপনাকে এত বিষন্ন দেখ্‌ছি কেন জাঁহাপনা ?

আলা। বড় দুঃসংবাদ পেয়েছি কমলা—

কমলা। দুঃসংবাদ ?

আলা। কাফুর, খিজিরের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ পাঠিয়েছে।

কমলা। আজও কি ক্ষুদ্র দেবগিরি পরাভূত হয় নি ?

আলা। সবই ব'লছি, ধীরে ধীরে শোন। দেবগিরি জয় ক'রে খিজির তোমার কন্যাকে এবং বলদেবকে বন্দী ক'রেছিল।

কমলা। দেবলাকে পেয়েছে? সে কি আজও বেঁচে আছে?

আলা। শোন, তারপর যুদ্ধান্তে খিজির বিচার ক'রে সমস্ত মারাঠা সৈন্যদের মুক্তি দিয়েছে; আর বলদেবকে তার রাজ্য প্রত্যার্পণ ক'রেছে।

কমলা। আর দেবলা?

আলা। খিজির স্বয়ং উপস্থিত থেকে বলদেবের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ দিয়েছে।

কমলা। (স্বগত) দয়াময়! অপার তোমার করুণা। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা!

আলা। স্থির হও,—স্থির হও নারী, এখনও সব শেষ হয়নি। কাফুর তার কার্য্যে প্রতিবাদ ক'রেছিল ব'লে সে কাফুরকে সহস্র লোকের সম্মুখে অপমানিত ক'রেছে—একজন সৈনিক দ্বারা তার অঙ্গ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে।

কমলা। তারপর?

আলা। আমি খিজিরকে তলব ক'রেছি, সে ফিরে আসুক।

কমলা। এই মাত্র! এই আপনার বিচার! আপনি না সে দিন প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লেছিলেন যে আমার কন্যাকে এনে দেবেন, এই আপনার প্রতিজ্ঞাপালন! এই ভাবে আমার শত অনুনয় বিনয়, ব্যাকুল অশ্রুজলের মর্য্যাদা রাখ্‌লেন। মহাগৌরবময় অতীতকে ভাসিয়ে দিয়ে কি এই প্রতিদানের জন্য তোমার পায়ে আমার জীবন—যৌবন—সর্ব্বস্ব ডালি দেব। বীরশ্রেষ্ঠ কাফুরখাঁ শত যুদ্ধে জীবন বিপন্ন ক'রে তোমার জয়পতাকা বহন ক'রেছে, আজ সে অপমানিত—পদাহত! তার অঙ্গ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে! যে মারাঠা পুনঃ পুনঃ আমার কন্যার পাণিপ্রার্থনা ক'রে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ফিরে গেছে, আজ তার হস্তে আমার কন্যাকে অর্পণ ক'রেছে! সম্রাট, জাঁহাপনা। এতখানি অপরাধের শাস্তি কি শুদ্ধ তাকে তলব করা! কেন তখন তোমার

কপটবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিনি; তা হ'লে ত আজ এ লাঞ্ছনা ভোগ ক'র্‌তে হ'ত না। কি ভুল ক'রেছি—কি ভুল ক'রেছি—

আলা। কমলা—কমলা—স্থির হও—স্থির হও।

কমলা। হাঁ স্থির হব—একেবারে স্থির হব—এমন স্থির হব যে তোমার শত অবজ্ঞা, শত হেনস্তা আর আমার গায়ে বিঁধ্‌বে না—(হস্তের হীরকাঙ্গুরীয় মুখে দিতে গেলেন।)

আলা। কমলা, কি ক'র্‌ছো? ও যে বিষ,—ক্ষান্ত হও,—ক্ষান্ত হও। যা ব'লবে আমি তাই ক'র্‌ব—দোহাই তোমার—ক্ষান্ত হও! আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—তুমি যা ব'লবে তাই ক'র্‌ব।

কমলা। আর তোমাকে বিশ্বাস নেই—তোমার ছল প্রতিজ্ঞায় আর আমার আস্থা নেই,—এতদিনে তোমায় আমি বেশ চিনেছি—কার্য্যোদ্ধারের জন্য তুমি সব ক'র্‌তে পার।

আলা। আমায় বিশ্বাস কর, এই আমি কোরাণ ছুঁয়ে শপথ ক'র্‌ছি—খিজিরকে তুমি যে শাস্তি ব'লবে, আমি তাই দেব

কমলা। উত্তম। বাঁদী—না আমিই যাচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যতা।)

আলা। কোথায় যাও?

কমলা। আসছি— [প্রস্থান।

আলা। কোথায় গেল—বড় আঘাত পেয়েছে—আত্মহত্যা করাও অসম্ভব নয়। কে আছিস্? (বাঁদীর প্রবেশ) তোমাদের বেগম সাহেবার প্রতি লক্ষ্য রা'খ্‌বে, তিনি জান্‌তে না পারেন—সাবধান।

বাঁদী। যো হুকুম খোদাবন্দ্। [প্রস্থান।

আলা। সত্যই আমি অবিচার ক'রেছি। স্নেহদুর্ব্বল হৃদয় নিয়ে বিচার করা চলে না। যতই তার অপরাধের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লেম ততই

তার স্বর্গগতা জননীর মুখখানি আমার চোখের সাম্‌নে সুস্পষ্ট হ'য়ে জেগে উঠ্‌ল! সব ঘুলিয়ে গেল! (কমলার প্রবেশ) ও কি?

কমলা। খিজিরের দণ্ডাজ্ঞা—স্বাক্ষর করুন সম্রাট—

আলা। দেখি—

কমলা। কোন প্রয়োজন নেই। মনে ক'রে দেখুন, কোরাণ স্পর্শ ক'রে ব'লেছেন কিনা যে, আমি যে শাস্তি দিতে চাইব, তা'তেই আপনি সম্মত?

আলা। হুঁঃ—তা ব'লেছি বটে। আচ্ছা দাও। কিন্তু—দেখ্‌লে ক্ষতি কি?

কমলা। এ ব্যবহার আপনারই যোগ্য। প্রতি কার্য্যে এত কপটতা—এত ছলনা! দিন্ সম্রাট আমার কাগজ ফিরিয়ে দিন—

আলা। না—না—এই আমি স্বাক্ষর ক'র্‌ছি। (তথাকরণ)

কমলা। কোথায় কাফুরের সেই পত্রবাহক?

আলা। সে বহু পূর্ব্বে আমার পূর্ব্বাদেশ নিয়ে চ'লে গেছে।

কমলা। তাহ'লে দ্রুতগামী অশ্বারোহী দ্বারা এই আদেশপত্র পাঠিয়ে দিন।

আলা। কৈ হ্যায়— (জনৈক খোজার প্রবেশ।) উজিরের কাছে নিয়ে যাও—দ্রুতগামী অশ্বারোহী দিয়ে এই পত্র যেন পাঠিয়ে দেয়।

কমলা। এখনই—

খোজা। যো হুকুম। (প্রস্থান।)

কমলা। সাধে কি সব বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার কথায় আজও বেঁচে আছি! কোথায় বাঁদীরা—সঙ্গীতসুধায় জাঁহাপনার শ্রান্তি দূর করুক। না,—আমি গাই। গাইব জাঁহাপনা?

আলা। গাও—

কমলা। সাহস হয় না। যদি তোমার মনের মত না হয়,—না, আমি গাইব না।

আলা। কমলা, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। কিসে স্বাক্ষর ক'রেছি না জা'ন্‌তে পা'র্‌লে আমি স্থির হ'তে পারছি না। আমায় বল কমলা,—

কমলা। হায় সম্রাট—আমাকে আপনার এত সন্দেহ! আপনি শ্রান্ত—আগে বিশ্রাম করুন। আপনার নিকট গোপন ক'র্‌ব, এমন আমার কি আছে জাঁহাপনা? থাক্, আর গানে কাজ নেই।

আলা। না, গাও প্রাণেশ্বরী, তোমার সঙ্গীতের সুরে ভাসিয়ে দূর হ'তে দূরান্তরে—যেখানে জ্বালা নেই—শোক নেই—আঁধার নেই,—সেই খানে আমায় নিয়ে যাও—

কমলা। যো হুকুম। (স্বগত) আলাউদ্দিন! এইবার তুমি নিজের জালে নিজে জড়িয়েছ। আর তোমার নিস্তার নেই। এতদিনে আমার মহাব্রত উদ্‌যাপিত হবে।

বীণা বাজাইয়া গীত।

জীবন সাঁঝে মম হৃদয় মাঝে,
উদাস ধ্বনি কেন ঘন বাজে।
শুষ্ক এ মরু নাহিক বারি,
শুষ্ক এ কুঞ্জ, শুষ্ক মঞ্জরী,
লুপ্ত দ্বারী, ত্যক্ত এ পুরী,
কেন তবে আজি মোহন সাজে।
আসিবে কি তবে সে চির বাঞ্ছিত,
চির কামনার ধন—হৃদয়-শোণিত,
বিশ্বজগত তাই কি রঞ্জিত,
তাই কি নয়নে মধুর রাজে॥

আসমুদ্র হিমাচল যাঁর মনোরঞ্জনে ব্যগ্র—অবলার এমন কি শক্তি আছে—যার দ্বারা তাঁর হৃদয় মোহিত ক'র্‌বে জাঁহাপনা!

আলা। চমৎকার তোমার সঙ্গীত, আমি মুগ্ধ—তৃপ্ত—স্তম্ভিত। এমন

গান ত কোন দিন শুনিনি—এ যে প্রাণ দিয়ে গাওয়া ; স্বরলহরী যেন কোন বাস্তবের মধ্যে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে দাঁড়িয়ে,—দ্রষ্টা আমি।

কমলা। আমার পরম সৌভাগ্য যে, জাঁহাপনাকে আনন্দ দিতে পেরেছি।

আলা। কমলা ?

কমলা। আদেশ করুন—

আলা। এখন আমায় বল,—আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

কমলা। কি ব'ল্‌ব জাঁহাপনা ?

আলা। কি লিখেছ সে পত্রে ?

কমলা। (স্বগত) এতক্ষণে পত্র নিয়ে অশ্বারোহী যাত্রা ক'রেছে। এখন আর ফিরিয়ে আন্‌তে পা'র্‌বে না। (প্রকাশ্যে) পত্রপ্রাপ্তির সপ্তাহ মধ্যে দেবগিরি পৃথিবী-বক্ষ থেকে উপ্‌ড়ে সাগর জলে ডুবিয়ে দিতে, এবং আমার কন্যাকে উদ্ধার ক'রে সঙ্গে করে এখানে আন্‌তে আদেশ দিয়েছি।

আলা। খিজির সম্বন্ধে ?

কমলা। সেই কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন অর্ব্বাচীনের শিরশ্ছেদ ক'রে তার মুণ্ড আপনার নিকট পাঠাবে, আর তার দেহ কুক্কুর দিয়ে খাওয়াবে।

আলা। এঁ্যা ! পিশাচী—রাক্ষসী—ক'রেছিস্‌ কি ! ক'রেছিস্‌ কি ! খিজির—খিজির—পুত্র আমার,—কে আছিস্‌—উজির- উজির—

কমলা। কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথের কথা স্মরণ করুন্‌ সম্রাট।

আলা। ওঃ—খোদা ! (মূর্চ্ছা)।

কমলা। চমৎকার এ দৃশ্য ! কল্পনার নেত্রে দেখ্‌ছি—আমার স্বামী ও দিক্‌পালের মত তিন তিনটে পুত্র হারিয়ে—রাজ্য থেকে বিতাড়িত হ'য়ে—পরিণীতা পত্নী হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এমনি ভাবে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছিলেন,—এমনি ভাবে 'হা ভগবান্‌' ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রেছিলেন। কই, কেউত তাঁর বেদনা বোঝেনি,—কেউ ত তাঁর

কথা একবারও ভাবেনি,—তাঁর এই মর্ম্মন্তুদ হাহাকার কেউ ত কাণ পেতে শোনেনি—কেবল পাগল বাতাস হা হা শব্দে এসে তাঁর সেই ক্ষীণ স্বর গ্রাস ক'রে ছুটে গিয়েছিল। এই ত সে সম্রাট্ আলাউদ্দিন—যা'র প্রতাপে আজ ভারত ভয়ে ম্রিয়মাণ—যা'র দানবীয় অত্যাচারে আজ রাজস্থান শ্মশান, এই ত সে সম্রাট আলাউদ্দিন—আমার পায়ের তলায় লোটাচ্চে! এই মুহূর্ত্তেই এর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত ক'র্‌তে পারি! কিন্তু তা' ক'র্‌ব না—মৃত্যু ত এর পক্ষে পরম বাঞ্ছনীয়। আলাউদ্দিন, তোমার বুকের উপর ব'সে একটু একটু ক'রে কঠিন—তীব্র—তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা হৃৎপিণ্ড উপড়ে আন্‌ব;—জ্বালার উপর জ্বালা—আগুনের উপর আগুন—বিষের উপর বিষ—এই তার আরম্ভ—

(তীব্র দৃষ্টিতে মূর্চ্ছিত আলাউদ্দিনের দিকে চাহিয়া রহিলেন—নয়ন হইতে বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির

খিজিরের সহিত গান করিতে করিতে ইরাণীর প্রবেশ।

গীত।

কাছে কাছে আছ তবু কেন দূরে।
ধরা দিয়ে পুনঃ কেন যা'ও সরে।
সুখমাঝে সখা এ যে বড় দুঃখ,
শীতল অনলে জ্বলে যায় বুক;
সহে না সহে না—বড় এ যাতনা
প্রলয় ভীষণ আলোক আঁধারে।

তোমার পরশে, পরাণ পুলকে,
হরষে মাতিবে আঁখির পলকে,
এস এস নাথ, হে চির-বাঞ্ছিত
প্রেমের ভিখারী দাঁড়ায়ে দুয়ারে।

খিজির। অদ্ভুত তোমার সঙ্গীত—কিছুই বুঝলেম না।

ইরাণী। কি ক'রে বুঝ্‌বেন—আমার মত অবস্থা যদি কখনও হয়—তখন বুঝ্‌বেন।

খিজির। আমি বুঝ্‌তে চাই না। ইরাণী, নর্ত্তকীরা দিল্লী ফিরে গেছে?

ইরাণী। না গিয়ে কি ক'র্‌বে! বেচারিরা বড় আশা ক'রে আপনার সঙ্গে এসেছিল—আপনি স্পষ্ট জবাব দিলেন,—কি আর ক'র্‌বে! তবে আপনার দুষমন সেই আলী কিন্তু যায় নি।

খিজির। কেন? তোমার আদেশে সুরা ত ত্যাগ ক'রেছি—আর ত তার এখানে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই।

ইরাণী। না গেলে কি ক'র্‌ব?

খিজির। কোথায় সে?

ইরাণী। শিবিরের ঐ কোণে চুপ ক'রে ব'সে আছে।

খিজির। আলী খাঁ—

(নেপথ্যে আলী—"খোদাবন্দ")

(আলীর প্রবেশ)

তারা সব গেল—তুমি যাও নি যে—

আলী। না জনাব, সে ছোটলোক বেটীদের সঙ্গে আমার পোষাবে না—এখানে আমি বেশ আছি।

খিজির। এখানে থেকে কি কর্‌'বে?

আলী। হুজুরের জুতোর ধূলো ঝাড়্‌ব।

খিজির। আলী, তুমি দিল্লী ফিরে যাও—আমার কাছে আর ত মজা পাবে না।

আলী। আমার অদৃষ্টের দোষ, নইলে এ দানাটা আপনার ঘাড়ে এসে চা'প্‌বে কেন? এখন থেকে না হয় আফিংই খাব। জুতোই মারুন্ আর লাথিই মারুন্—আলী হুজুরের চরণ ছাড়ছে না।

খিজির। ইচ্ছা হয় থাক— [আলীর প্রস্থান।

ইরাণী। আলী আমার উপর হাড়ে হাড়ে চ'টেছে।

খিজির। চ'টুবে না! পাপীকে যদি কোন দেবদূত স্বর্গের উজ্জ্বল আলোক দেখায়, তবে শয়তান চটে না? তা'র শিকার যে হাতছাড়া হ'য়ে গেল।

ইরাণী। একি ব'লছেন জনাব।

খিজির। একটুও অতিরঞ্জিত করিনি বন্ধু,—ঠিক ব'লছি। জানি না—কোন পুণ্যফলে তোমাকে পেয়েছি ইরাণী,—নইলে কে এই পশুকে মানুষ ক'রত? আজ দেবগিরির প্রত্যেক অধিবাসী আমাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে! কিন্তু তারা জানে না, যে কোন দেবতার অঙ্গস্পর্শে আজ আমি তাদের চক্ষে দেবতা। এখন প্রাণে প্রাণে বুঝেছি ইরাণী, যে এতদিন যা ক'রেছি—সব ভুল।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

কে? কি চাও?

সৈনিক। এই পত্র সাহাজাদা—

খিজির। পত্র! দেখি—হুঁ—যাও— [সৈনিকের প্রস্থান।

ইরাণী, আমায় দিল্লী যেতে হবে।

ইরাণী। কেন?

খিজির। সম্রাটের আদেশ।

ইরাণী। সসৈন্যে?

খিজির। না, একাকী।

ইরাণী। এর কারণ ?—

খিজির। বোধ হয় কাফুর—

ইরাণী। তা সম্ভব। এ অবস্থায় দিল্লী যাওয়া কি নিরাপদ ?

খিজির। শুধু সম্রাটের আদেশ নয় বন্ধু—পিতার আদেশ। নিরাপদ না হলেও অমান্য ক'র্‌তে পারি না।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

কে ? কি চাও ?

সৈনিক। আমায় চিন্‌তে পা'র্‌ছেন সাহাজাদা—

খিজির। তুমি বোধ হয় সম্রাটের একজন সৈনিক—

সৈনিক। সাহাজাদা, আপনার নিকট আমার অন্য পরিচয় আছে। সেদিন ঐ বৃক্ষতলে এক সৈনিককে প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন—মনে পড়ে ?

খিজির। প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেম্‌! হাঁ—হ'য়েছে, সে লক্ষ্মীবাঈকে হত্যা ক'রেছিল।

সৈনিক। আমিই সেই সৈনিক, সাহাজাদা ;—আপনি দয়া ক'রে আমার জীবন ভিক্ষা দিয়ে চাকরিটুকু বজায় রেখেছিলেন,—তাই এ দরিদ্রের পরিবারবর্গ আজও দুমুঠো খেতে পাচ্ছে। আমি বড় গরীব সাহাজাদা—

খিজির। কি চাও ?

সৈনিক। সাহাজাদা—আপনার বড় বিপদ। আপনাকে সতর্ক ক'র্‌তে এই দ্বিপ্রহর রজনীতে চোরের মত আমি আপনার শিবিরে ঢুকেছি। দিল্লী হ'তে এইমাত্র এক অশ্বারোহী ভীষণ এক দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে পৌঁছেছে। কাফুরখাঁর শিবিরে সবাই ব'সে পরামর্শ ক'র্‌ছে—আমি সেখান থেকে আপনাকে সংবাদ দিতে পালিয়ে এসেছি। পালান—সাহাজাদা—পালান—

খিজির। কি ব'লছ সৈনিক—আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না।

সৈনিক। সে বড় ভীষণ কথা,—আমি উচ্চারণ ক'র্‌তে পা'র্‌ছি না—জিহ্বা জড়িয়ে আ'স্‌ছে—আতঙ্কে সর্ব্বশরীর কাঁপছে,—সাহাজাদা আপনাকে হত্যা—

খিজির। হত্যা!

সৈনিক। শুধু হত্যা নয়,—শির দিল্লী পাঠাবে, আর দেহ কুকুর দিয়ে খাওয়াবে।

খিজির। সম্রাটের আদেশ?

সৈনিক। হাঁ জনাব,—এখনও সময় আছে—পালান্‌—আপনি পালান্‌।

খিজির। অসম্ভব! এইমাত্র আমি সম্রাটের পত্র পেয়েছি, তিনি আমায় মাত্র তলব ক'রেছেন! সৈনিক তোমার কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে না।

সৈনিক। আমি কি আমার প্রাণদাতাকে প্রতারণা ক'র্‌তে এই দ্বিপ্রহর রজনীতে চোরের মত তাঁর শিবিরে ঢুকেছি! খোদার কসম—যা ব'লেছি তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। সেদিন আমাকে যিনি শরক্ষেপ ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন, কাফুর খাঁ নিজ হাতে তাঁকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রেছেন,—আনন্দে তাঁরা দুইজন নৃত্য ক'র্‌ছেন। সাহাজাদা, আর বিলম্ব ক'র্‌লে আমি ধরা পড়ে যাব—আমার শির যাবে। দোহাই ধর্ম্মের,—আমাকে বিশ্বাস করুন—এখনও পালান—এখনও সময় আছে—আত্মরক্ষা করুন— [প্রস্থান।

ইরাণী। সাবাস্‌—একটা লোক বটে! এত বড় একটা দেনা সুদ সমেত পরিশোধ ক'র্‌লে!

খিজির। ইরানী, আমি যে কিছু ধারণা ক'র্‌তে পা'র্‌ছি না—

ইরাণী। পারুন আর না পারুন—স'রে পড়ুন।

খিজির। কোথায়?

ইরাণী। যে দিকে দুই চোখ যায়।

খিজির। কেন?

ইরাণী। সাহাজাদা, আপনার পিতার হৃদয়-রাজ্যের বর্ত্তমান অধিশ্বরী কে?

খিজির। তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।—

ইরাণী। আপনার পিতা এখন কার কথায় ওঠেন বসেন?

খিজির। অনেকটা কমলা দেবীর;—

ইরাণী। কে তিনি?

খিজির। গুজরাটের ভূতপূর্ব্ব রাণী—দেবলার জননী।

ইরাণী। তাই বল। শোন বন্ধু, প্রথম যে পত্র পেয়েছিলে—সে তোমার পিতার আদেশ। তারপর যা' এই সৈনিকের মুখে শুনেছ,—এ তোমার সেই কমলা দেবীর আদেশ।

খিজির। কমলাদেবী কে? কেন আমি তার আদেশ মা'নতে যাব?

ইরাণী। আবার ভুল বুঝ্‌লে। বর্ত্তমানে তোমার পিতা আর কমলা দেবী ত পৃথক নন। যন্ত্রী কমলাদেবী, আর যন্ত্র তোমার পিতা। তিনি যে ভাবে নাচা'চ্ছেন, তোমার পিতাও সেই ভাবে না'চছেন। অবশ্য এ আমার অনুমান। কিন্তু যাই হ'ক,—তুমি পালাও।

খিজির। যদি তাই হয়—কোথায় পালাব? কোথায় গিয়ে নিরাপদ হব! না ইরাণী, আমি পালাব না—পিতা যখন আমার উপর অবিচার ক'রেছেন, তখন এ প্রাণে আর আমার প্রয়োজন নেই।

ইরাণী। কার উপর অভিমান ক'র্‌ছ হতভাগ্য! তোমার পিতা কোথায়? তোমার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও যে মৃত্যু হয়েছে! কে তোমার এ প্রাণের বেদনা বুঝ্‌বে?—কার প্রাণ তোমার জন্য কাঁদ্‌বে?

খিজির। ঠিক ব'লেছ ইরাণী। এখন আমি সব বুঝতে পা'র্‌ছি। কাফুর করুণসিংহের সেনাপতি ছিল—তাই তার লাঞ্ছনায় এবং

দেবলাকে পরিত্যাগ করায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে সেই পিশাচী পিতাকে যে ভাবেই হ'ক বাধ্য ক'রে এই আদেশ পাঠিয়েছে।

ইরাণী। অবশ্য এ অনুমান—

খিজির। না ইরাণী, এ অনুমান নয়—এ প্রত্যক্ষ সত্য। আমি আমার চোখের সাম্‌নে সব যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি। কুক্ষণে সেই কুলটা আমাদের অন্তঃপুরে ঢুকেছিল,—কুক্ষণে পিতার মতিভ্রম ঘটেছে। ইরাণী, আমি এর প্রতিশোধ নেব—এমন প্রতিশোধ নেব, যা পাষাণে খোদা অক্ষরের মত এদের স্মৃতিতে অক্ষয় হ'য়ে গাঁথা থাক্‌বে। আমি চ'ললেম্— (প্রস্থানোদ্যত)

ইরাণী। আরে দাঁড়াও—দাঁড়াও—কোথায় যাচ্ছ?

খিজির। দেবগিরি দুর্গে—

ইরাণী। আমি?

খিজির। তুমি! আমার সঙ্গে চল।

ইরাণী। তাই বল। খুব সন্তর্পণে ধীরপাদক্ষেপে আমার পেছনে এস—

[উভয়ের প্রস্থান।

(ক্ষণপরে বিপরীত দিক হইতে কাফুর, গণপৎ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

কাফুর। খিজির খাঁ,—এইবার—একি! শূন্য শিবির!—সাহাজাদা—সাহাজাদা! কোথায় খিজির খাঁ আর তার বালক ভৃত্য! গণপৎ আমার সন্দেহ হচ্ছে।—আমার বিশ্বাস,—কোন প্রকারে সংবাদ পেয়ে সে পলায়ন করেছে,—সৈন্যগণ, শিবিরের প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করে সন্ধান কর। গণপৎ, চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী পাঠাও—যেন সে কোনমতে পালাতে না পারে। পদাহত ভুজঙ্গ সুযোগ পেলেই দংশন ক'র্‌বে। যাও।—

[বিভিন্নদিকে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দেবগিরিপ্রাসাদ। কক্ষ।

বলদেব, খিজির ও ইরাণী।

খিজির। শুনুন মহারাজ, যদি কোন দিন কোন উপকার ক'রে থাকি সে আমার কর্ত্তব্য ক'রেছি মাত্র। সে কথা পুনঃ পুনঃ বললে আমি বড়ই লজ্জিত হব। আজ আমি সাহাজাদা ভাবে আপনার দুর্গে প্রবেশ করিনি—আজ ভিখারীর বেশে আপনার দ্বারে উপস্থিত। যদি অনুগ্রহ হয়, আমাকে আর আমার এই শরীর-রক্ষীকে আশ্রয় দান করুন।

বল। খিজির খাঁ, যে অবস্থায়ই আপনি পতিত হ'ন না কেন, আমার চক্ষে আপনি সেই সাহাজাদা। এ আমার মহৎ সম্মান—আমার রাজ্যে বাস ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন।

খিজির। মহারাজের জয় হোক্। কিন্তু মহারাজ পূর্ব্বেও বলেছি এখনও ব'লছি—আমাদের আশ্রয় দিলে অচিরে কাফুরের বিরাট-বাহিনী আপনাকে গ্রাস ক'র্‌তে ছুটে আসবে। এই হতভাগ্যের জন্য একটা ভীষণ বিপদকে আহ্বান করা কর্ত্তব্য কি না, আর একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন।

বল। সাহাজাদা! বিবেচনা যা' ক'র্‌বার বহুপূর্ব্বে করেছি। আমি কি বিস্মৃত হ'য়েছি যে কার অনুগ্রহে এখনও আমি এই সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালনা ক'র্‌ছি,—কার করুণায় আমার চিরবাঞ্ছিত দেবলাকে পত্নীভাবে পেয়ে আজ আমি জগতে সবার চেয়ে সুখী। আমার ব'লতে যা কিছু, সবই ত আপনার নিকট পেয়েছি। যায় আপনার জন্য যাবে। আলাউদ্দিন ত অতি তুচ্ছ—আজ যদি জগতের সমস্ত শক্তি সম্মিলিত ও পুঞ্জীভূত হ'য়ে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, দাঁড়াক।

আসুক্ সে কাফুর, সমুদ্রতরঙ্গের ভীম ভৈরব গর্জ্জন নিয়ে আমায় প্লাবিত ক'র্‌তে রাক্ষসের মত ধেয়ে,—আমার সঙ্কল্প অচল—অটল ; পর্ব্বতের মত ধীর—স্থির আমি।

খিজির। তা হ'লে হে মহাপুরুষ, আজ থেকে এ তরবারি আপনার।

(পদতলে তরবারি রাখিলেন)

বল। একি ক'রছেন সাহাজাদা,—আমায় অপরাধী ক'রবেন না !

খিজির। মহারাজ যদি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন,—আর একটী অনুরোধ,—আপনার সৈন্যদলকে আমায় ভিক্ষা দিন। যেরূপ সাহসী ও সহিষ্ণু এরা, আমার মনোমত যদি এদের গ'ড়ে নিতে পারি, আমার ভরসা আছে, এই ক্ষুদ্র শক্তি একদিন প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের আসনও টলাবে। ভিখারীকে বিমুখ ক'রবেন না—

বল। এ আমার সৌভাগ্য সাহাজাদা। আমি সানন্দে আপনার প্রস্তাবে সম্মতি দিচ্ছি।

খিজির। কাফুর ! এইবার দেখ্‌ব—কত শক্তিমান তুমি। মহারাজ, আর আমার সময় নেই,—স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্যের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল প'রেছি—শত বাহু বিস্তার ক'রে সে আমায় আহ্বান ক'র্‌ছে—এই মুহূর্ত্তে আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হব।

বল। একটু বিশ্রাম—

খিজির। বিশ্রাম ! যদি কোন দিন সম্রাটের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ কাফুর খাঁকে শৃঙ্খলিত ক'রে আপনার কারাগার দীপ্ত ক'রতে পারি,—সেইদিন বিশ্রাম ক'রব। ক্ষমা ক'রবেন মহারাজ—সময়ান্তরে দেখা ক'র্‌ব। এস ইরানী—   [খিজির ও ইরানীর প্রস্থান।]

বল। অদ্ভুত এই খিজির খাঁ—   [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাফুর খাঁর শিবির।

(কাফুর)

কাফুর। ধিক্ এ জীবনে! পাঁচ পাঁচ বার বন্যার জলস্রোতের ন্যায় এই প্রকাণ্ড সৈন্য-স্রোত নিয়ে আক্রমণ ক'রলেম,—পাঁচ পাঁচ বার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আমায় প্রতিহত ক'রে ফিরিয়ে দিল। দিল্লী হ'তে আরও বিশ সহস্র সৈন্য আনিয়েছি, কিন্তু আজ তার চার ভাগের এক ভাগও জীবিত নেই। জানি না—কোন শক্তিতে আজ খিজির খাঁ শক্তিমান্। ওঃ—এই দশ দিনে পঁচিশ হাজার সৈন্য হারিয়েছি! কাজ কি ক'রেছি?—সহরের দিকে এক ক্রোশও অগ্রসর হ'তে পারিনি। ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে। কেমন ক'রে দিল্লীতে এ মুখ দেখাব? যে বালককে এতদিন অবজ্ঞা ক'রে এসেছি, আজ তার নিকট কি মর্ম্মঘাতী পরাজয়! এর চেয়ে যে মৃত্যু ছিল ভাল। সৈন্যদের আর আমার উপর আস্থা নেই; তাদের অপরাধ কি? আমার নিজেরই যে আর আমার শক্তির উপর কোন বিশ্বাস নেই। সম্রাটের শেষ পত্র,—"ক্ষুদ্র দেবগিরি জয় ক'রতে পূর্ব্বে বিশ সহস্র সৈন্য দিয়েছি—পুনরায় বিশ সহস্র পাঠাচ্ছি। পার, এই দিয়ে কার্য্য উদ্ধার কর;—না পার, অবসর লও। আর সৈন্য দেব না।" ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে যা' পারিনি, আজ পাঁচ হাজারে তা কেমন ক'রে ক'রব!—তার উপর কারও প্রাণে আর সে বল নেই—সে উৎসাহ নেই—সবাই নির্জ্জীব,—যেন কবর থেকে উঠে আস্‌ছে। অসম্ভব—এ রণজয় অসম্ভব! এই কলঙ্কিত মুখ নিয়ে অপরাধীর বেশে নতশিরে দরবারে যেতে হবে,—বিচারে মৃত্যু বা ঘোরতর লাঞ্ছনা। দুঃসহ জীবনভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ; এই তার উপযুক্ত অবসর।

(ছুরিকা বাহির করিয়া হৃদয় লক্ষ্য করিয়া আঘাতোদ্যোগ—
গণপৎ ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন।)

গণপৎ। কর কি—কর কি, খাঁ সাহেব!

কাফুর। গণপৎ বাধা দিও না। যদি মঙ্গল চাও,—যদি লাঞ্ছিত—হ'য়ে জীবন বহন ক'রতে না চাও, তবে তুমিও আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। হাত ছাড়—হাত ছাড়—

গণপৎ। মৃত্যু ত আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না, দুদণ্ড পরেও ত ম'রতে পা'র্‌বে,—স্থির হ'য়ে আমার একটা কথা শোন—

কাফুর। সত্বর বল। মুক্তির সুদণ্ড ব'য়ে যায়—

গণপৎ। কেন ম'র্‌বে?

কাফুর। কেন ম'রবে! গণপৎ, তুমি কি মানুষ নও—তুমি কি যোদ্ধা নও, যে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রচ—কেন মরব! চোখের সামনে শরমুখে পঁচিশ হাজার সৈন্য এক সপ্তাহের মধ্যে ধূলোর মত উড়ে সাফ্ হয়ে গেল,—পাঁচ পাঁচ বার আক্রমন ক'রে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে এসেছি,—বালকের নিকট পরাজয়ের এই গভীর অনপনেয় কলঙ্ক-কালিমা ললাটে নিয়ে কেমন ক'রে লোক সমাজে মুখ দেখাব?

গণপৎ। স্বীকার করি,—পাঁচ বার আক্রমন ক'রে পরাস্ত হ'য়েছি; কিন্তু এবার যদি জয়ী হই, তা' হ'লেও কি এ কলঙ্ককালিমা বিদূরিত হবে না?

কাফুর। জয়ী হ'লে বিদূরিত হবে বটে, কিন্তু সে জয়ের আশা দুরাশামাত্র।

গণপৎ। এই কি সেই শত আসন্ন বিপদে হিমাদ্রির ন্যায় অচল অটল মহাবিচক্ষণ কাফুর খাঁ! এত বিচলিত হওয়া তোমার পক্ষে বড় লজ্জার কথা। যে মস্তিষ্ক একদিন একটা সাম্রাজ্যের সহস্র কার্য্য পরিচালনা ক'র্‌বে, আজ এই সামান্য কারণে তার এত বিচলিত হওয়া সাজে না! শোন কাফুর, আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি—ঐ

মণিমুক্তা-খচিত, সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত দিল্লী-সিংহাসন একদিন তোমার দ্বারা অলঙ্কৃত হ'য়ে ধন্য হবে, তোমার পরিনাম এই জঘন্য মৃত্যু নয়।

কাফুর। গণপৎ! উন্মাদের ন্যায় কি প্রলাপ ব'কছ? তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত।

গণপৎ। উন্মাদ আমি নই কাফুর,—উন্মাদ তুমি; আমার মস্তিষ্ক বিকৃত নয়—বিকৃত তোমার মস্তিষ্ক, নইলে চিরকৌশলী বীর আজ কেন ভুলে যাবে,—যে ছলে বলে শত্রু নিপাত ক'রতে হয়।

কাফুর। আমায় এই শিক্ষা দিতে এসেছ গণপৎ! শত কৌশল ক'রে দেখেছি—কোন ফল হয় নি। খিজির যেন শয়তানের চেয়ে ধূর্ত্ত।

গণপৎ। এবার আর ব্যর্থমনোরথ হ'তে হবে না।

কাফুর। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না গণপৎ।

গণপৎ। শোন খাঁ সাহেব—যে উপায়ে পূর্ব্বে দুর্গ জয় ক'রেছিলে, এবার সেই উপায়ে কার্য্যোদ্ধার ক'রতে হবে, অর্থাৎ যে শক্তিতে আজ মারাঠা শক্তিমান্,—সেই শক্তিকে অপসারিত ক'রতে হবে।

কাফুর। খিজিরকে হত্যা ক'রতে চাও?—

গণপৎ। ঠিক ধ'রেছ—

কাফুর। উপায়?

গণপৎ। লক্ষ্মীবাঈকে বিষাক্তশরে হত্যা ক'রেছিলেন,—এবারের মৃত্যুবাণ আলি খাঁ।

কাফুর। আলি খাঁ!

গণপৎ। আশ্চর্য্য হ'চ্ছ কেন?

কাফুর। প্রাণান্তেও সে স্বীকার ক'রবে না—

গণপৎ। দেখতে চাও? আলী—

(আলিখাঁর প্রবেশ)

কেমন, তুমি স্বীকৃত?

আলি। আপনার আদেশ—স্বীকার না ক'রে কি করি। কিন্তু আমি কি পেরে উঠব?

গণপৎ। শোন আলী, এই ছুরিকায় তীব্র বিষ মিশ্রিত আছে। কোন প্রকারে তার শরীরে একটু প্রবেশ করিয়ে দিতে পা'র্‌লে মৃত্যু অনিবার্য্য। যদি পার, পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা! অগ্রিম অর্দ্ধেক দিচ্ছি—বাকী কাজ শেষ ক'রে পাবে।

আলী। পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা!

গণপৎ। হাঁ, পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা—এক একটা ক'রে তোমার হাতে গুণে দেব। কাজও অতি সহজ—

আলী। তাই ত!

গণপৎ। আচ্ছা, আর এক কথা, ছুরিকা রাখ, পার, ভালই,—না পার আমি আর এক মোড়ক অতি উগ্র বিষও দিচ্ছি! কোন কৌশলে তার আহার্য্যে বা পানীয়ে মিশিয়ে দিতে পার্‌লে তন্মুহূর্ত্তে মৃত্যু—কথা ব'লবার অবকাশও পাবে না। এ আরও সহজ কাজ, পা'রবে না?

আলী। পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা!—দেবেন ত?

গণপৎ। এই অর্দ্ধেক নাও—(মুদ্রাদান) কেমন, হ'য়েছে?

আলী। আমি পারব—নিশ্চয় পারব।

গণপৎ। এই ত চাই। তবে এখনই যাত্রা কর। তোমায় কোন সন্দেহ ক'রবে না—যা শিখিয়ে দিয়েছি, তাই ব'ল্‌বে। খুব সাবধান,—যাও। (আলী প্রস্থানোদ্যত)

আলীখাঁ—যদি পার, আরও একশ' বেশী দেব।

আলী। আরও একশ'!

গণপৎ। হাঁ আলী, আরও একশ'।

আলী। ইয়া আল্লা! আমি পা'রব—যে ভাবে হয়, কাজ হাঁসিল ক'র্‌ব। (প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া)

বাকীটা কবে দেবেন ?

গণপৎ। কাজ শেষ করে যখন ফিরে আস্‌বে।

আলী। দেবেন ত ?

গণপৎ। নিশ্চয়। আমাকে কি তোমার অবিশ্বাস হচ্ছে ?

আলী। না—না—সে কি কথা ?

গণপৎ। কি ভাব্‌ছ কাফুর ?

কাফুর। শয়তানকে বিশ্বাস ক'র্‌ব, তবু মানুষকে আর বিশ্বাস ক'র্‌ব না। এই আলী পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়া'ত!—না—এর অপরাধ কি ? আমরা সবাই সমান। শয়তান ব'ল্‌লে আমাদের প্রশংসা করা হয়। [প্রস্থান।

গণপৎ। এত ধর্ম্মজ্ঞান তোমার কাফুর! যেদিন বিপন্ন করুণসিংহকে পরিত্যাগ ক'রে আলাউদ্দিনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলে সে দিন এ ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল ? এখন তোমাকে কিছু ব'লব না; কারণ এ কার্য্যে তুমিই আমার ব্রহ্মাস্ত্র। উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে যে দিন নিজ হস্তে তোমার তপ্ত রুধিরে জ্যেষ্ঠতাতের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তর্পণ ক'র্‌তে পার্‌ব, সেই দিন আমার বুকের আগুন নিভ্‌বে। কবে আস্‌বে সে দিন! ভগবান্‌! এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা—এত বড় অধর্ম্ম—এর কি কোন শাস্তি হবে না! [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাসাদ-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

(খিজির ও ইরানী)

খিজির। এ তোমার অতি অন্যায় ও অমূলক সন্দেহ, ইরানী। এই আলীখাঁ দিল্লীর রাজপথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াত। নগর-ভ্রমণ কালে

এক দিন সেই অবস্থায় তা'কে দেখে আমার দয়া হ'ল! সে আজ প্রায় ৭।৮ বৎসরের কথা। সেই অবধি সে আমার সঙ্গে সঙ্গে। প্রাণান্তেও সে কি আমার কোন অনিষ্টের চিন্তা ক'র্‌তে পারে।

ইরানী। পারুক্ আর না পারুক্,—আলীকে দেখে অবধি আমার প্রাণ কি এক অজ্ঞাত আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌ছে! তাকে নিকটে ডেকে আমি অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম—আমার প্রতি প্রশ্নে সে যেন চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ল,—আমার দৃষ্টির সম্মুখে সে যেন কেমন জড়সড় হ'য়ে গেল—আমার কাছ থেকে পালাতে পার্‌লে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সাহাজাদা, আপনার মঙ্গলের জন্যই ব'ল্‌ছি,—তাকে বিদায় দিন।

খিজির। অমঙ্গলটা তুমি কি দেখ্‌লে?

ইরানী। পাঁচ পাঁচ বার পরাজিত হ'য়ে, কাফুর কত অবমানিত—মর্ম্মাহত হ'য়েছে, তা বেশ বুঝতে পারেন। সহজে একটা দুর্গ জয় ক'র্‌তে যে বিষাক্ত শরে চোরের মত অবলার প্রাণ সংহার ক'র্‌তে পারে, সে যে এই মর্ম্মঘাতী অপমানের প্রতিশোধ নিতে আলীকে এখানে পাঠায় নি, তা কি ক'রে বুঝ্‌লেন?

খিজির। স্বীকার করি কাফুরের যেরূপ প্রকৃতি, তা'তে এ ব্যবহার তার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু ইরানী, যদি আমার সময় ফুরিয়ে থাকে, তা'হ'লে শত আলীকে তাড়ালেও আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। আলীর হাতেই যদি মৃত্যু থাকে—তা হ'বেই। তা' ব'লে একটা পিপীলিকাকে ভয় ক'রে চ'লব? না ইরানী, তা পা'র্‌ব না।

ইরানী। আলির সঙ্গে ছুরিকা কেন?

খিজির। আছে না কি? বটে! আলীও ছুরিকা হাতে ক'রেছে,—দিনে দিনে হ'লো কি! হাঃ হাঃ হাঃ—

ইরানী। আমার কথার উত্তর দিন, সাহাজাদা—

খিজির। কোন্ কথার ?

ইরানী। আলীর সঙ্গে ছুরিকা কেন ?

খিজির। পাগল ! নিশ্চয় আমাকে হত্যা ক'র্‌বার জন্য নয়। প্রহরীদের নিকট শুন্‌লেম যে, তাদের নিকট সে আমার শরীর-রক্ষক ব'লে পরিচয় দিয়েছে। এত বড় সাহাজাদার শরীর-রক্ষকের হাতে অন্ততঃ একখানা ছুরিকা না থা'কলে লোকের বিশ্বাস হবে কেন ? তাই বোধ হয়, আস্‌বার সময় কোন সৈনিকের কাছ্ থেকে চেয়ে চিন্তে ওখানা নিয়ে এসেছে। ইরানী, আমায় তুই বড় ভালবাসিস্—না ?

ইরানী। (সহাস্যে) কিসে বুঝ্‌লেন ?

খিজির। নইলে আমার জন্য এত ভাব্‌বি কেন ? কি ? চুপ ক'রে রইলি যে—

ইরানী। এ যে আমার কর্ত্তব্য সাহাজাদা—

খিজির। শুধু কর্ত্তব্য ! না ইরানী,—তা নয়। তোর প্রতিকার্য্যে যে তোর অন্তরের পরিচয় পাই ! ভৃত্যের কর্ত্তব্য-পালন ত' এত মধুর হয় না—

ইরানী। ওঃ, সাহাজাদার অনেক ভৃত্য আছে কি না, তাই তাদের কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে মহা অভিজ্ঞতা জন্মেছে। সব ভৃত্যই প্রভুর কার্য্য এই ভাবে করে—

খিজির। সবাই এই ভাবে করে ? দেবদূতের মত প্রতিপাদক্ষেপে এমনি ক'রে সতর্ক করে,—সারারাত্রি জেগে প্রভুকে পাহারা দেয়,—অপলক দৃষ্টিতে প্রভুর নিদ্রালস নয়নের পানে চেয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করে,—ক্ষণেক অদর্শনে ব্যাকুলা হরিণীর ন্যায় চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ?

ইরানী। করে।—

খিজির। তবে স্বর্গ এই।

ইরানী। আজ দুই সপ্তাহ শয্যার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ নেই। শরীর ভেঙ্গে গেছে,—আজ দুদণ্ডের জন্য একটু বিশ্রাম করুন।

খিজির। আজও কাফুর বন্দী হয় নি—

ইরানী। আজ না হ'লেও আশা আছে—কা'ল হবে। দুদণ্ডের বিশ্রামে কোন ক্ষতি হবে না, বরং নূতন জীবন লাভ ক'র্‌বেন।

খিজির। বেশ—যাচ্ছি। [প্রস্থান।

ইরানী। যখন বু'ঝ্‌বার তখন বু'ঝ্‌লে না,—যখন ধর্‌বার, তখন ধর্‌লে না।

(গীত)

কতবার ডেকেছি, কত গান গেয়েছি,
অসাড় হ'য়ে ছিলে প'ড়ে বধির ছিল কান।
আজকে হঠাৎ চম্‌কে উঠে—
দেখ্‌ছ বিশ্ব নিচ্ছে লুটে—
রবির তরে কমল ফোটে
আকুল করে প্রাণ।
আর ত আমি গাইব না,
পেছন ফিরে চাইব না;
চুপটি ক'রে আঁধার ঘরে
থাক্‌ব ক'রে মান।

কে ঐ মার্জ্জারের মত মৃদুপাদক্ষেপে সাহাজাদার কক্ষে প্রবেশ ক'র্‌ছে? আলী!—দেখি— [বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

(খিজির নিদ্রিত। আলীখাঁর প্রবেশ)

আলী। এই ছুরিকার এক আঘাতের মূল্য ছ'শো স্বর্ণমুদ্রা! চমৎকার সুযোগ,—শূন্য কক্ষ। নিশ্চিন্তমনে সাহাজাদা ঘুমুচ্ছেন। একটু সাহস—একটু সাহস,—(আঘাতোদ্যোগ) কিন্তু যদি জেগে উঠে

ধ'রে ফেলে—ম'র্‌তে ম'র্‌তেও আমায় মা'র্‌বে ;—পায়ের শব্দ! বিলম্ব ক'র্‌লে ধ'রে ফেল্‌বে। ঐ পানীয়—এতেই বিষ মিশিয়ে রাখি—যদি খায়—সব গোল মিটে যাবে। না খায় ছুরি আমার কাছেই রইল। (পানীয়ে মিশ্রিতকরণ)। পায়ের শব্দ আরও নিকটে—এই দিক থেকে আ'স্‌ছে—ঐ পথে পালাই। [প্রস্থান।

(অন্য দ্বার দিয়া ব্যস্তভাবে ইরানীর প্রবেশ)

ইরানী। শূন্য কক্ষ! কেউ ত নেই—তবে কি আমারই ভুল? যেখানে যা ছিল, ঠিক তেম্নি আছে। নিশ্চয়ই কেউ এ কক্ষে প্রবেশ ক'রেছে —চক্ষুকে ত অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না—কিন্তু গেল কোথায়?

খিজির। (ত্রস্তে উঠিয়া) ওঃ—অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। (চক্ষু মুছিয়া) কে, ইরানী?

ইরানী। হাঁ আমি। সাহাজাদা, একটু পূর্ব্বে আপনার ঘরে কেউ এসেছিল?

খিজির। তা আমি কি ক'রে জান্‌ব? ক্লান্ত দেহ পেয়ে নিদ্রাদেবী কি আমায় সহজে ছেড়েছেন?—আমি ত এতক্ষণ অজ্ঞান হ'য়েই ছিলেম।

ইরানী। সাহাজাদা! আমার যেন বোধ হ'চ্ছে, আলীখাঁ আপনার ঘরে ঢুকেছিল।

খিজির। কেন? আমায় হত্যা ক'র্‌তে? দূর পাগল! দেখ্‌ছি আলী শেষটা তোকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌বে। ইরানী, একটু জল। (ইরানী প্রস্থানোদ্যত)—না, এই যে রয়েছে।

(পানীয়পাত্র লইয়া পানের চেষ্টা)

ইরানী। ও জল স্পর্শ ক'র্‌বেন না, সাহাজাদা।

খিজির। কেন?

ইরানী। সাহাজাদা! জানি না কি একটা অজানা আতঙ্কে আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ছে। আমি প্রাঙ্গণ থেকে দেখেছি, আলীর মত

কে একজন আপনার এই কক্ষে প্রবেশ ক'রেছে;—আপনি ও জল খাবেন না—আমি অন্য জল এনে দিচ্ছি।

খিজির। ইরানী, তুই যে ক্রমে আলীর বিভীষিকা দেখ্‌তে আরম্ভ ক'রেছিস্। তোর আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তা' প্রমাণ ক'র্‌তে আমি এই জলই খাব,নইলে দিন দিন এটা তোর একটা ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াবে।

ইরানী। সাহাজাদা, এখনও আমার কথা রাখুন—দোহাই আপনার—আমি অন্য জল এনে দিচ্ছি।

খিজির। কেন, এ জলের অপরাধ? কি একটা ভুল ধারণা প্রাণের মধ্যে পুষে রেখে নিজের শান্তি নষ্ট ক'র্‌ছিস্। তোর কোন চিন্তা নেই—এই দেখ্, এ জল খেয়েও আমি জীবিত থাক্‌ব।

ইরানী। যদি একান্তই আমার কথা না রাখেন, তবে কতকটা আমায় দিন, আমি খেয়ে পরীক্ষা ক'রে দিই।

খিজির। ইরানী, তুই কি শেষে ক্ষেপে গেলি!

ইরানী। দোহাই সাহাজাদা—আমিও তৃষ্ণার্ত্ত,—পানীয়ের কতকটা আমায় দিন।

খিজির। বেশ, এই নে—তুই নিজে খেয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হ'। দেখ্‌ছি আমার জন্য ভেবে ভেবে তুই পাগল হবি। আলীকে আমি আজই তাড়াব—(ইরানী জলের একাংশ পান করিল)।

ইরানী। সাহাজাদা—

খিজির। ইরানী—ইরানী—কি হ'য়েছে?

ইরানী। দূরে ফেলে দিন—তীব্র বিষ।

খিজির। বিষ!   (হাত হইতে পানপাত্র পড়িয়া গেল)

ইরানী। হাঁ—বিষ—   (পড়িয়া গেলেন।)

খিজির। ইরানী—ইরানী—কথা কও—আমার দিকে চাও—কেন অমন—এ কি? এ কি? কে—কে তুমি?

ইরানী। আ—মি—ম—তি—য়া—

খিজির। মতিয়া! তুমি—ইরানী—মতিয়া!! একি সত্য! আমি যে কোন মতে ধারণা ক'রতে পার্‌ছি না; ঐ ত সেই কমনীয় মুখ খানি মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ,—অন্ধ আমি,—তাই এতদিন দেখ্‌তে পাইনি। সর্ব্বনাশী! কি ক'র্‌লি! কি ক'র্‌লি!

ইরানী। (জড়িত স্বরে) প্র—তি—শো—ধ। (মৃত্যু)

খিজির। মতিয়া! মতিয়া! একি? অসাড়,—বক্ষে স্পন্দন নেই!—যাঃ—সব শেষ! পিশাচ আমি, তোমার আকুল প্রেম প্রত্যাখান ক'রে তোমাকে পদাঘাত ক'রেছিলেম;—দেবী তুমি, আজ নিজ-প্রাণ বলি দিয়ে আমার জীবন রক্ষা ক'র্‌লে! না, না—এ স্বপ্ন—এ হ'তে পারে না,—অসম্ভব! আমি কি জাগ্রত না নিদ্রিত! ঐ ত' আমার সম্মুখে সেই দেবী প্রতিমা,—গতজীবন—বিষের ঘোরে বিবর্ণ। স্বপ্ন নয়—প্রত্যক্ষ—ধ্রুব। ইরানী, প্রিয়তম, আমায় ছেড়ে ত তুমি এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে পার না,—কথা কও—ফিরে চাও! মতিয়া, মতিয়া! ভেবেছিলেম এবার দিল্লী গিয়ে, ভুল সংশোধন ক'র্‌ব—তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা চাইব;—মানিনি! আমায় সে সুযোগও দিলি না! যদি তোর শুন্‌বার শক্তি থাকে—শুনে যা', আমি তোকে ভালবাস্‌তেম—বড় ভালবাস্‌তেম। অশ্রু নয়—বিলাপ নয়,—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—! কে আছিস্—আলীখার তপ্ত রক্ত—না, কাফুরের ছিন্নশির—না, গণপতের রক্তাক্ত কবন্ধ,—না, কিছু না,—আমি নিজের উপরে প্রতিশোধ নেব,—আমিই তোকে হত্যা ক'রেছি। মতিয়া—প্রাণেশ্বরী—(মতিয়ার মৃতদেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন)।

চতুর্থ অঙ্ক।

—ঃ*ঃ—

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থলের একাংশ।

বিপরীত দিক হইতে কাফুর ও রক্তাক্ত কলেবরে খিজিরের প্রবেশ।

খিজির। এই যে নরাধম নারী-ঘাতক,—সারা দেশ তোর সন্ধান ক'রেছি—এতক্ষণ পালিয়ে বেড়িয়েছিস্—এবার আর তোর রক্ষা নেই। কুলাঙ্গার ধর্ম্মত্যাগী ক্লীব!—পারিস্, আত্মরক্ষা কর—

(যুদ্ধ করিতে করিতে কাফুরের তরবারি হস্তচ্যুত হইল)

কাফুর। আমি নিরস্ত্র—

খিজির। উত্তম; সাহস হয় আবার তরবারি গ্রহণ কর।—

(যুদ্ধ হইতে লাগিল। কাফুর পরাস্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। খিজির তাহার বক্ষের উপর উপবেশন করিলেন।)

বীরনারী লক্ষ্মীবাঈ! স্বর্গ হ'তে দেখে তৃপ্ত হও। মতিয়া, মতিয়া—এতক্ষণে তোমার শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছি—পাপিষ্ঠকে পশুর মত হত্যা ক'রছি। আল্লার নাম কর কাফুরখাঁ।

(ছুরিকা দ্বারা বক্ষ ভিন্ন করিতে গেলেন, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

না, এ ভাবে তোকে হত্যা ক'রবো না—এ মৃত্যু তোর পক্ষে শান্তি,—শাস্তি নয়। ভেবে ভেবে তোর অপরাধ অনুযায়ী নূতন দণ্ড আবিষ্কার ক'রব—যাতে সহস্র-বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালায় জ্বল্‌তে

জ্ব'ল্‌তে—তিলে তিলে তোর প্রাণবায়ু বহির্গত হবে। কুলাঙ্গার, তুই আমার বন্দী। নিঃশব্দে আমার সঙ্গে আয়—খবরদার।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

দেবলা ও বলদেব।

(দেবলা গান গাহিতেছেন, বলদেব মুগ্ধনেত্রে তাঁহাকে দেখিতেছেন।)

দেবলার গীত।

বঁধু তোমার হ'য়ে দাসী, সুখে ভাসি দিবানিশি,
কত তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি॥
বিশ্বজয়ী বীর তুমি, অবলা সরলা আমি,
কেমনে বাঁধিব তোমায় কোথায় পাব তেমন ফাঁসি।
পায়ে রেখ মনে রেখ—ওগো আমার হৃদয়-স্বামী,
দেখ' যেন শুকায় নাক' অকালে মোর মধুর হাসি।

বল। এ আবার কি রঙ্গ তোমার?

দেবলা। যেমন বিদ্যা তোমার, তেমনি বুঝেছ। এ বুঝি রঙ্গ?

বল। (কৃত্রিম কোপে) দেখ দেবলা! এখন আমি যে সে লোক নই, যে যখন তখন তুমি আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'র্‌বে। মনে রেখ—এখন আমি মহারাজ বলদেবজী,—যার শক্তির নিকট সম্রাট আলাউদ্দিনও পরাভূত।

দেবলা। ওঃ, ভারি বীরপুরুষ তুমি! ভাগ্যিস্ দয়া ক'রে আমি তোমার

গৃহলক্ষ্মী হ'য়েছি—নইলে আর যুদ্ধে জয়ী হ'তে হ'ত না! ওঃ—ওঁর শক্তির নিকট আলাউদ্দিন পরাভূত! কি শক্তিমান্ পুরুষ।

বল। না, আমি শক্তিমান্ হব কেন? তোমার শক্তিতেই আমার চলে।

দেবলা। সে কথা একশ' বার। আমিই যে তোমার শক্তি! দেখ না, যত দিন আমি তোমার ঘরে আসিনি, তত দিন তুমি বিজিত,—আর যেই আমি তোমার অঙ্গনে পা বাড়িয়েছি, সেই তোমার গলে জয়মাল্য।

বল। সত্য ব'লেছ দেবলা,—তুমিই আমার রাজলক্ষ্মী। তোমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমার রাজশ্রী শতগুণে বর্দ্ধিত—তোমায় পেয়ে আমি ধন্য।

দেবলা। ওঃ—ভাবে যে একেবারে গদ্‌গদ হ'য়ে গেলে?

বল। দেখ্‌লে,—কথায় কথায় কত দেরী হ'য়ে গেল!

দেবলা। কেন?

বল। আজ বন্দীদের বিচার—আমায় এখনই দরবারে যেতে হবে। (দাসীর প্রবেশ) কি চাই?

দাসী। বিশেষ দরকারে সাহাজাদা একবার সাক্ষাৎ চান।

বল। এমন অসময়ে?—চল যাচ্ছি।

দেবলা। তাঁকে এখানেই ডাক—আমি কক্ষান্তরে যাচ্ছি।

বল। এখানে!

দেবলা। ক্ষতি কি। তাঁর মত আত্মীয়,—তাঁর মত বান্ধব—এ জগতে আমাদের কে আছে প্রিয়তম? হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করে পূজা ক'র্‌তে পার—যাঁর কথা স্মরণপথে উদিত হবামাত্র কৃতজ্ঞতায় মাথা আপনি নত হয়,—তাঁকে গৃহে প্রবেশ ক'র্‌তে দিতে পা'র্‌বে না? বিশেষ সাহাজাদা এখন সেই ইরানী বালার শোকে অধীর। তাঁকে এখানেই আহ্বান কর।

বল। তুমি ঠিক ব'লেছ দেবলা। সাহাজাদাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস— [দাসীর প্রস্থান।

তবে তুমি কক্ষান্তরে যাও দেবলা— [দেবলার প্রস্থান।

খিজিরের প্রবেশ।

এই যে, আসুন সাহাজাদা,—অমন সঙ্কুচিত ভাবে আ'স্‌ছেন কেন ?

খিজির। অভিশপ্ত পাপী এই ভাবেই দেবমন্দিরে প্রবেশ করে মহারাজ ; শত চিন্তা—শত ব্যাকুলতা,—পাছে তা'র স্পর্শে কিছু অপবিত্র হয়। বিস্মিতনেত্রে কি দেখছেন মহারাজ ?

বল। এক রাত্রে এত পরিবর্ত্তন !

খিজির। পরিবর্ত্তন !

বল। কৃষ্ণকেশ—শুক্লপ্রায়, চক্ষু—কোটরগত, গৌরবর্ণ—কৃষ্ণাভ— এ কি দেখছি সাহাজাদা ?

খিজির। এই পরিবর্ত্তন দেখেই চম্‌কে উঠেছেন মহারাজ !—যদি হৃদয় চিরে দেখাতে পারতেম, তা' হ'লে দেখ্‌তে বন্ধু—কি এক প্রলয়ের ভীম প্রভঞ্জন একরাত্র সেখানে বয়ে গেছে,—কি এক দুঃসহ জ্বালা প্রতি পলে শত বর্ষের পরমায়ু গ্রাস ক'র্‌ছে !—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা। শুক্ল কেশ, কোটরগত চক্ষু, তা'র কতটুকুর পরিচয় দিতে পারে ! যাঃ দেখ্‌ছ বলজি, এ মূর্ত্তি সজীব নয়—অসাড় অনুভূতিহীন, নিষ্প্রাণ—কঙ্কাল ! মাঝে মাঝে মনে হয়—এ'কে ভেঙ্গে, চুরে, টেনে, ছুড়ে ফেলে দি—

বল। প্রকিতিস্থ হ'ন সাহাজাদা—

খিজির। প্রকৃতিস্থ হ'ব আমি ! জান কি বলজি, কেন এ দারুণ মনস্তাপ ? সেই নিরপরাধা বালিকা, তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে আমায় ভালবেসেছিল, প্রতিদানে কি পেয়েছিল জান ? পদাঘাত ! নিষ্ঠুর পদাঘাত ! আর তা'র বিনিময়ে সে আমায় কি দিয়েছে

জান? প্রাণ!—পদাঘাতের বিনিময়ে—প্রাণদান! বলজি—বলজি আর কত সয়! মাঝে মাঝে মনে হয়, নিজের মাংস নিজে কামড়ে খাই—বুকের উপর তুষানল জ্বেলে রাখি। কি ক'রেছি! —কি ক'রেছি! (বক্ষে করাঘাত)

বল। সাহাজাদা! সাহাজাদা!

খিজির। সেই শুষ্ক নীরস সম্বোধন—সাহাজাদা! ও ডাকে আর মধু নেই,—ও কথা শুন্‌লে এখন ব্যঙ্গ মনে হয়—কানে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছা হয়! সাহাজাদা—সাহাজাদা—সাহাজাদা—যেন ঠেলে দূরে ফেলে দিতে চায়। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, শুধু বাহ্যিক মান, শুধু বৃথা আড়ম্বর। এমন অভাগা আমি, যে এই বিস্তীর্ণ জগতে এমন আমার কেউ নেই, যে একবার মুখের সম্বোধনে কাছে টেনে নেয়—যে একবার তার কোমল করস্পর্শে এই যাতনা-তপ্ত ললাটকে একটু শীতল করে,—কেউ নেই—আমার কেউ নেই।

(দেবলার প্রবেশ)

দেবলা। আছে। ভাই!

খিজির। আঃ!' যে হও তুমি, আবার ডাক—দারুণ পিপাসা—শুষ্ক হৃদয়—ডাক—আবার ডাক। এ ডাক ত' বহুদিন শুনিনি, এমন ভাবে ত বহুদিন কেউ বুকের কাছে টেনে নেয় নি, ডাক আবার ডাক—

দেবলা। ভাই—ভাই—

খিজির। যদি প্রাণের পিপাসা মিটিয়েছ সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে একবার কাছে এস বোন্! নয়ন ভ'রে তোমায় দেখি—

দেবলা। এই যে ভাই কাছে এসেছি,—(হাত ধরিলেন)

খিজির। বলজি—বলজি! আমার হাত পা ভেঙ্গে আসছে—দেহ আনন্দে অবশ—রোমাঞ্চিত! অসহ্য—অসহ্য! পালাই—ছুটে

পালাই—(বেগে প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) মহারাজ, যে জন্য এসেছিলেম,—না, থাক্— [প্রস্থান।

বল। এ যে উন্মাদের লক্ষণ! সাহাজাদা—সাহাজাদা— [প্রস্থান।

দেবলা। প্রাণ দিয়েও যদি তোমার এ যাতনার এক কণাও লাঘব ক'র্‌তে পা'র্‌তেম! ভগবান্! আমার ভাইকে শান্তি দেও—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(ফকিরগণের প্রবেশ।)

গীত।

আমি চাহিনা হইতে এ বিশ্ব জগতে
বিরাট বিপুল বিস্ময় মহান,
কর মোরে ধন্য, শস্যিয়া নগণ্য,
যাহে জীব লভয়ে কল্যাণ।
হে ভগবান।
আমি চাহিনা হইতে অনন্ত জলধি,
লবনাক্ত বারি নাহিক অবধি,
কর মোরে ক্ষুদ্র নির্ম্মল কূপ,
স্নিগ্ধ হবে জীব বারি করি পান;
হে ভগবান।
আমি চাহিনা হইতে বিরাট হিমাদ্রি
উর্দ্ধশীর্ষ নভ-বক্ষভেদী;
কর মোরে ক্ষুদ্র সমতল ভূমি,
শস্য লভি জীব ধরিবে পরাণ।
হে ভগবান।

আমি চাহিনা হইতে মহান মহীরুহ,
যোজন বিস্তৃত বিশাল দেহ ;
কর মোরে ক্ষুদ্র বংশখণ্ড,
দণ্ড করি অন্ধ করিবে প্রয়াণ।
হে ভগবান্।

চতুর্থ দৃশ্য।

দরবার-মণ্ডপ।

সিংহাসনে বলদেব এবং পার্শ্বে খিজির উপবিষ্ট।

শৃঙ্খলিত যবন-সৈন্যগণ।

বল। সৈন্যগণ, তোমরা বীর; তোমাদের হত্যা ক'রে আমি কলঙ্ক-ভাজন হ'তে চাই না,—তোমরা মুক্ত—দিল্লী ফিরে যাও।

সৈন্যগণ। জয়, মহারাজের জয়—

খিজির। ইস্‌লামীয়গণ, তোমাদের স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মী এক বালিকার সমাধিতে যোগদান ক'র্‌তে আমি তোমাদের আহ্বান করি। ইস্‌লামীয়গণ,—এ তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

১ম সৈন্য। সানন্দে আমরা যোগ দেব, জনাব।

খিজির। উত্তম, তবে এস,—সকলে নতজানু হ'য়ে মহারাজ বলদেবজির নিকট তার কবরের উপযুক্ত ভূমি ভিক্ষা করি।

(সকলে নতজানু হইল)

মহারাজ! সেই অভাগিনীর কবরের জন্য আপনার এই রাজ্যের সামান্য একটু জমি ভিক্ষা চাই। ভরসা করি, বিধর্ম্মী হলেও মৃতের অন্তিমকার্য্যে এ ত্যাগ স্বীকারে আপনার ন্যায় মহানুভব কখনও কুণ্ঠিত হবেন না

বল। উঠুন সাহাজাদা,—ওঠ বীরগণ! সাহাজাদা, আমার রাজ্যে

যেখানে ইচ্ছা, আপনি সেই বালিকাকে সমাহিত করুন। সেই দেবীর কবর বক্ষে ধারণ ক'রে আমার নগরী ধন্য হোক্।

খিজির। মহারাজের জয় হোক্।

বল। কে আছিস্?—বন্দী আলীখাঁ—

খিজির। (সুপ্তোত্থিতের ন্যায়) আলী খাঁ! আলী খাঁ!—মহারাজ, যদি অনুমতি করেন, তবে আলী খাঁ আর কাফুরের বিচার আমি নিজে ক'র্‌তে চাই। ব্যক্তিগতভাবে তা'রা আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে।

বল। আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি, সাহাজাদা।

(আলীখাঁকে লইয়া একজন সৈনিকের প্রবেশ)

খিজির। আলী খাঁ!

আলী। সাহাজাদা!—আমায় প্রাণে মার্‌বেন না,—আমি আপনার জুতোর ধূলো;—দোহাই সাহাজাদা, টাকার লোভ দিয়ে তা'রা আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছিল।

খিজির। বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন কুক্কুর! অর্থের লোভে আমায় হত্যা ক'র্‌বার প্রয়াস পেয়েছিলি! অথচ তুই পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতিস্—আমিই তোকে কুড়িয়ে এনে, প্রাসাদে স্থান দিয়েছিলেম—অন্ন দিয়ে তোর প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলেম! এত অকৃতজ্ঞ তুই! নরাধম, তোকে প্রাণভিক্ষা দিলে, আবার অন্য হিতৈষীর বুকের উপর ব'সে তা'র টুঁটি কাম্‌ড়ে ধ'র্‌বি। তুই জীবিত থাক্‌লে যে দেশে তুই বাস ক'র্‌বি সে দেশের বায়ু পর্য্যন্ত কৃতঘ্নতার বিষে আচ্ছন্ন হবে,—নিমকহারাম কুক্কুর—তোর নিস্তার নেই—

(আলীর মস্তকের কেশ ধরিয়া তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন)

আলী। ও আল্লা। জল—জল

খিজির। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমার পানীয়ে বিষ মিশিয়েছিলি না! জল দেব—জল দেব! এই দিচ্ছি খাও—

(তরবারির আঘাতে মস্তক দেহচ্যুত করিলেন,
সেই মুণ্ড ধরিয়া।)

মতিয়া,—মতিয়া,—কতকটা তৃপ্ত হও। আর একটু অপেক্ষা কর, কাফুরের তপ্ত রুধিরে পূর্ণমাত্রায় তোমার তৃপ্তি সাধন ক'র্‌ব।—কেমন অর্থলোভী পিশাচ,—অর্থের লালসা এইবার মিটেছে? কি ক'র্‌ব—তোর মত মূষিককেও আজ হত্যা ক'র্‌তে হ'ল—কৈ হায়—কাফুরখাঁ—

কাফুর। একি? আলী খাঁ!

খিজির। হাঁ, আলীখাঁ।—তোমার প্রাণের দোস্ত্ সে!—তার মুণ্ডে তোমারই অধিকার!—এই নাও—

(আলীর ছিন্নশির কাফুরের অঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন)

কাফুর। এ কি পৈশাচিক ব্যবহার!

খিজির। আজ এর প্রয়োজন হ'য়েছে। তোমার পৈশাচিক আচরণের প্রতিশোধ নিতে আজ পিশাচ হ'য়েছি—ছিন্নশির দর্শনে আজ আনন্দ—রুধিরে আজ তৃপ্তি!—পৈশাচিক ব্যবহার! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

কাফুর। খিজির খাঁ,—যদি আমায় হত্যা ক'র্‌তে চাও, হত্যা কর,—এ দৃশ্য আমি সহ্য ক'র্‌তে পারি না।

খিজির। বীর তুমি, এত অল্পে অধীর! বিষাক্ত শরে অতর্কিত অবস্থায় রমণীকে হত্যা ক'র্‌বার আদেশ দিতে যার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়নি,—পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার হৃদয় বিষাক্ত ক'র্‌তে যা'র বক্ষঃরক্ত জমাট বাঁধে নি,—পুনঃ পুনঃ পরাভূত হ'য়ে আততায়ীকে গরল-দানে হত্যা ক'র্‌তে যার প্রাণ একটুও কাঁপেনি,—আজ তার এ অধীরতা কেন?

কাফুর। অসহ্য! অসহ্য! খিজিরখাঁ—আমি তোমার বন্দী—শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত—

খিজির। ধীরে, কাফুর, ধীরে!—এত ব্যস্ত কেন! তুমি ত আলীখাঁর মত সামান্য লোক নও, যে অসির এক আঘাতে তোমার মস্তক দেহচ্যুত ক'র্‌ব—তুমি দিল্লীশ্বরের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ,—ভারতের ভাগ্যবিধাতা,—মহাবীর,—মহাবিচক্ষণ! তোমাকে একটু বিবেচনা ক'রে শাস্তি দিতে হ'বে। এমন শাস্তি দেব, যা মরণের পরপারে গিয়েও তোমার স্মরণ থাক্‌বে—দাঁড়িয়ে যারা দেখবে—সপ্তাহ তা'দেরও আহার নিদ্রা থাক্‌বে না—ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠ্‌বে—মূর্চ্ছা যাবে,—এমন মৃত্যু তোমায় দেব—

কাফুর। খিজির—খিজির—এ কি নারকীয় মূর্ত্তি তোমার! তুমি যেন মনে মনে কি এক ভীষণ বিভীষিকার ছবি আঁক্‌ছ!

খিজির। ঐ, ঐ, মতিয়া আমার চক্ষের সম্মুখে—দেখ্‌তে—দেখ্‌তে আঁখিতারা নিষ্প্রভ,—স্থির; দেহ হিম,—কঠিন,—অসাড়; গৌরতনু—বিবর্ণ; জিহ্বা চিরদিনের জন্য নীরব,—নিথর,—নিষ্পন্দ।—ঐ—ঐ—সেই ক্ষীণ আর্ত্তনাদ,—দুঃসহ যাতনায় দন্তে দন্তে অধর দংশন—কাতরতা গোপনের সেই নিষ্ফল প্রয়াস—

বলজি। খিজির—

খিজির। ঐ—ঐ—সেই জড়িত কণ্ঠে প্রতিশোধ কামনা—এখনও—এখন—আমার কানে বাজ্‌ছে; হত্যা—নিষ্ঠুর হত্যা! বন্দী,তোমার শাস্তি—তপ্তৈতৈলপূর্ণ কটাহে তোমায় নিক্ষেপ ক'র্‌ব—পুড়্‌তে পুড়্‌তে তোমার প্রাণ বেরোবে,—

কাফুর। ওঃ—খিজির, খিজির—আমায় অন্য শাস্তি দেও—

খিজির। কোন কথা শুন্‌তে চাই না—নিয়ে যাও। না, দাঁড়াও—তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ ক'র্‌লে কতটুকু যন্ত্রণা পাবে।—কতক্ষণ সে যাতনা স্থায়ী হবে! না, এ শাস্তি যথেষ্ট নয়। যে জ্বালায় কৃষ্ণকেশ একরাত্রে শুক্ল হয়, তার লক্ষভাগের এক ভাগ

যন্ত্রণাও এ'তে হবে না—এ'কে কোমর পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত করে অজগর সর্পকে আঘাত করে ছেড়ে দেবে—তা'তে আহত হ'য়ে সমস্ত শক্তিতে তা'রা এই দুরাত্মাকে দংশন করে।

কাফুর। ওঃ—

খিজির। এই-ই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। নিয়ে যাও—

[কাফুরকে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান।

কে আছিস্, শীঘ্র কাফুরকে ফিরিয়ে আন্—

(কাফুর ও সৈনিকের পুনঃ প্রবেশ)

কাফুর। আবার কেন খিজির ?

খিজির! প্রয়োজন আছে।—ভেবে'ছ কাফুর, আমি বেঁচে থে'কে দিবারাত্র জল্‌ব—আর তুমি ম'রে সমস্ত জ্বালার হাত এড়াবে? অজগরের একটা ছোবলে তুমি ঢ'লে পড়্‌বে, পরমুহূর্ত্তে মহাশান্তি,—তত অনুগ্রহ আমি ক'র্‌ব না।

কাফুর। তবে ?

খিজির। তোমার শাস্তি আমি স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছি না. যতই ভীষণ দণ্ডের কল্পনা ক'র্‌ছি—আমার প্রাণের অনলের তুলনায় তা' তুচ্ছ জ্ঞান হচ্ছে। যাও,—আপাততঃ তুমি কারাগারে থাক—

কাফুর। যা ক'র্‌বে আজই ক'রে ফেল—

খিজির। বন্দীর উপদেশের কোন প্রয়োজন নেই! শোন সৈনিক, কারাগারে এর সম্মুখে আলীখাঁর ঐ ছিন্নমুণ্ড টাঙ্গিয়ে রাখ্‌বে—যাতে চো'ক খুল্‌লেই এর নজরে পড়ে। নিয়ে যাও—

কাফুর। খিজির, খিজির,—তা'র চেয়ে আমায় বধ কর,—যে ভাবে তোমার ইচ্ছা—আমায় বধ কর।

খিজির। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

পঞ্চম দৃশ্য।

সমাধি-ক্ষেত্র।

(নাগরিকাগণের প্রবেশ)

গীত।

নীরবে সাধি প্রেম-ব্রত,
দিয়ে আত্মবলি চির নিদ্রাগত।
ভবে এসে যেন ফুটিল ফুল,
সৌরভে দিক্ করিল আকুল,
করিল সুধাদান, পেল না প্রতিদান,
কেন ভবে আসিল, কেন ভালবাসিল,
সংসার নিতে জানে দিতে নাহি জানে ত'।
অতৃপ্ত আশা হৃদয়ে ধরিয়া,
হের সে ঘুমায়ে র'য়েছে জাগিয়া,
আজি তার স্মৃতি রাখিতে জাগ্রত,
যত প্রেমিক অনুতপ্ত চিত।

[প্রস্থান।

খিজির। বিষাদ এবং আনন্দের কি চমৎকার সংমিশ্রণ! দাহ এবং শান্তি একসঙ্গে প্রাণের ভিতর জেগে উঠ্‌ছে। এ কি! ফুল! কে এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ সমাধিতে এসে কুসুম-উপহারে তার আরাধনা ক'রেছে? তার কথা স্মরণ ক'রে একবিন্দু অশ্রুপাত ক'রেছে? আমার মত অভাগা কি এ জগতে আরও আছে! (নতজানু হইয়া কবরের সম্মুখে বসিলেন) ইরানী, বন্ধু—প্রিয়তম,—অপরাধের যোগ্য দণ্ড কি এখনও হয়নি! একবার এস মতিয়া, ফিরে এস—এবার পায়ে ধ'রে তোমার ক্ষমা চাইব—আদর ক'রে তোমায় হৃদয়ে বসাব,—প্রেমসম্ভাষণে তোমায় অভ্যর্থনা ক'র্‌ব। আমার সামান্য কষ্ট দেখ্‌লে

তুমি অধীর হ'তে—আজ, কোন্ প্রাণে মনস্তাপের এই প্রবল বহ্নিতে আমায় দগ্ধ ক'র্‌ছ ? যদি চক্ষু থাকে, আমার দেহের দিকে একবার ফিরে চাও—যদি হৃদয় থাকে, আমার প্রাণের ভিতর একবার উঁকি মেরে দেখ,—দেখ কি জ্বালা,—কি দুঃসহ দাহ সেখানে। তা'হলে এই মাটি ফুঁড়ে আমায় মার্জ্জনা ক'র্‌তে তুমি উঠে আ'স্‌বে—(জঙ্গিস্ খাঁর প্রবেশ) এস এস প্রিয়তম,—একবার এস—আমায় মার্জ্জনা ক'রে যাও, বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—অসহ্য—অসহ্য—(বক্ষে করাঘাত)

জঙ্গিস্। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

খিজির। কে? কে তুমি এই নির্জ্জন সমাধিক্ষেত্রে প্রেতের মত অট্টহাসি হা'স্‌ছ ?

জঙ্গিস্। তোমারই মত মানুষ।

খিজির। সজীব, না নির্জীব ?

জঙ্গিস্। তোমারই মত সজীব—

খিজির। বিশ্বাস হয় না।

জঙ্গিস্। কারণ ?

খিজির। পরের দুঃখ দেখে মানুষ এমন পিশাচের মত হাস্‌তে পারে না।

জঙ্গিস্। (ব্যঙ্গস্বরে) বাস্তবিক !

খিজির। নিশ্চয়।

জঙ্গিস্। তুমি এ রকম্ আর দেখনি ?

খিজির। দেখা দূরের কথা, কোনদিন কল্পনাও ক'র্‌তে পারি নি।

জঙ্গিস্। আমি কিন্তু দেখেছি—

খিজির। কোথায় ?

জঙ্গিস্। দিল্লীতে।

খিজির। দিল্লীতে !

জঙ্গিস্। হাঁ দিল্লীতে—হারেমে।

খিজির। হারেমে !!!

জঙ্গিস্। হাঁ হারেমে। তবে শুন্‌বে ?—বেশী দিনের কথা নয়, এক পিশাচ তার প্রণয়াকৃষ্টা চরণাশ্রিতা রমণীকে পদাঘাত ক'রে, তার মর্ম্মে নিদারুণ শেল বিঁধিয়ে, এমনি ভাবে দানবীয় উল্লাসে অট্টহাসি হেসে গগন বিদীর্ণ ক'রেছিল। অবলা ছিন্ন ব্রততীর মত যাতনায় মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে খোদাকে ডেকেছিল ! কড়াক্রান্তি হিসাব ক'রে শোধ দিয়েছে—চমৎকার তার প্রতিশোধ !

খিজির। কে তুমি ?

জঙ্গিস্। আমার নাম জঙ্গিস্ খাঁ—

খিজির। তুমি সে কথা কেমন ক'রে জান্‌লে ?

জঙ্গিস্। সেই অবলা আমার ধর্ম্ম-ভগ্নী ছিল।

খিজির। তুমি কি তার সেই ভাই ?

জঙ্গিস্। কোন্ ভাই ?

খিজির। স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য যে তাকে পাঠিয়েছিল।

জঙ্গিস্। হাঁ। সহস্রবার বক্ষ বিদীর্ণ করে—লক্ষবার শিরশ্ছেদ ক'রে যে শাস্তি না হ'ত, নিজপ্রাণ বলি দিয়ে—তোমার জীবন-রক্ষা ক'রে—আজ তা' অপেক্ষা অনেক গুরুদণ্ড তোমায় দিয়েছে। যাতনায় আজ তার কবরের সাম্‌নে ব'সে বুক চাপ্‌ড়াচ্ছ—তাই দেখ্‌ছি, আর আনন্দে শতমুখে আমার তৃপ্তির হাসি বক্ষভেদ ক'রে বেরুচ্ছে। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তার সন্ধানে দিল্লী থেকে এসেছিলেম—আজ তার সন্ধান পেয়ে,—তার কার্য্য দেখে, হাল্‌কা প্রাণে ফিরে যাচ্ছি। চমৎকার প্রতিশোধ ! চমৎকার প্রতিশোধ !! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

(প্রস্থানোদ্যত)

খিজির। একটা কথা—

জঙ্গিস্। কি?

খিজির। প্রাণ দিয়ে শত্রুর জীবন রক্ষা ক'র্‌লে কি তার কঠোর শাস্তি হয়?—তার কার্য্যের সমুচিত প্রতিশোধ হয়?

জঙ্গিস্। নিজেই তা' প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌তে পা'র্‌ছ—আমায় কেন জিজ্ঞাসা কর? চমৎকার প্রতিশোধ! চমৎকার প্রতিশোধ! [প্রস্থান।

খিজির। নিজ হস্তে আলিখাঁর শিরশ্ছেদ ক'রেছি,—এক নিমিষে সব শেষ! কি যাতনা তার! আর আমি?—পেয়েছি—পেয়েছি কাফুর, এইবার তোমার মৃত্যুবাণ পেয়েছি—আর তোমার রক্ষা নেই— [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কারাকক্ষ।

কাফুর।

কাফুর। আবার—আবার সেই বিভীষিকা,—চোখ বুঁজে আছি, তবুও চোখের সামনে তার ছিন্ন মস্তক। ঐ যে সম্মুখে বিকৃত, বিগলিত সেই শির! পেছন ফিরে দাঁড়াই। এ দিকেও আবার! এ যে দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে,—চতুর্দ্দিকে সেই ছিন্ন শির—সেই রক্তধারা! কোথায় পালাই—কোথায় পালাই? ঐ—ঐ চারিদিকে আমায় ঘিরে ফেলেছে! কে কোথায় আছ, আমায় এ নরক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর—মুক্ত কর—(ভূমিতে পতন—পরে উঠিয়া) স্তব্ধ জগৎ—জেগে একা আমি। বিশ্ব নিদ্রিত—আমায় প্রহরী রেখে। কত যুগ এই ভাবে চলে যাবে,—তারা ঘুমুবে,—আমায় পাহারা দিতে

হ’বে। কেন? কিসের জন্য প্রাণ এত যন্ত্রণায়ও এ দেহকে এমন ব্যগ্রভাবে আঁকড়ে ধ’রে আছে? ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—চ’লে যাই। (গবাক্ষের সম্মুখে আসিয়া) শান্ত প্রভাত নূতন রং-এ রঞ্জিত হ’য়ে আবার দেখা দিয়েছে—আজ সে এত মলিন—এত কদর্য্য! একদিন ছিল—যখন এই প্রভাতের দীপ্তি দেখে—ঐ আবার—আবার আলীর সেই ছিন্নশির মুখব্যাদান ক’রে বিগলিত দেহ নিয়ে, আমায় বিনাশ ক’র্‌তে ছুটে আস্‌ছে,—ঐ এলো, ঐ এলো—রক্ষা কর,—কে কোথায় আছ—পিশাচের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।

(কাঁপিতে লাগিল)

(খিজির খাঁর প্রবেশ)

খিজির। কাফুর!

কাফুর। কে? খিজির! সাহাজাদা, তোমাদের আশ্রিত আমি, আমায় রক্ষা কর। ঐ—ঐ—আলীর মুণ্ড আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে আছে! দোহাই তোমার—আমায় রক্ষা কর,—

খিজির। কাফুর!

কাফুর। না—না—কোথাও ত’ কিছু নেই—ঐ ত আলীর শির প্রাচীর—সংলগ্ন। কি ভীষণ প্রাণঘাতী মনোবিকার!

খিজির। কাফুর, শাস্তিগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।

কাফুর। এর চেয়ে ভীষণতর আর কি শাস্তি দেবে খিজির খাঁ?

খিজির। আমি পরাজিত হ’লে তুমি কি ক’র্‌তে?

কাফুর। তোমায় শৃঙ্খলিত ক’রে সম্রাটের সমক্ষে হাজির ক’র্‌তেম—

খিজির। এই মাত্র!

কাফুর। সম্রাটের শেষ আদেশ এইরূপই ছিল। হাঁ—আমায় কি শাস্তি দিতে এসেছ?

খিজির। তুমি মুক্ত—এই তোমার শাস্তি।

কাফুর। বন্দীর সঙ্গে পরিহাস ক'রে, তার অবস্থার বিষয় তাঁকে বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেওয়া—বীরত্বের পরিচায়ক বটে।

খিজির। পরিহাস নয়—আমায় বিশ্বাস কর কাফুর,—তুমি মুক্ত—দিল্লী ফিরে যাও।

কাফুর। "তুমি মুক্ত—দিল্লী ফিরে যাও"—এ পরিহাস ভিন্ন আর কি বুঝ্‌ব খিজির খাঁ!

খিজির। পরিহাস! কেন?

কাফুর। তোমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে না পা'র্‌লে, দিল্লীতেও আমি নিরাপদ নই। সম্রাটের আদেশে হয় আমাকে কারাকক্ষ উজ্জ্বল ক'র্‌তে হবে, অথবা হৃদয়-রুধিরে ঘাতকের খড়্গ রঞ্জিত ক'র্‌তে হবে।

খিজির। কেন?

কাফুর। সম্রাটের শেষ আদেশের এই-ই মর্ম্ম। মৃত্যু আমার অনিবার্য্য, তোমার হাতেই হ'ক বা সম্রাটের আদেশেই হ'ক। তবে তোমার হাতে মরণই আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

খিজির। কেন?

কাফুর। পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ক্ষুদ্র দেবগিরির হীনশক্তির নিকট পরাজিত হ'য়ে, কেমন ক'রে এই কলঙ্কিত মুখ দরবারে দেখাব? সবাই টিট্‌কারি দেবে—যারা জীবনে অস্ত্র হাতে করেনি,—কাপুরুষ ব'লে তারাও উপহাস ক'র্‌বে! সে লাঞ্ছনা কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌ব?

খিজির। হুঁ—তোমার বাঁচতে সাধ হয়?

কাফুর। অবোধের মত এ কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ খিজির? দিবারাত্র যে মৃত্যুকে আহ্বান করে, সেও জলমগ্ন হ'লে প্রাণরক্ষার জন্য ক্ষুদ্র তৃণকে অবলম্বন করে।

খিজির। (স্বগত) মতিয়া, তোমার শক্তির এক কণা আমায় ভিক্ষা দাও, (প্রকাশ্যে) কাফুর তুমি দিল্লী ফিরে যাও—এই আমি তোমায় নিজহস্তে শৃঙ্খলমুক্ত করে দিচ্ছি। (তথাকরণ)

কাফুর। চমৎকার সাহাজাদা!

খিজির। ব্যঙ্গ নয়—আমার কথা শোন। যে ভাবে গেলে, তুমি নিরাপদ হ'তে পারবে, সেই ভাবে দিল্লী যাও?

কাফুর। তুমি কি উন্মাদ খিজির?

খিজির। সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ।

কাফুর। আমি যে কিছু ধারণা ক'রতে পা'রছি না।

খিজির। অতি সোজা কথা—অতি সহজ কাজ। আমায় শৃঙ্খলিত ক'রে দিল্লী নিয়ে চল। তুমি নিরাপদ হও।

কাফুর। দিল্লীতে তোমার কি বিপদ জান?

খিজির। বেশ জানি।

কাফুর। তবুও তুমি—

খিজির। হাঁ তবুও আমি যাব।

কাফুর। একি প্রহেলিকা খিজির?

খিজির। কিছু না,—এই কয়দিন দিবারাত্র ভেবে ভেবে তোমার শাস্তি নির্ণয় ক'রেছি। বন্দী,—গ্রহণ কর।

কাফুর। শাস্তি!

খিজির। হাঁ শাস্তি। আমায় শৃঙ্খলিত কর কাফুর,—বিলম্ব ক'র না, বিলম্বে কার্য্য পণ্ড হবে।

কাফুর। এতক্ষণে বুঝেছি। হে মহান্—উদার—পুরুষোত্তম! মূর্খ আমি, তাই এতদিন তোমায় বুঝ্‌তে পারিনি! ধ্যানের ধারণা, কবির কল্পনা তুমি,—অজ্ঞান আমি—কেমন ক'রে তোমায় ধ'রব! কিন্তু সাহাজাদা, আমরণ এই বিভীষিকার রাজ্যে থাক্‌ব—এই

নরকের গর্ভে প'চে মাটির সঙ্গে মিশে যাব,—সেও স্বীকার, তবুও এ শাস্তি গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌ব না। আমায় ক্ষমা কর—না, প্রাণান্তেও তা' পা'র্‌ব না।

খিজির। কেন?

কাফুর। পরশ-মণিস্পর্শে লৌহও স্বর্ণ হয়,—আলোকের আগমনে আঁধার টুটে যায়। আজ আমি নূতন আলোক দেখ্‌তে পেয়েছি, কি উজ্জ্বল—কি মহিমাময়—কি স্বর্গীয় আভায় দীপ্ত! চোখ আমার ঝ'ল্‌সে যাচ্ছে—খিজির, আমায় ক্ষমা কর।

খিজির। তুমি বন্দী,—আমার ইচ্ছানুরূপ শাস্তি গ্রহণে বাধ্য।

কাফুর। তা' সত্য বটে। খিজির খাঁ,—মনে বড় অহঙ্কার ছিল যে, আমি অজেয়। যুদ্ধে তোমার নিকট পরাস্ত হয়েছিলেম, কিন্তু সান্ত্বনা ছিল যে, দৈবদুর্ব্বিপাকে আমি বিজিত—হয় ত, পুনরায় যুদ্ধ হলে জয়ী হব। কিন্তু আজ এক নিমিষে তুমি আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে দিলে! এক কথায় জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিলে! হে বিরাট পুরুষ,—আজ নতমস্তকে তোমার দেবদুর্লভ মহত্ত্বের নিকট মুক্তকণ্ঠে পরাজয় স্বীকার ক'রছি।

খিজির। আমায় শৃঙ্খলিত কর কাফুর—(কাফুরের তথাকরণ)—মতিয়া! মতিয়া! আমার চোখের সাম্‌নে আরও উজ্জ্বল—আরও সুস্পষ্ট হ'য়ে দাঁড়াও।

পঞ্চম অঙ্ক।

—০:*:০—

প্রথম দৃশ্য।

দেবগিরি রাজ-প্রাসাদ—কক্ষ।

দেবলা ও দেবীদাসের প্রবেশ।

দেবলা। যা ব'ল্‌ব স্থির হ'য়ে শোন। আমাদেরই জন্য আজ সাহাজাদা বিপন্ন। আমাদের না জানিয়ে—না ব'লে—তিনি দিল্লী গিয়েছেন, নিষ্ঠুর আলাউদ্দিনের বিধানে তাঁর পরিণাম তুমি বেশ বুঝ্‌তে পারছ। আজ কি আমাদের চুপ ক'রে বসে থাকা সাজে?

দেবী। কি ক'র্‌বে?

দেবলা। কেন? কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই ত উপযুক্ত অবসর, আমারই জন্য এই দুর্ঘটনা। আমি যদি দিল্লী গিয়ে ধরা দেই, তবে নিশ্চয় আমার মায়ের ক্রোধশান্তি হবে, সম্রাটও সন্তুষ্ট হ'য়ে সাহাজাদার পূর্ব্বাপরাধ বিস্মৃত হ'য়ে আবার তাঁকে প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখ্‌বেন; ধূমকেতুর মত উদিত হ'য়ে সাহাজাদার জীবনে আমি যে মহাবিপ্লব বাধিয়েছি, আমার ধরা দেওয়াতে তা' শান্ত হবে।—আমি দিল্লী যাব।

দেবী। তুমি উন্মাদিনী দেবলা,—নইলে কখন এরূপ জঘন্য প্রস্তাব

ক'র্‌তে পা'র্‌তে না। তোমাকে দিল্লী নিয়ে যাবে—তুমি পাঠানের অন্তঃপুরচারিণী হবে—মুসলমানের বিলাসের দাসী হবে,—সেই দৃশ্য দেখ্‌তে হবে এই আশঙ্কায় না তোমার পিতা—আমার প্রভু—মরণের বুকে মুখ ঢেকেছেন। তাঁর কন্যা হ'য়ে তুমি দিল্লী যেতে চাও! খবর্‌দার, খবর্‌দার দেবলা,—পুনরায় আমার সম্মুখে ও হেয় বাক্য উচ্চারণ ক'র না—হয়ত বা আত্মবিস্মৃত হব—অস্ত্রের উপর সংযম হারা'ব।

দেবলা। দেবীদাদা, তবে কি আমি এই সুখ সম্ভোগ,—এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিমজ্জিত থা'ক্‌ব,—আর যিনি এর কারণ—যাঁর করুণায় আজ আমি ইন্দ্রাণীর চেয়ে সুখী, উপায় থা'ক্‌তে তাঁর জীবনরক্ষার্থে একটা অঙ্গুলি সঞ্চালনও ক'র্‌ব না?

দেবী। কি উপায়ে তুমি তাঁকে রক্ষা ক'র্‌বে?

দেবলা। আমি দিল্লী যাব।

দেবী। দিল্লী যাবে! আবার সেই প্রস্তাব। তোমার মাতা কমলাদেবী কিন্তু পিতা বোধ হয় করুণসিংহ নন।

দেবলা। দেবীসিংহ! সংযত ভাবে কথা ব'ল। স্মরণ রে'খ যে তুমি দবগিরির অধিশ্বরীর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌ছ।

দেবী। আর দেবগিরির অধীশ্বরী, তুমিও মনে রে'খ যে দেবীসিংহ কলঙ্ক ও মনস্তাপ হ'তে নিজেকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য তার প্রভু যখন নিজহস্তে বক্ষ ভিন্ন ক'র্‌লেন, তখন পর্ব্বতের মত অটল—অচল হ'য়ে চোখের উপর সেই মৃত্যু দেখেছে—তুমি সেই দেবীসিংহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে—আর সে এখন সম্পূর্ণ সশস্ত্র! যেমন বৃক্ষ তার তেমনি ফল। কি ভ্রূকুটি ক'র্‌ছ! সেই দুশ্চরিত্রা নারীর দৃষ্টান্ত আদর্শ ক'রে, বুঝি এখন পৈশাচিক লালসা চরিতার্থ ক'র্‌তে দিল্লীর ব্যভিচারের স্রোতে ভা'স্‌তে চাও। কিন্তু দেবীসিংহ জীবিত

থাক্‌তে তোমার সে বাসনা পূর্ণ হবে না। তুমি স্বপ্নেও মনে ক'র না যে হস্তে তরবারি থাকতে তোমাকে পাঠানহারেমে—আমি কি—ক্ষিপ্ত হ'য়ে গেছি। আমায় ক্ষমা কর্‌ দিদি—তোকে যে এত দুর্ব্বাক্য ব'ল্‌তে পারি, এ যে আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভা'বতে পারিনি! আমায় ক্ষমা কর্‌ দিদি—বড় দুঃখে —

(চক্ষু মুছিলেন)

দেবলা। রাজপুত! ব'ল্‌তে পার, আমার পিতা কে?

দেবী। একি অদ্ভুত প্রশ্ন পাগলী।

বেদলা। আমার কথার উত্তর দাও—

দেবী। করুণসিংহ—

দেবলা। তোমার বিশ্বাস হয়?

দেবী। তুই কি ক্ষেপে গেলি।

দেবলা। তোমার কি বিশ্বাস হয়, যে আমি করুণসিংহের ঔরসজাত?

দেবী কেন হবে না?

দেবলা। তবে রাজপুত, মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে আমার সঙ্গে দিল্লী যেতে প্রস্তুত হও—যাও—তোমার গুরুর দোহাই—কোন কথা ব'ল না—কোন প্রশ্ন ক'র না,—সত্বর প্রস্তুত হও।

(চিন্তিতভাবে দেবীসিংহের প্রস্থান ও বিপরীত দিক হইতে বলদেবের প্রবেশ)

বলদেব। দেবলা—

দেবলা। প্রিয়তম—

বলদেব। আমি প্রস্তুত—আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র্‌বার অবকাশ নেই—তুমি সত্বর প্রস্তুত হ'য়ে এস।

দেবলা।. সেকি! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বলদেব। কেন, দিল্লীতে! আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে তোমার সমস্ত কথাই শুনেছি।

দেবলা। তুমিও যাবে!

বল। তা'তে আশ্চর্য্য হ'চ্ছ কেন প্রিয়তমে! সাহাজাদার কাছে কি শুধু তুমিই কৃতজ্ঞ! আমি কি ভুলে গিয়েছি প্রিয়তমে, যে কে অযাচিত ভাবে আমায় এই দেবগিরির সিংহাসন দান ক'রেছে—কে বিধাতার করুণার ন্যায় আমার চির-ঈপ্সিত দেবলাকে আমার বুকে তুলে দিয়ে, আমায় জগতের শ্রেষ্ঠ সুখে সুখী ক'রেছে। চল দেবলা, স্বামী স্ত্রীতে গিয়ে আলাউদ্দিনের পায়ে লুটিয়ে পড়ি গে'—তা'তে যদি সাহাজাদাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারি। প্রতিমুহূর্ত্তই এখন মূল্যবান্—তুমি সত্বর প্রস্তুত হ'য়ে এস।

[বিপরীত দিকে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

আলাউদ্দিন ও কমলাদেবী।

কমলা। এ কি সত্য?

আলা। আমায় কি তুমি অবিশ্বাস কর?

কমলা। অপরাধী ক'র্‌বেন না জনাব,—কিন্তু আপনারই মুখে শুনেছিলেম, যে দেবগিরির যুদ্ধে সম্রাটের বাহিনী পরাস্ত এবং কাফুর বন্দী। জাঁহাপনা মেহেরবানি ক'রে এ বাঁদীকে জানিয়েছিলেন যে, অতি সত্বর সেই মারাঠা-বীরের দর্প চূর্ণ ক'র্‌তে নূতন সৈন্য যাবে। কই, এ কথা ত' কখনও শুনিনি যে, সাহাজাদা সেই যুদ্ধে বন্দী হ'য়েছেন।

আলা। পূর্ব্বে যা শুনেছিলেম—সে অলীক। কাফুর আমার সে

কুতাঙ্গার পুত্রকে বন্দী ক'রে দিল্লী পৌঁছেছে। পরাজিত হবে আলাউদ্দিনের বাহিনী!—ভারতের প্রশস্ত বক্ষে যা'র বিজয়-বৈজয়ন্তী গর্ব্বভরে সমুন্নত। অসম্ভব—অসম্ভব!

কমলা। জাঁহাপনার জয় হোক!

আলা। আজ আমি সেই রাজদ্রোহীর বিচার ক'রে তা'কে সমুচিত দণ্ড দেব!

কমলা। জাঁহাপনার যেরূপ ইচ্ছা। প্রপীড়িতা হ'লেও সে সম্বন্ধে আর আমি কোন কথাই কইব না।

আলা। কেন?

কমলা। একবার জাঁহাপনার কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রে বিরাগ-ভাজন হ'য়েছিলেম—সাত দিনের মধ্যে দেখা পাইনি—মর্ম্মপীড়ায় উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে বেড়িয়েছি। আর আমার কি আছে—স্বামী, গৃহ, পুত্র, কন্যা—সব হারিয়ে এখনও বেঁচে আছি! তুমি যদি অনাদরে দূরে ফেলে দাও—তুমি যদি অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে থাক,—দুঃখিনী কোন্ সুখে এ পাপ জীবনভার বইবে? কোন আশায়—

আলা। আবার সে কথা কেন কমলা? তা'র জন্য ত' কতবার মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রেছি। তোমার উপর যে কখনও রূঢ় হ'তে পারি এ আমার স্বপ্নেরও অতীত! জানি না, তোমার নয়নে কি কুহক আছে, তোমার কণ্ঠস্বরে কি মাদকতা আছে—তোমার অপার্থিব সৌন্দর্য্যে কি মোহ আছে, যার ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে আমার সম্পদের কোহিনুর—গৌরবের মুকুটমণি—মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি। কে কবে ধারণা ক'রেছে—কে কবে ভাব্‌তে পেরেছে যে যৌবনের তারল্যে ও উচ্ছৃঙ্খলতায় যা'র হৃদয় রমণীর অব্যর্থ কটাক্ষবাণ হেলায় জয় ক'রেছে—আজ প্রৌঢ়ত্বে সে এক নারীর অঙ্কুলাগ্রে নাগপাশে বদ্ধ হবে—রাজকার্য্য পরিত্যাগ ক'রে অন্তঃপুরে

আশ্রয় নেবে। আজ যদি পূর্ব্বের সেই আলাউদ্দিন জীবিত থাকত তবে ক্ষুদ্র দেবগিরি জয় ক'র্‌তে তার পঁচিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হ'ত না—পাঁচ হাজার নিয়ে সে মারাঠাজাতিকে পিষে ম'র্‌তে পা'র্‌ত। কিন্তু সব ছেড়েছি—সব হারিয়েছি—সব বিসর্জ্জন দিয়েছি,—আর সে তোমারই জন্য।

কমলা। এ বাঁদীর উপর জাঁহাপনার অসীম করুণা।

আলা। করুণা!—না—না—আলাউদ্দিনের হৃদয়ে করুণার স্থান নেই। এই নির্ম্মম হৃদয় স্নেহপ্রবণ খল্লতাতকে হত্যা ক'র্‌তে একটুও বিচলিত হয় নি,—শোভাময়ী সমৃদ্ধিশালিনী সহস্র নগরীকে শ্মশানের ভস্মস্তূপে পরিণত ক'র্‌তে একটুও কাঁপে নি,—জাতির পর জাতির উন্নতির পথে কুঠারাঘাত ক'রে তাদের ধ্বংসের করালবদনে তুলে দিতে একটুও টলেনি। পর্ব্বতের মত অচল অটল হ'য়ে নিজপথ পরিষ্কার ক'রেছে। করুণার সঙ্গে আলাউদ্দিনের চিরবিরোধ;—এ আমার দুর্ব্বলতা। বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি, এই অনৈসর্গিক আকর্ষণে দিনে দিনে আমার সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে,—আমার প্রাণের অনাবিল শান্তির নির্ঝর প্রতিমূহূর্ত্ত তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাসে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যাচ্ছে, তবুও পতঙ্গের মত ঘুরে ফিরে সেই অনলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি। কি এক দুর্দ্দমণীয় আকাঙ্ক্ষা—কি এক অতৃপ্ত তৃষ্ণা—আমায় কঠিন কশাঘাত ক'রে তাড়িয়ে নিয়ে যায়,—সাধ্য নেই আত্মরক্ষা করি—শক্তি নেই ফিরে যাই! যাক্ সে কথা,—খিজিরের সম্বন্ধে তোমার কিছু ব'লবার আছে?

কমলা। তুমি ত সবই জান। হলকর্ষণ ও কৃষি যাদের বৃত্তি, সেই নীচ মারাঠার ঘরণী আজ রাজপুতের কন্যা! ভাব্‌তেও আমার শরীরের রক্ত তপ্ত হ'য়ে মস্তিষ্কে ওঠে,—না জাঁহাপনা,—আমার ব'লবার কিছু নেই।

আলা। তবে কক্ষান্তরে বসে আমার বিচার দেখ। কৈ হ্যায়—বন্দী খিজির খাঁ—

কমলা। তোমারই কথায় আজও বেঁচে আছি,—তোমার অসীম করুণা থেকে এ বাঁদীকে কখন বঞ্চিত ক'র না। [প্রস্থান।

আলা। মাঝে মাঝে ভেতর থেকে যেন কে বজ্রমন্দ্রে বলে ওঠে 'আলাউদ্দিন সাবধান—নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত ক'র না।' বুঝ্‌তে পারি না—ভাব্‌তে যাই,—শতচিন্তা শত দিক্ থেকে এসে সব গুলিয়ে দেয়! (জনৈক প্রহরি খিজিরকে লইয়া প্রবেশ করিল) কে এ উন্মাদ? উল্লুক, আমি তোকে বন্দী খিজিরখাঁকে আন্‌তে আদেশ করি নি?

খিজির। এই উন্মাদই বন্দী খিজির খাঁ জাঁহাপনা—

আলা। এ্যাঁ—তুমি খিজির! চোখে ঝাপ্‌সা দেখি কেন? এ কি সম্ভব! এই মূর্ত্তি! হা খোদা! পুত্র! এর কারণ?

খিজির। কিসের কারণ, সম্রাট্?

আলা। এ কি দেখ্‌ছি?

খিজির। হতাশ হবেন না, জাঁহাপনা,—আরও আছে। কিন্তু আমার বড় দুর্ভাগ্য যে তা দেখা'তে পাচ্ছি না। তা হ'লে বোধ হয় আপনার তৃপ্তি হ'ত।

আলা। পুত্র! আমার উপর অবিচার ক'রো না।—

খিজির। অবিচার আমি ক'র্‌ছি না,—অবিচার যদি কেউ ক'রে থাকেন তবে সে আপনি। বাজে কথার প্রয়োজন নেই,—যে মুণ্ডের নিমন্ত্রণ-পত্র কাফুরের নিকট পাঠিয়েছিলেন, আজ সেই মুণ্ড স্বেচ্ছায় সম্রাটের দ্বারে অতিথি। রাজাধিরাজ,—তা'র যথোচিত সৎকার করুন।

আলা। ভুলে যা—সে সব ভুলে যা। সব ভুলে গিয়ে একবার বাবা ব'লে ডাক্। শৈশবে যেমন অনন্ত নির্ভরতার সঙ্গে আমার বুকে

ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌তিস, একবার তেমনি ক'রে সংসারের শত আবিল— শত ঝঞ্ঝা,—আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে—আমার সমস্ত অপরাধ ভুলে—অভিমান ত্যাগ ক'রে, একবার আমার কোলে আয় ;—শত অমৃতের উৎস রসনায় ধ'রে একবার 'বাবা' ব'লে ডাক। স্নেহের যাদু-দণ্ডস্পর্শে রুক্ষ শুষ্ক কেশ আবার তেমনি কুঞ্চিত তরঙ্গায়িত ললিতকৃষ্ণ দেহ প্রাপ্ত হ'ক,—শুষ্ক নীরস গণ্ড আবার লাবণ্যে ভ'রে উঠুক—যাতনা দগ্ধ উষরহৃদয় আবার স্নেহ মমতার উর্ব্বরতায় পূর্ণ হ'ক,—ডাক্—পুত্র, একবার 'বাবা' ব'লে ডাক্।

খিজির। উত্তম অভিনয়!

আলা। অভিনয়! না খিজির, যা বল্‌ছি তা'র প্রত্যেক অক্ষর আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উঠ্‌ছে—প্রত্যেকটী কথা আজানধ্বনির মত পবিত্র—গাঢ়—নির্ম্মল। আমায় বিশ্বাস কর পুত্র—

খিজির। কেমন ক'রে ক'র্‌ব সম্রাট্? প্রতিমুহূর্ত্তে বৈশাখী আকাশের মত যাঁর মতির পরিবর্ত্তন হয়, পলকের মধ্যে যার বিধান বদ্‌লে যায়—এক পতিত্যাগিনী ব্যাভিচারিণী রমণীর আদেশে যিনি চালিত —তাঁকে কেমন ক'রে বিশ্বাস ক'র্‌ব?

আলা। সব বুঝি—তবু পারি না। কি একটা তীব্র আকর্ষণ আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে! পুত্র, আমায় শক্ত ক'রে ধ'রে রাখ,— কিছুতে ছাড়িস্ না—স্নেহের দৃঢ় বন্ধনে আমায় বেঁধে রাখ্— দেখ্ তা'তে যদি এ প্রবল স্রোত প্রতিহত হ'য়ে ফিরে যায়। —শত চেষ্টায়ও আমি পারিনি—আমি পা'র্‌ব না—সে শক্তিও আমার নেই! তুই হয়ত' পার্‌বি—বড় সুসময় এই। আজ তোর লাবণ্যহীন দেহযষ্টি দেখে অতীতের অনেক কথা আমার মনে পড়্‌ছে। মনে পড়্‌ছে তোর জননীর সেই পবিত্র মুখশ্রী,— যা দেখ্‌লে একটা অশ্রান্ত বিমল পুলকে প্রাণ ভ'রে উঠে—পুণ্যের

একটা স্নিগ্ধ সৌরভ ছুটে এসে দেহমন সুরভিত ক'রে দিত।— খিজির, যদি কোন অন্যায় ক'রে থাকি,—আমি তোর পিতা— আমি মার্জ্জনা চাইছি—আমায় মার্জ্জনা ক'রে, তোর স্নেহের দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখ্। তবুও নীরব—তবুও নীরব! হায় পুত্র—তুই যদি এম্নি অনুতপ্ত হ'য়ে আজ আমার কাছে ছুটে আস্‌তিস্— এমনি আকুল হ'য়ে আমার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'র্‌তিস্—অতি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হ'লেও আমি তোকে মার্জ্জনা ক'র্‌তেম।

খিজির। বন্দীর সঙ্গে এ আচরণের উদ্দেশ্য আমি ঠিক বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না।

আলা। বন্দী! তাই ত! খুলে নে—খুলে নে—প্রহরী, শৃঙ্খল খুলে নে—যা—তোরা সব দূর হ'য়ে যা— [প্রহরীর প্রস্থান।
আজ অভিমান নয়—শৃঙ্খল নয়—প্রহরী নয়,—শুধু স্নেহ—শুধু হৃদয়ের বিনিময়—শুধু মধুর সম্ভাষণ!—খিজির—খিজির!

খিজির। পিতা—পিতা—(পদতলে পড়িলেন)।

আলা। (বক্ষে ধরিয়া) আঃ—

খিজির। পিতা!

আলা। পুত্র!

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। চমৎকার!

আলা। এখানে না—এখানে না—আজ পিতা পুত্রের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মধুর মিলন—মর্ত্ত্যে স্বর্গ নেমে এসেছে—পৃথিবী পুলকে নেচে উঠেছে—আকাশ মাটিতে লোটাচ্ছে! যা, রাক্ষসি, স'রে যা— তোর পাপদৃষ্টিতে এ উৎসব—এ আনন্দ এখনই সব শুকিয়ে যাবে। যা—স'রে যা—স'রে যা—

কমলা। সম্রাট্; চমৎকার আপনার ন্যায়-বিচার! নররূপে মূর্ত্তিমান

ধর্ম্ম আপনি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! [জিজ্ঞাসিলেম,—সাহাজাদার জন্য সম্রাটের আইনে স্বতন্ত্র বিধান আছে! লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের ভার যাঁর হস্তে ন্যস্ত—যাঁকে সবাই ভগবানের অবতার ব'লে মান্য করে—ন্যায় অন্যায় বিচার না ক'রে, যাঁর আদেশ কোটী কোটী নরনারী অবনতমস্তকে পালন করে,—তাঁর এ পক্ষপাতীত্ব!

আলা। আর না—আর না—ক্ষান্ত হ'—ক্ষান্ত হ' রাক্ষসী। এ আইনের কথা নয়—বিধানের কথা নয়—মীমাংসার কথা নয়—এখানে প্রাণের কথা! পাষাণি!—চেয়ে দেখ্—চোখ মেলে এই করুণ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখ—যা' দেখলে পাষাণও গ'লে জল হ'য়ে বেরোয়—আর মনে কর্ যে এর মা আমার নিকট এঁকে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল—মরবার সময় আমার হাতে এঁকে সঁপে দিয়েছিল। নারী তুই—তারপর যা বলবার থাকে বল্।

কমলা। সম্রাট, আজ যদি অন্য এক ব্যক্তি এইরূপ অপরাধে অভিযুক্ত হ'য়ে বিচারের জন্য আপনার সমক্ষে দাঁড়াত, তবে কি, সে তা'র বৃদ্ধ পিতার অন্তিমের আশা এবং বৃদ্ধা মাতার বক্ষের পঞ্জর ব'লে তা'র শাস্তির কিছু লাঘব হ'ত? ঘাতকের খড়্গ কি তা'র মস্তকে উদ্যত হ'ত না?

আলা। নারি! বৃথা আমায় তিরস্কার ক'র্‌ছ! আমার এ অবস্থা যদি তোমার হ'ত, তুমিও আমার মত আচরণ ক'র্‌তে। ভেবেছিলেম—খিজিরকে তা'র অপরাধ অনুযায়ী দণ্ড দেব; কিন্তু তা'র এই বিরস মুখশ্রী দেখে আমার সব সঙ্কল্প মুহূর্ত্তের মধ্যে টুটে গেল—কঠোরতা স্নেহের উত্তাপে গ'লে বাৎসল্যে পরিণত হ'ল! আমার শুধু মনে হ'ল তা'র মায়ের অন্তিম অনুরোধ—আমার শুধু মনে হ'ল যে, সে আমার মাতৃহারা অনাথ পুত্র।

কমলা। এত দুর্ব্বল হৃদয় নিয়ে রাজত্ব করা চলে না। সম্রাট! যে মুহূর্ত্তে

আপনার এই দুর্ব্বলতা—এই অবিচার—এই পক্ষপাতীত্বের কথা—এই প্রাসাদের বাইরে যাবে—সেই মুহূর্ত্তে আপনার কোটী কোটী প্রজার হৃদয়ে ভক্তি এবং বিশ্বাসের দুই অক্ষয় স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত আপনার যে অটল সিংহাসন ছিল, প্রলয়ের ভূমিকম্পে সিংহনাদে তা' ট'লে উঠবে। শত চেষ্টায়—শত আত্মবলি দিয়েও আর তা' আপনি স্থির রা'খ্‌তে পার্‌বেন না!

আলা। খোদা! খোদা! চির অন্ধকারে আবৃত ক'র্‌বার পূর্ব্বে কেন একবার এ স্বর্গীয় আলোক দেখা'লে?

কমলা। জাঁহাপনা। আমি শেষ উত্তর শুন্‌তে চাই। বলুন সম্রাট, আপনার নিকট সুবিচার-প্রত্যাশা আমার পূর্ণ হবে কি না?

আলা। নিশ্চিন্ত হও নারী! পাবে—সুবিচার পাবে। রাজা আমি সুবিচার ক'র্‌ব না? ক'র্‌ব—সুবিচারই করব! তাতে যদি হৃদয় কেঁপে ওঠে—তাকে নখাঘাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলব—চোখে যদি অশ্রু আসে—তাকে জোর ক'রে চোখের মধ্যে পুরে রা'খব—আর্ত্তনাদ ক'র্‌তে যদি ইচ্ছা হয়—কণ্ঠ জোরে চেপে ধ'র্‌ব। হায় রাজাসুখ! —অতি দীন প্রজাও আজ আমার সঙ্গে তা'র অবস্থার বিনিময় ক'র্‌তে চাইবে না। ধিক্—ধিক্ এ সিংহাসন! হাঁ,—বিচার ক'র্‌ব, —সুবিচারই ক'র্‌ব। রাজদ্রোহী, তোমার কিছু ব'লবার আছে?

খিজির। কিছু না—

আলা। রাজদ্রোহীর শাস্তি—প্রা—ণ—দ—ণ্ড—

কমলা। সম্রাটের জয় হো'ক—

আলা। চুপ কর পিশাচী, সম্রাটের জয় যে দিন তোকে প্রথম দেখে-ছিলেম, সেই দিন থেকেই লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কে আছিস্?

(প্রহরীর প্রবেশ)

এই মুহূর্ত্তে বন্দীর শিরশ্ছেদ কর—কেমন? সুবিচার পেয়েছ!

আর কেন নারী, এইবার আমায় ত্যাগ কর। ওহো হো, হৃদয়! দৃঢ় হও; নতুবা চূর্ণ ক'রে ফেল্‌ব। অশ্রু! ফিরে যাও—ফিরে যাও, নতুবা চোখ্‌ উপ্‌ড়ে ফেলব। খিজির—খিজির—পুত্র আমার,—আমায় ক্ষমা কর; বড়,—বড় অভাগা আমি।

খিজির। অপরাধী ক'র্‌বেন না জনাব, শত দোষে দোষী হ'লেও আপনি আমার পিতা,—আমার জন্মদাতা—দেবতার দেবতা। অজ্ঞান সন্তান আমি, অভিমান ক'রে কত রূঢ় কথা ব'লেছি, আমায় মার্জ্জনা করুন। বিবিসাহেবা, আমার প্রতিশ্রুতি আমি পূর্ণ মাত্রায় পালন ক'রেছি,—সম্রাটের বিরাগ ভাজন হ'য়েও আপনার কন্যাকে সুখী ক'রেছি। চল প্রহরী—(প্রস্থানোদ্যত)

আলা। খিজির—

খিজির। পিতা,—

আলা। আমায় কি তোর কিছু ব'লবার নেই?

খিজির। মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে আর কি ব'লব জনাব? তবে এক ভিক্ষা, যদি পূর্ণ হয়,—মতিয়ার কবরের পাশে যেন আমায় সমাহিত করা হয়। শুধু এই ভিক্ষা। এস প্রহরী—[প্রহরীর সহিত প্রস্থান।

আলা। গেল,—দীপ নিভে গেল,—খোদা—(মূর্চ্ছা।)

কমলা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—কি তৃপ্তি!!

তৃতীয় দৃশ্য।

কাফুরের গৃহ।

কাফুর ও গণপৎ।

কাফুর। তুমি এ সময়ে এখানে গণপৎ!

গণপৎ। 'তা'তে আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন কাফুর? যে উদ্দেশ্য নিয়ে দু'জনে

কার্য্য ক্ষেত্রে নেমেছিলেম, আজ তা' সিদ্ধপ্রায়—এমন আনন্দের দিনে এখানে আ'স্‌ব না ?

কাফুর। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধপ্রায় ?

গণপৎ। দিল্লীসিংহাসনে শূরশ্রেষ্ঠ কাফুর খাঁর অধিরোহণ।

কাফুর। উন্মাদের মত কি ব'ল্‌ছ গণপৎ ?

গণপৎ। যা' হবে তাই ব'ল্‌ছি। আমি দিব্য দৃষ্টিতে সব দেখ্‌তে পাচ্ছি ! বিঘ্ন যা কিছু ছিল, আজ তা দূরীভূত হবে !

কাফুর। তার অর্থ ?

গণপৎ। কেন, তুমি কি জান না, যে খিজিরখাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেছে ?—

কাফুর। বধ্যভূমিতে নিয়ে গেছে !—কেন—কেন ?

গণপৎ। বধ্যভূমিতে যে জন্য নেয় ! সম্রাটের আদেশে এখনই তার শিরশ্ছেদ হবে।

কাফুর। শিরশ্ছেদ হবে !

গণপৎ। হাঁ কাফুর। তবে আর ব'লছি কি ? এক মাসের মধ্যে কাফুর খাঁর গুণগানে ভারত-গগন মুখরিত হবে।

কাফুর। সাহাজাদাকে বধ করবার আদেশ দিয়েছেন, অথচ আমাকে একবার সে সম্বন্ধে সম্রাট্ কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নি !

গণপৎ। সে বরং ভালই হ'য়েছে,—পাপের ভাগী হ'তে হবে না।

কাফুর। স্তব্ধ হও গণপৎ। না,—তা হবে না। আমি জীবিত থাক্‌তে সে অমূল্য জীবন ঘাতকের খড়্গে বিনষ্ট হ'তে দেব না। আমি তাঁকে রক্ষা ক'র্‌ব।

গণপৎ। তুমি কি আনন্দের উচ্ছ্বাসে ক্ষিপ্ত হ'লে কাফুর ? প্রকৃতিস্থ হও—প্রকৃতিস্থ হও।

কাফুর। আমি বেশ প্রকৃতিস্থ আছি বিলম্বে সর্ব্বনাশ হবে।
(প্রস্থানোদ্যত)

গণপৎ। কোথায় যাও, কাফুর।

কাফুর। সাহাজাদাকে রক্ষা ক'র্‌তে!

গণপৎ। তোমার চরিত্র আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

কাফুর। তা' পা'র্‌বে কি ক'রে বিশ্বাসঘাতক! বিপন্ন বন্ধুকে শত্রুর হাতে ফেলে যে প্রাণ নিয়ে পালায়, সে আমাকে বুঝ্‌বে না। যাও—নিজের কার্য্যে যাও।

গণপৎ। এত পরিবর্ত্তন তোমার কি ক'রে হ'ল কাফুর?

কাফুর। শুন্‌বে—কি ক'রে হ'ল? তবে শোন—দানবীয় মায়ায় আমার চোখের সামনে যে যবনিকা প'ড়ে আমার দৃষ্টিকে বিকৃত ক'রেছিল, শুভমুহূর্ত্তে এক দেবতার পূতস্পর্শে সে যবনিকা স'রে গিয়ে আমাকে আবার সহজ—সরল—সাধারণ দৃষ্টি দিয়েছে। তাই আজ খিজির খাঁকে চিন্‌তে পেরেছি—বুঝেছি সে কত বড়—কত মহৎ! আকাশের মত উদার তা'র প্রাণ—হজরতের মত পবিত্র, নির্ম্মল সে। তুমি আমায় খিরিজ খাঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলে,—আর সে নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে আমায় মুক্তি দিয়েছে—নিরাপদ ক'রেছে। নইলে আজ তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেত না—নিয়ে যেত এই কাফুর খাঁকে। শোন গণপৎ!—এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার গৃহ পরিত্যাগ কর—আর কখনও আমার সম্মুখে এস না। হাঁ, আর এক কথা,—ভবিষ্যতের জন্য স্মরণ রে'খ যে, আজ থেকে আমি তোমার পরম শত্রু, আর সাহাজাদার চরিত্রমুগ্ধ গোলামের গোলাম। যাও—

গণপৎ। ভাল,—দেখা যাবে। (বিপরীত দিকে উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বধ্য ভূমি।

খিজির ও ঘাতক।

খিজির। এই ত জীবন! শুধু অশ্রান্ত জ্বালা—শুধু তীব্র মনস্তাপ। অমূল্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে,—কে এই দুর্ব্বহ জীবনভার বইতে চায়! মৃত্যুর পরপারে, বোধ হয়, শান্তি আছে। পুত্র বহুকাল প্রবাসবাসের পর সেই পরম দয়ালু স্নেহময় পিতার চরণোদ্দেশে চ'লেছে, পিতা তা'কে ব্যগ্র আলিঙ্গনে বক্ষে তু'লে নিতে পথে দাঁড়িয়ে আছেন; চক্ষে তাঁর অসীম স্নেহ,—অনন্ত করুণা,—হস্ত তাঁর সমস্ত অপরাধের মার্জ্জনা জ্ঞাপন ক'র্‌ছে। চল্ খিজির,—চল্, পিতার আলয়ে ছুটে চল্।

ঘাতক। সাহাজাদা—

খিজির। না, আর বিলম্ব ক'র্‌ব না। ভেবেছিলেম,—কাফুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে বলজিকে নিরাপদ ক'রে যাব—হ'ল না। যাক্, তুমি প্রস্তুত হও,—সেই অবসরে আমি একবার পিতার নিকট মনোবেদনা জানিয়ে নিই। (নতজানু হইয়া) দয়াময়, জীবনে আর কখনও তোমাকে ডাকিনি,—পাপ ভিন্ন করিনি। সন্তান সহস্র অপরাধে অপরাধী হলেও, অনুতপ্ত-হৃদয়ে একবার পিতা ব'লে ডা'ক্‌লে, পিতা তার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে কোলে তুলে নেন্—এই আমার ভরসা। দয়াময়,—আমায় বিস্মৃতি দাও,—শান্তি দাও—(ঘাতক খড়্গ উত্তোলন করিল। ঠিক সেই সময় কাফুর "ক্ষান্ত হও" বলিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাতক খড়্গ নামাইল।)

খিজির। কে?

কাফুর। আমি কাফুর, সাহাজাদা—

খিথির। এসেছ! তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌বার ইচ্ছা ছিল।

কাফুর। আদেশ করুন।

খিজির। কাফুর, কোনদিন কোন কারণে যদি তোমার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমায় ক্ষমা কর ভাই। (কাফুরের হাত ধরিলেন।)

কাফুর। এ কি ব'লছেন সাহাজাদা—আমায় আর অপরাধী ক'র্‌বেন না।

খিজির। আর এক কথা—দেবলা ও বলজির বিরুদ্ধে যদি কোন বৈরভাব হৃদয়ে থাকে,—তা দূর করে দাও। তাদের বিরুদ্ধে আর কখন অস্ত্রধারণ ক'র না,—এই আমার অন্তিম ভিক্ষা।

কাফুর। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

খিজির। কার্য্য শেষ। নিশ্চিন্ত।—হাঁ, কাফুর যদি কখনও দেবগিরি যাও—না, থাক,—এস ঘাতক, সম্রাটের আদেশ পালন কর।

কাফুর। ঘাতক, ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি সম্রাটের অন্যরূপ আদেশ নিয়ে আস্‌ছি।

ঘাতক। ক্ষমা ক'র্‌বেন হুজুরালি, আর বিলম্ব ক'র্‌লে আমার জান যাবে। সাহাজাদার ছিন্নশির নিয়ে এখনই আমাকে, সম্রাটের নিকট পৌঁছিতে হবে। আমার উপর এইরূপ আদেশ জনাব।

কাফুর। শোন ঘাতক—আমি সম্রাটকে মানি না—কমলাদেবীকে মানি না।—সহজে আমার আদেশ পালন না ক'র্‌লে—আমি তোমাকে বলপ্রয়োগে বাধ্য ক'র্‌ব। আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা না করে একটা রমণীর প্ররোচনায় এমন অমূল্য জীবন ঘাতকের খড়্গে নষ্ট ক'র্‌ছেন, অথচ কাফুর খাঁ এই রাজ্যে এমন ক্ষমতা রাখে যে, এক মুহূর্ত্তে সে আলাউদ্দিনকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে এই খিজির খাঁকে বসাতে পারে। না—কখনও হ'বে না। যাও ঘাতক—তোমার সম্রাটকে গিয়ে বল যে, কাফুর খাঁ তাঁর কার্য্যে বাধা দিচ্ছে—

সাধ্য থাকে—শক্তি হয়—তিনি তা'কে নিবৃত্ত করুন। যাও,—এ স্থান ত্যাগ কর।

ঘাতক। আমার কোন অপরাধ নেই, জনাব—

কাফুর। আমার আদেশ পালন কর—যাও। (ঘাতক প্রস্থানোদ্যত)

খিজির। দাঁড়াও।—কাফুর! তুমি না অস্ত্রব্যবসায়ী—তুমি না বীর—ছিঃ! এ ইতরজনোচিত ব্যবহার তোমার সাজে না! এতকাল হৃদয়রক্ত ঢেলে রাজভক্ত ব'লে যে সুনাম অর্জ্জন ক'রেছ, এই তুচ্ছ জীবনের জন্য কেন তা হারা'বে?

কাফুর। কি ব'ল্ছেন সাহাজাদা! একটা রমণীর খেয়াল চরিতার্থ ক'র্‌তে বিচারের নামে অবিচারে নিরপরাধ আপনার এমন অমূল্য জীবন বিনষ্ট হবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব?

খিজির। ক্ষুব্ধ হ'য়ো না বন্ধু,—স্থিরচিত্তে বিচার ক'রে দেখ,—আজ এর প্রয়োজন হ'য়েছে। ব্যাধির উপশমের জন্য অনেক সময় বিষপানও ব্যবস্থা। সম্রাট ব্যাধিগ্রস্ত—তাঁকে মায়াবীর মায়াজাল থেকে উদ্ধার ক'রতে একটা অস্বাভাবিক কিছুর প্রয়োজন—সে সুবিচারেই হ'ক আর অবিচারেই হ'ক। আর—আমায় বিশ্বাস কর কাফুর, এ প্রাণের উপর আর আমার কোন মমতা নেই—মতিয়া আমার বুক ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। এস ঘাতক—তোমার কার্য্য কর। কাফুর, তুমি এ দৃশ্য সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌বে না। স্থানান্তরে যাও ভাই।

কাফুর। ওঃ! সাহাজাদা—বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আলাউদ্দিন, আজ তোমার কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার পাবে। [বেগে প্রস্থান।

খিজির। মতিয়া, মতিয়া—যাচ্ছি!

(ঘাতক স্বীয় কার্য্য করিল)

———

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

আলাউদ্দিন।

আলা। দোষ কার? আমার! কেন? রাজা আমি, ন্যায়-বিচার ক'রেছি! পুত্র বলে পক্ষপাতীত্ব ক'রিনি—অপরাধ অনুযায়ী দণ্ড দিয়েছি! তবে কমলার? তারই বা দোষ কি? পীড়কের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনায় অপরাধ কি? খিজির ত তা'র উপর যথেষ্ট অত্যাচার ক'রেছে। তবে কার দোষ? তা'র নিজের দোষ—নইলে পিতা হ'য়ে—বিচারক হ'য়ে, কেন আমি তাকে চরম দণ্ডিত ক'র্ব? তবু যেন বোধ হয়, এর ভিতর কোন রহস্য আছে; কি রহস্য থা'ক্বে? সে রাজদ্রোহী—পিতৃদ্রোহী—দেবগিরি-বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে সে ত প্রাকাশ্যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। উচিত ক'রেছি—বিচারকের যোগ্য কার্য্য ক'রেছি—রাজধর্ম্ম পালন ক'রেছি। তবু প্রাণ কাঁদে কেন? তার কথা মনে হ'লে চোখ দিয়ে জল আসে কেন? না, হ'ক সে অপরাধী—সবাই আমাকে দুর্ব্বলচিত্ত ব'লে ঘৃণা করুক—যায় রাজ্য, ছারখারে যাক্। তা'কে হত্যা ক'র্তে পা'র্ব না—না, কখনই না—এই মুহূর্ত্তে আদেশ প্রত্যাহার ক'রে তাকে ফিরিয়ে আন্ব—সে যে মেহেরার বড় আদরের খিজির। কে আছিস্—

(খিজিরের মুণ্ড লইয়া ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। জাঁহাপনা!

আলা। কে তুই? এ কি? এ কি? (দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিলেন)

ঘাতক। জাঁহাপনা! এই সাহাজাদার ছিন্ন মুণ্ড।

আলা। এঁ্যা! সাহাজাদার ছিন্ন মুণ্ড! তবে কি তুই তাকে সত্য সত্যই হত্যা ক'রেছিস্! কি ক'রেছিস্—কি ক'রেছিস্ ঘাতক! আমার

পরলোকগতা মেহেরার গচ্ছিত ধনকে—আমার প্রিয়তম পুত্রকে তুই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা ক'রেছিস্! খিলিজি-বংশের গৌরব—বীরত্বের একাদর্শ—এমন পুত্র আমার সে; তা'কে তুই—না—না—না—এ অসম্ভব। এতদিন অবনত মস্তকে তা'র আদেশ পালন ক'রে আজ তোর এত স্পর্দ্ধা হবে না যে, তার স্কন্ধে খড়্গাঘাত ক'র্‌বি। বল্—বল্ নরাধম—কোথায় আমার পুত্র?

ঘাতক। জাঁহাপনা! এই তাঁর ছিন্নমুণ্ড—

আলা। ছিন্নমুণ্ড! তা'র ছিন্নমুণ্ড! বড় অপরাধ ক'রেছিল সে, তাই তা'কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক'রেছিলেম—তুই আমার সে আদেশ পালন ক'রেছিস্। দে,—ও মুণ্ড আমার হাতে দে—আমার বংশধরের মুণ্ড আমার হাতে দে! (হস্ত প্রসারণ করিলেন) না—নিয়ে যা ঘাতক; আমার দৃষ্টির সম্মুখ হ'তে নিয়ে যা। তোর হৃদয়ে কি বিন্দুমাত্রও করুণা নেই—মায়া—নেই—সহানুভূতি নেই—তাই পুত্রকে হত্যা ক'রে তার রুধিরাক্ত ছিন্নশির পিতার নিকট নিয়ে এসেছিস্—তুই কি মানুষ ন'স্—তোর কি প্রাণ নেই? এ কি! পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌ছে কেন? সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা সব নিভে যা'চ্ছে—প্রলয়ের ঝড় গর্জ্জন ক'রে ছুটে আস্‌ছে—রক্ত বন্যার স্রোতে ছুটে আস্‌ছে।—রক্ত—রক্ত—চারিদিকে রক্তের সমুদ্র—এখনও দুরাত্মা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্! পালা—পালা—তোকে ঐ রক্তের নদীতে ডুবিয়ে মা'র্‌বে। যা,—চ'লে যা—

ঘাতক। যো হুকুম খোদাবন্দ্! (প্রস্থানোদ্যত)

আলা। (ছুটিয়া ঘাতকের গলা চাপিয়া ধরিলেন; ভীতিবিহ্বল ঘাতকের হস্ত হইতে মুণ্ড স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল) কোথায় পালাস্ দস্যু? আমার পুত্রকে হত্যা ক'রে—সম্রাটের বংশধরকে হত্যা ক'রে, কোথায় পালাবি! জাহান্নামে গেলেও তোর নিস্তার

নেই। তোকে আমি জীবন্তে কবর দেব—আগুনে পোড়াব—কুকুর দিয়ে খাওয়াব—(ঘাতককে ছাড়িয়া) না,—না—তোর অপরাধ কি ? তুই ত' আমারই আদেশ পালন ক'রেছিস্! যা—চলে যা—আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ' (ঘাতকের প্রস্থান)। কি ক'রেছি—কি ক'রেছি,—ও হো হো—

(কমলার প্রবেশ)

এই যে নারী! এতদিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে—ঘাতক আমার আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন ক'রেছে। কেমন, এইবার তৃপ্ত হ'য়েছ ?

কমলা। এত অল্পে তৃপ্ত হ'ব! মনে পড়ে আলাউদ্দিন, নিজ হস্তে খড়্গাঘাতে আমার তিন তিনটি পুত্রকে কি ভাবে রণস্থলে হত্যা ক'রেছ! মা আমি—স্বচক্ষে তাদের সেই শোচনীয় মৃত্যু দেখেছিলাম। আমার চোখের সাম্‌নে তাদের দেহ অসাড় হ'য়ে গেল—অথচ আমার চক্ষু হ'তে এক বিন্দু অশ্রু পড়েনি। তারপর মনে কর দেখি, আমার স্বামীর কি অবস্থা ক'রেছ ? রাজ্যেশ্বরকে পথের ভিখারী ক'রেছ,—তাঁর পত্নীকে বন্দিনী ক'রে তাঁ' হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রেছ। মনে পড়ে সে সব কথা ? পদ্মিনী আগুণে ঝাঁপ দিয়ে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ক'রেছিল, আর আমি, যে হাতে সেই আহত পুত্রদের শোণিত-প্রবাহ রুদ্ধ ক'রেছিলেম,—সেই হাতে তোমার দত্ত অন্ন আহার ক'রে জীবন রক্ষা ক'রেছি! কেন, জান ? প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য! তোমার সিংহাসনকে অশান্তির আকরে পরিণত ক'র্‌বার জন্য! আমার স্বামীকে যে যন্ত্রণা দিয়েছ, তার সহস্রগুণ যন্ত্রণা দিয়ে তোমার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত জ্বালাময় ক'র্‌বার জন্য! আজ পুত্রশোকে তুমি আর্ত্তনাদ ক'র্‌ছ—শোকে

ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়েছ—তাই দেখ্‌ছি—আর আনন্দে হাততালি দিয়ে আমার নৃত্য ক'র্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে! বাঃ বাঃ—কি তৃপ্তি—কি শান্তি!

আলা। বটে! শয়তানি—তোকে আমি পিপীলিকার মত পিষে মা'রব—

কমলা। মরণের ভয় কি দেখাস্ শয়তান? মরণ ত' আমার বহুপূর্ব্বে হ'য়েছে;—রাজপুতরমণী হ'য়ে তোর হারেমে বাস ক'রেছি—তোর সঙ্গে আলাপ ক'রেছি—তোর প্রদত্ত আহার গ্রহণ ক'রেছি—সে পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত (বক্ষে ছুরিকাঘাত)

(নেপথ্যে প্রহরিগণ—"জাহাপনা—দস্যু—দস্যু—)

(নেপথ্যে দেবলা—"ভাই, ভাই"—)

(দেবলা, বলদেব ও দেবীসিংহের প্রবেশ)

দেবলা। ভাই—ভাই—এঁ্যা—এ কি? দেবীদাদা, দেবীদাদা, কি দেখ্‌ছি—কি দেখ্‌ছি—

বলদেব। ওঃ—সাহাজাদা, এত ক'রেও তোমায় বাঁচাতে পার্‌লেম না।

আলা। কে তোরা দস্যু?

দেবী। দস্যু নই সম্রাট! তোমার প্রহরীরা আমাদের প্রবেশপথে বাধা দিয়েছিল—তাই আমি চিরদিনের জন্য তা'দের স্তব্ধ ক'রে এসেছি—এই মাত্র।

দেবলা। দেবীদাদা এই কি সম্রাট আলাউদ্দিন?

দেবী। হাঁ,—এই সেই পুত্রঘাতক—

দেবলা। সম্রাট, শোণিত-পিপাসা কি তোমার এত তীব্র যে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সইল না? কি ক'র্‌লে—কি ক'র্‌লে মূর্খ? বিনাদোষে নিজের দেবতুল্য পুত্রকে হত্যা ক'র্‌লে? ভাই—ভাই, পার্‌লেম না। :—আর যদি একদণ্ড পূর্ব্বেও আ'স্‌তে পার্‌তেম!

া। কে তুই ?

লা। কে আমি ? সম্রাট, পঁচিশ হাজার প্রাণ বলি দিয়ে—রাজকোষ শূন্য ক'রে—যে দেবলার ছায়ামাত্রও দেখ্‌তে পাওনি,—পিশাচ পিতার উদ্যত খড়্গ হ'তে—দেবপ্রতিম সাহাজাদাকে রক্ষা ক'র্‌তে আজ স্বেচ্ছায় সেই দেবলাদেবী তোমার দ্বারে উপস্থিত।

লা। তুই দেবলা ?

দবলা। হাঁ সম্রাট,—আমিই দেবলা।

লা। হুঁ—তোর জন্যই আজ আমি পুত্রহারা—তোর জন্যই আজ আমার প্রাণে ধূ ধূ ক'রে চিতাগ্নি জ্বলছে। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—আরও—আরও রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত চাই—

(দেবলাকে আক্রমণ করিতে গেলেন)

ল। খবর্‌দার,—

লা। কে আছিস্ ? বন্দী কর্—বন্দী কর্। রক্ষী—রক্ষী—

(বেগে কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। আর রক্ষীর প্রয়োজন নেই। তোমার পাপ-রাজত্বের যবনিকা আজ এইখানে প'ড়বে। পুত্রঘাতী দস্যু,—তোর অত্যাচারে আজ ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রন্দনের এক মহারোল উঠেছে,—শয়তান—এই বিষাক্ত ছুরিকাই তোর কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার।

(আলাউদ্দিনের বক্ষে ছুরিকাঘাত।)

যবনিকা পতন।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,

মেটকাফ্ প্রেস্;

১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।